মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৪র্থ সংখ্যা
রবীউল আখের-জুমাঃ উলাঃ	১৪৩৮ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪২৩ বাং
জানুয়ারী	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ তালাকের শারঈ পদ্ধতি ও হিল্লা বিয়ের বিধান ০৪
-অনুবাদ : আব্দুল মালেক

♦ ইসলামে তাক্বলীদের বিধান *(৩য় কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

♦ কুরআন-হাদীছের আলোকে ক্ষমা ১৪
-রফীক আহমাদ

♦ রোহিঙ্গারা বাঁচতে চায় *-লিলবর আল-বারাদী* ২০

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৩

♦ রোহিঙ্গা নির্যাতনের করুণ চিত্র
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ২৫

♦ তাতাদের আদ্যোপান্ত *(৩য় কিস্তি)*
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ **হকের পথে যত বাঁধা** ৩১

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩২

♦ ছাদাক্বার অধিক হকদার কে?

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৩

♦ মৃত্যু যাত্রায় কেউ আমাদের সাথী হবে কি?

◈ **কবিতা :** ৩৫

♦ নিঃস্বার্থ ভালবাসা ♦ হে রহীম রহমান!
♦ মুখোশ উন্মোচন

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৬

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭

◈ **মুসলিম জাহান** ৩৯

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৯

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৮

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

২০তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০১৭

স্বাধীন 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণা করুন!

১৯৪২, ৪৮, ৭৮, ৯২ ও ২০১২-এর মত এ বছর ৯ই অক্টোবর'১৬ থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর আবারও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। ৯ জন পুলিশ হত্যার অজুহাত তুলে সরকারী আইন-শৃংখলা বাহিনী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ত্রাসী ক্যাডাররা হেন বর্বরতা নেই যা নিরপরাধ রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর করছে না। এমতাবস্থায় মিয়ানমারের নাগরিকত্বহারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য তাদের জন্মভূমি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে স্বাধীন 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণা করা ব্যতীত জাতিসংঘের অন্য কোন পথ খোলা নেই।

অন্যদিকে সবকিছু হারিয়ে যখন তারা জীবন বাঁচানোর জন্য নদী ও সাগর পথে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের দিকে আশ্রয়ের জন্য ছুটছে, তখন তারা আমাদের সীমান্ত রক্ষী বিজিবি সদস্যদের তাক করা রাইফেলের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে পিছনে বর্মী হায়েনাদের ও সামনে বাংলাদেশী ব্যাঘ্রদের মাঝখানে পড়ে টোকা-শ্যাওলার মত ভাসছে তাদের জীবনের ভেলা। অথচ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরাই গেয়েছিলাম 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'। আজ সেই দেশের সরকার প্রতিবেশী দেশের গণহত্যার শিকার মযলূম মানবতার পক্ষে কোন কথা বলছে না। বরং উল্টা তাদেরকে বর্মী দস্যুদের কাছে ফেরৎ পাঠাচ্ছে। এর চাইতে অমানবিক আর কি হ'তে পারে? ২০১২ সালে বর্তমান সরকারের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নিন্দা কুড়িয়েছিল। এবারও একইভাবে নিন্দা কুড়াচ্ছে। অথচ দেশের জনমত তার বিপরীত। তাহ'লে সরকার কাদের খুশী করার জন্য কাজ করছে?

১৯৮৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কমবেশী প্রায় ১৫ থেকে ২১ বছর মিয়ানমারে গৃহবন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে ২০১২ সালের ১২ই জুন নরওয়ের রাজধানী অসলোতে নোবেল পুরস্কার হাতে নিয়ে অং সান সু চি বলেছিলেন, অন্তরীণ থাকার সময় তিনি শক্তি অর্জন করতেন জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার প্রস্তাবনা অনুচ্ছেদ থেকে। যাতে সমর্থন ঘোষিত হয়েছে এমন এক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি, 'যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাকস্বাধীনতা ও ধর্মবিশ্বাস প্রতিপালনের অধিকার ভোগ করবে এবং ভীতি ও অভাব থেকে মুক্তির অধিকার অর্জন করবে'। অন্তরীণকালে অধিকাংশ সময় তিনি বই পড়ে কাটাতেন, তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব গান্ধীজির অহিংস নীতি ও গণতন্ত্রের কথা বলতেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস বাণী শোনাতেন। কিন্তু এখন...! সেজন্যই সঙ্গতভাবে তার নোবেল প্রাইজ ফিরিয়ে নেওয়ার দাবী উঠেছে।

স্বাধীন বার্মার শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন রোহিঙ্গা মুসলিম নেতা উ. রাযাক। যিনি ছিলেন সু চি-র পিতা অন সানের অন্যতম প্রধান সহযোগী এবং পরে তার সাথেই তিনি নিহত হন। সু চি এখন তার পিতার বন্ধুকে ও তার জাতিকে চেনেন না। যেমন ভুলে গেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দর্শনের ছাত্রী ১৯৬৪ সালে তার ছাত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ তরুণ পাকিস্তানী কূটনীতিক তারেক ফরহাদের মুসলিম জাতিকে। নাকি তার কারণে সেখান থেকে কোনমতে ৩য় বিভাগে পাশ করার ক্ষোভে প্রতিশোধ নিচ্ছেন জীবন সন্ধ্যায় গণহারে মুসলিম নিধনের মাধ্যমে? ধিক এইসব দ্বিমুখী মানুষদের।

সেই সু চির দেশের এক সম্প্রদায়ের মানুষের মানবাধিকার আজ চরমভাবে পদদলিত হচ্ছে। তিনি এখন কার্যত ওই দেশের শাসনকর্ত্রী। সেখানকার মানবাধিকার লংঘন ঠেকানোর ক্ষমতা তাঁর আছে। কেননা তাঁর পরিচালিত গণতান্ত্রিক সরকারই এগুলি করছে। বর্তমানে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর যে সংগঠিত আক্রমণ চলছে, তা গণহত্যা বা জেনোসাইড (Genocide) ভিন্ন কিছুই নয়। সরকারী সমর্থনে সংখ্যাগুরু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকদের হাতে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্বিচার গণহত্যা ও গণধর্ষণ চলছে। তাদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মসজিদ, স্কুল, দোকান-পাট কোন কিছুই তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। জীবন বাঁচাতে হাযার হাযার রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী দেশ সমূহে। অনেকে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে ডুবে মারা যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এই গণহত্যায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন 'ভিরাথু' নামের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তার ও তার দলের একটাই লক্ষ্য, রোহিঙ্গাদের নির্মূল করা অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা। অথচ বৌদ্ধদের অন্যূন দেড়শ' বছর আগে থেকেই রোহিঙ্গারা আরাকানের বাসিন্দা।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন থেকে চট্টগ্রামের ন্যায় আরাকানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে *[আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস) ৪০৩ পৃ.]*। অনেকে ছূফীদের কথা বলেন। কিন্তু এটা ভুল। কেননা ইসলামের প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগে কথিত ছূফীবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ছূফীরা এদেশে এসেছেন ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর। তৎকালীন রাহমী রাজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। যা তিনি ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন *(হাকেম হা/৭১৯০; থিসিস ৪২৫ পৃ.)*। 'ভারত রত্ন' উপাধি প্রাপ্ত ঐতিহাসিক কাযী আতহার মুবারকপুরী (১৯১৬-১৯৯৬ খৃ.) বলেন, সম্ভবতঃ এই রাজা ছিলেন রাহমী রাজবংশের। যারা বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন। এই বংশের রাজাগণ প্রতিবেশী রাজাদের নিকট বিভিন্ন উপঢৌকন পাঠাতেন। বিশেষ করে আদার উপঢৌকন' *(আল-ইক্বদুছ ছামীন ২৪ পৃ.)*। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, তখন থেকেই এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং স্থানীয় রাজাসহ সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামকে সাদরে বরণ করেছে। জাহায ডুবির কারণেও বহু আরব এখানে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিয়ে-শাদী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ড. এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২ খৃ.) বলেন, আধুনিক গবেষণা মতে অনুমান করা হয় যে, এইসব আরব ও স্থানীয় মুসলিমরা খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী হ'তে চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নির্বাচিত আমীরের অধীনে শরী'আত মোতাবেক পরিচালিত হ'তেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন *(থিসিস ৪০৩ পৃ.)*।

আরাকান হ'ল টেকনাফের পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদীর পূর্ব পাড়ে ৭২ মাইল দীর্ঘ দুর্লংঘ্য ও সুউচ্চ ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী প্রায় ২২ হাযার বর্গমাইল ব্যাপী একটি বৃহৎ সমতল ভূমি। যার বর্তমান

জনসংখ্যা ২০ লাখের মত। যদিও কমিয়ে বলা হয়ে থাকে। এটাকে প্রাচীন রাহমী (رسي) বা 'রামু' রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়। রামু বর্তমানে কক্সবাজার যেলার অন্তর্ভুক্ত একটি উপযেলার নাম। আরাকানী মুসলমানদের সহযোগিতায় বর্মী মগদস্যুদের হাত থেকে মাত্র ৩৬ ঘণ্টায় শায়েস্তা খান কর্তৃক ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম দখলের আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক দিক দিয়ে দুর্গম ইয়োমা পর্বতমালা আরাকানকে বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সেকারণ নাফ নদীর পশ্চিম তীরবর্তী টেকনাফ, বান্দরবান, কক্সবাজার ও সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানের সবচাইতে নিকটতম ও সুগম্য এলাকা। কিন্তু ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন বৃটিশ ও ভারতীয় হিন্দু নেতারা কাশ্মীর, জুনাগড়, মানভাদর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য সমূহকে ভারতের সাথে জুড়ে দেওয়ার ন্যায় আরাকান রাজ্যকেও বার্মার সাথে জুড়ে দেয়। অথচ ধর্ম, ভাষা ও ভৌগলিক কারণে এটা বাংলাদেশেরই অংশ হওয়া উচিত ছিল।

আরাকানে ইসলাম আগমনের প্রায় দেড়শ' বছর পর ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বহু পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, মিয়ানমার, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়। ভারত এখন প্রায় বৌদ্ধশূন্য বলা চলে। অথচ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। মধ্যযুগে আরাকানের রাজধানীর নাম ছিল ম্রোহাং। সেটারই অপভ্রংশ হ'ল রোহাং বা রোসাঙ্গ এবং সেখানকার অধিবাসীরা হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩০ থেকে ১৭৮৫ খৃ. পর্যন্ত আরাকান ছিল সাড়ে তিনশ' বছরের অধিক কাল যাবৎ একটি স্বাধীন রাজ্য এবং এর রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এখানকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী ছিল মুসলমান। আর মুসলিমদের শতকরা ৯২ জন ছিল রোহিঙ্গা। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ খৃ. পর্যন্ত দু'শো বছরের অধিক কাল যাবৎ কলিমা শাহ, সুলতান শাহ, সিকান্দার শাহ, সলীম শাহ, হুসায়েন শাহ প্রমুখ ১৭ জন মুসলিম রাজা স্বাধীন আরাকান রাজ্য শাসন করেন। তাদের মুদ্রার এক পিঠে কালেমা ত্বাইয়িবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও অন্য পিঠে রাজার নাম ও সাল ফারসীতে লেখা থাকত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন বাংলা ভাষার চরমোন্নতি সাধিত হয়। কবি আলাওল, দৌলত কাযী, মরদান শাহ প্রমুখ কবিগণ আরাকান রাজসভা অলংকৃত করেন। আজকে যেমন বাংলা ভাষার রাজধানী হ'ল ঢাকা, সেযুগে তেমনি বাংলা ভাষার রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এক সময় আকিয়াবের চাউল বন্যা উপদ্রুত বাংলাদেশের খাদ্যাভাব মিটাতো। তাই রোহিঙ্গাদের নিকট বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ঋণ অনেক বেশী। আজ তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। আমরা কি পারি না এই সুযোগে তাদের ঋণের কিছুটা হ'লেও পরিশোধ করতে? প্রশ্ন জাগে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের যতটা দরদ, আরাকানের মুসলিম বাঙ্গালীদের প্রতি তার বিপরীত কেন? তাহ'লে সরকার সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন, সেই ভয়ে?

১৯৪২ সালের এক অন্ধকার রাতে ইয়োমা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বর্মী শাসকদের উস্কানীতে নিরীহ আরাকানী মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় হিংস্র মগ দস্যুরা এবং মাসাধিককাল ব্যাপী হত্যাযজ্ঞে প্রায় এক লাখ মুসলমানকে তারা হত্যা করে। তাতে বিতাড়িত হয় কয়েক লাখ মুসলমান। এরপর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বৃটিশের কাছ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হ'তে নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলে। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতা দখলের পর রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করেন। দেশটির ২০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানকে সরকারীভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। সে দেশের প্রায় ১৩৫টি মতান্তরে ১৩৯টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে রোহিঙ্গা অন্যতম। কিন্তু মিয়ানমার সরকার তাদের বৈধ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারায। এমনকি সরকারী জনসংখ্যা গণনার সময় রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়া হয়। প্রায় সব ধরনের মৌলিক মানবাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। অতঃপর শুরু হয় একের পর এক নির্যাতন ও বিতাড়নের পালা। প্রশ্ন হয়, তাহ'লে কি রোহিঙ্গারা মানুষ নয়? তাদের কি নিজ জন্মভূমিতে স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকার নেই? এভাবে দীর্ঘ সামরিক শাসন শেষে ২০১৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চি-র নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর গত ৯ই অক্টোবর'১৬ থেকে শুরু হয়েছে পূর্বের চাইতে বহুগুণ বেশী বর্বরোচিত নির্মূল অভিযান। ক্ষমতায় আসীন হয়ে কথিত গান্ধীবাদী অহিংস নীতির খোলস ফেলে দিয়ে তিনি এখন স্ব মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। আর এটাই হ'ল মগদের আসল চরিত্র। যারা ইতিপূর্বে বাংলাদেশে লুটপাট ও দস্যুবৃত্তি চালাতো। সেকারণ আজও এদেশে 'মগের মুল্লুক' প্রবাদ চালু আছে এবং 'বর্গী এলো দেশে' কবিতা বহুল প্রচলিত।

মিয়ানমারের পূর্বে চীন, যেটি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ ও ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। পশ্চিমে ভারত, যা বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে খ্যাত। আর আছে বাংলাদেশ, যা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। বাংলাদেশেরই নিকটতম প্রতিবেশী আরাকান মুসলিম রাজ্য। যাকে ফিলিস্তীনের ন্যায় মুসলিম শূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ধরে নেওয়া যায় যে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দাবাড়ুদের ইঙ্গিতেই মিয়ানমার সরকার এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও মুখে সবাই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বুলি কপচায়। কিন্তু বাস্তবে তারা সবাই ইসলামের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ এবং মুসলমানদের মানবাধিকার হরণে একাত্ম।

সুতরাং ইতিপূর্বে যেভাবে শুধু খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার অজুহাতে ২০০২ সালের ২০শে মে ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুরকে এবং ২০১১ সালের ৯ই জুলাই সূদান থেকে দক্ষিণ সূদানকে জাতিসংঘ কর্তৃক পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে, সেভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু হওয়ার কারণে অতীতের ন্যায় আরাকানকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে সত্যিকারের মানবতাবাদী রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি উক্ত দাবী সমর্থনের আহ্বান জানাচ্ছি। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র নিকটে এই নির্যাতিত জনপদকে তাঁর গায়েবী মদদে যালেমদের হাত থেকে মুক্ত করার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আল্লাহ তুমি যালেমকে ধ্বংস কর ও মযলূমকে বিজয়ী কর- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

তালাকের শারঈ পদ্ধতি ও হিল্লা বিয়ের বিধান

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

মানব জীবনে পারিবারিক বন্ধন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বামী ও স্ত্রীর মাধ্যমে এই পরিবার গড়ে ওঠে। বিবাহের মাধ্যমেই এ সম্পর্কের সূত্রপাত। আবার কখনো যদি সম্পর্কের টানাপোড়নে একত্রে বসবাস সম্ভব না হয়, তাহ'লে তালাকের মাধ্যমেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই তালাক সম্পর্কে সবিস্তার অবহিত হওয়া যরূরী। আলোচ্য নিবন্ধে তালাকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

তালাক সম্পর্কে জানতে হ'লে কয়েকটি পরিভাষা জানা আবশ্যক। যথা- ইদ্দত, মাসিক বা ঋতু, পবিত্রকাল, রাজঈ তালাক, বায়েন তালাক, মুগাল্লাযা তালাক ইত্যাদি।

ইদ্দত : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ঋতুবতী হ'লে তালাকপ্রাপ্তির পর থেকে তিন ঋতু পর্যন্ত এবং ঋতুবতী না হ'লে তিন মাস বা ৯০ দিন পর্যন্ত শারঈ নিয়মে যে বিশেষ অবস্থায় কালাতিপাত করে তাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দত চলাকালে অন্য পুরুষকে বিয়ে করা যায় না। কোন কোন তালাকে ইদ্দতকালে বিয়ে বহাল থাকে এবং স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ইদ্দতকালে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার ওয়ারিছও হবে।

মাসিক : প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের সাধারণতঃ প্রতি মাসে একবার গর্ভাশয় থেকে রক্তস্রাব হয়। একে মাসিক বা ঋতু বলে। মাসিকের আরবী প্রতিশব্দ 'হায়েয' (الحيض)। সাধারণতঃ তিন থেকে দশ দিন এই রক্ত নির্গত হয়। মাসিকের সময় তালাক দেওয়া শরী'আতে নিষিদ্ধ।

পবিত্রকাল : দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়কালকে পবিত্রকাল বলে। পবিত্রকালের আরবী প্রতিশব্দ 'তুহুর' (الطهر)। তালাক এই পবিত্রকালে সহবাসমুক্ত অবস্থায় দিতে হয়। অবশ্য যাদের মাসিক শুরু হয়নি কিংবা বয়সজনিত কারণে বন্ধ হয়ে গেছে তারা সব সময় পবিত্রকালের মধ্যে গণ্য। তাদের তালাকদানে সহবাস থেকে মুক্ত হওয়ার কথা নেই।

রাজঈ তালাক : যাদের মাসিক হয় এমন নারীদের পবিত্রকালে সহবাসমুক্ত অবস্থায় এবং যাদের মাসিক হয় না তাদের যেকোন অবস্থায় এক তালাক দিলে ইদ্দতকাল পর্যন্ত উক্ত তালাককে রাজঈ তালাক বলে। রাজঈ অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাহার করা। এরূপ তালাকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরে আসা যায়। তাই একে রাজঈ তালাক বলে। বৈবাহিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের পর স্বামী দুই তালাকের মালিক থাকবে। এর মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

বায়েন তালাক : রাজঈ তালাক দেয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নিলে উক্ত রাজঈ তালাক ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বায়েন তালাকে পরিণত হবে। বায়েন অর্থ বিচ্ছিন্নকারী। অর্থাৎ তালাক বায়েন হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যাবে। এবার স্ত্রী চাইলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে, আবার চাইলে তালাকদাতা স্বামীকেও নতুনভাবে বিয়ে করতে পারবে। বায়েন তালাকও দু'বার পর্যন্ত সিদ্ধ। অবশ্য বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক দিলে তৎক্ষণাৎ তা এক তালাক বায়েন বলে গণ্য হবে।

মুগাল্লাযা তালাক : দুই তালাক রাজঈ কিংবা দুই তালাক বায়েনের পর স্বামীর হাতে থাকা এক তালাকও দিয়ে দেয়া হ'লে তাকে মুগাল্লাযা তালাক বলে। মুগাল্লাযা অর্থ চূড়ান্ত। এই তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে কিংবা শেষে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। এবার স্ত্রী স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষকে বিয়ে করবে। তারপর উক্ত স্বামীও যথা নিয়মে তালাক দিলে কিংবা মারা গেলে প্রথম স্বামীকে চাইলে সে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। অতএব তালাক প্রথমে রাজঈ তারপর বায়েন এবং সর্বশেষে মুগাল্লাযায় পরিণত হয়।

কুরআন ও হাদীছে তালাক :

ইসলাম নারী-পুরুষের বিবাহকে একটি পবিত্র বন্ধন মনে করে। এই বন্ধনের পবিত্রতা ও শুদ্ধতার উপর তাদের ভবিষ্যৎ বংশধারার পবিত্রতা নির্ভর করে। এর ভিত্তিতেই তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়। তাই এহেন বন্ধনকে ছিন্ন করা ইসলাম পসন্দ করে না। ইসলাম কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় তালাক বৈধ করেছে।

তালাক দান কালে স্বামীকে সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হ'তে হবে। পাগল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অন্য কর্তৃক বল প্রয়োগের ফলে প্রদত্ত তালাক কার্যকর হবে না।[১]

এখন তালাক কিভাবে দিলে শরী'আতসম্মত হবে তা আমাদের দেখতে হবে। স্ত্রীর কারণে যদি তালাকের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে সূরা নিসার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াত অনুসারে কাজ করা ভাল। আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا-

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে থাকে। অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের)

* *ঝিনাইদহ।*

১. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/২০০-২০১।*

হেফাযত করে। আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহ'লে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহীয়ান...। আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ভিতর-বাহির সবকিছু অবহিত' *(নিসা ৪/৩৪-৩৫)*।

উভয়ের মধ্যে আপোষ হ'লে ভাল, নচেৎ তালাকের প্রশ্ন দেখা দেবে। স্বামী তখন তালাক দিতে চাইলে সূরা বাক্বারার ২২৯ আয়াত, সূরা তালাকের ১ ও ২ আয়াত এবং ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীকে যেভাবে তালাক দিতে বলেছিলেন ঐ নিয়ম মেনে তালাক দেবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'তালাক হবে দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে। আর তাদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয়। তবে যদি তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না বলে আশংকা করে। এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ'লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই। এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ'ল সীমালংঘনকারী' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ-

'হে নবী! (তুমি মুমিনদের বলে দাও) যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে তালাক দেবে এবং ইদ্দতের হিসাব রাখবে। তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দেবে না। আর তারাও বেরিয়ে যাবে না। যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্র বিধান। যে আল্লাহ্র বিধান লংঘন করবে সে নিজের উপর যুলুম করবে। তুমি জান না হয়ত আল্লাহ এর পর কোন উপায় করে দেবেন। তারপর যখন তাদের ইদ্দত পূরণের কাল কাছাকাছি হবে তখন তোমরা হয় বিধি অনুযায়ী তাদের রেখে দেবে অথবা বিধি অনুযায়ী তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং তোমাদের মধ্য হ'তে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে' *(তালাক্ব ৬৫/১-২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وفى رواية لمسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً-

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তার স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দিয়েছিলেন। তখন ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বল এবং ঘরে রেখে দিতে বল। সে তার বর্তমান মাসিক থেকে পবিত্র হবে, পুনরায় তার মাসিক হবে। তারপর আবার পবিত্র হবে। এবার সে ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে রেখে দেবে, আবার চাইলে সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেবে। এটাই ইদ্দত, যা লক্ষ্য রেখে আল্লাহ নারীদের তালাক দিতে আদেশ দিয়েছেন'।[২]

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তাকে তার স্ত্রী ফেরত নিতে আদেশ দাও। তারপর সে তাকে তালাক দেবে পবিত্র অবস্থায় অথবা গর্ভবতী অবস্থায়।[৩]

যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে তার উপর স্বামী তিনবার তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এক সাথে তিন তালাক দেওয়া কিংবা পরপর ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে একই পবিত্রতায় তিন তালাক দেওয়া স্বামীর উপর হারাম।

সহবাস কিংবা নির্জন বাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক প্রদান :

বিবাহের পর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহবাস না হয় কিংবা দু'জনে নির্জনেও একত্রিত না হয় তাহ'লে স্বামী মাত্র এক তালাক দিলেই স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে। এ ধরনের সহবাসহীন

২. *বুখারী হা/৫২৫১*।
৩. *মুসলিম হা/১৪৭১*।

স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার সুযোগ নেই। পরে যদি তারা আবার বিয়ে করতে চায় তবে অন্যের সাথে বিবাহ ছাড়াই বিয়ে করতে পারবে। উল্লেখ্য, উক্ত এক তালাক বায়েন তালাক বলে গণ্য হবে। সুতরাং নতুন করে বিয়ে করা ব্যতীত স্বামী ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে না। আবার যেহেতু স্ত্রীকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না সেহেতু সে তৎক্ষণাৎ অন্য পুরুষকেও বিয়ে করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا– 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করবে অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তোমাদের জন্য কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

মাসিক হয়নি কিংবা মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এমন স্ত্রীকে তালাক প্রদান :

বয়সের স্বল্পতা হেতু মাসিক শুরু না হ'লে কিংবা বেশি বয়সের কারণে সহবাসকৃত স্ত্রীর মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে সুন্নাত মুতাবেক তাকে তালাক দিতে চাইলে মাত্র এক তালাক দিতে হবে। এক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে, না পরে তালাক দেয়া হবে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। এরূপ স্ত্রীকে তালাকের পর থেকে ত্রিশ দিন হিসাবে তিন মাস বা ৯০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। এই তিন মাসের মধ্যে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে বিবাহ ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্ত্রী বায়েন বা বিচ্ছিন্ন হবে। এবারে সে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। আবার চাইলে প্রথম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রথম স্বামী দুই তালাকের মালিক থাকবে।

তবে এভাবে তিন তালাক পূর্ণ হ'লে স্ত্রীকে আর ফেরত নেওয়া যাবে না। সে তখন অন্য পুরুষকে বিয়ে করবে। তার পর যদি সেই পুরুষ কখনো তাকে তালাক দেয় কিংবা তাকে রেখে মারা যায়, তবে ইদ্দত শেষে সে প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে। মাসিক হয়নি বা বন্ধ হয়ে গেছে এরূপ নারীর ইদ্দত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَاللَّائِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِيْ لَمْ يَحِضْنَ– 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের মাসিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে তোমাদের ধারণা, তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এখনো যাদের মাসিক শুরু হয়নি তাদেরও ইদ্দত তিন মাস' *(তালাক্ব ৬৫/৪)*।

গর্ভবতীর তালাক :

স্ত্রী গর্ভবতী হ'লেও তাকে তালাক দেয়া বৈধ। তাকেও সুন্নাত মোতাবেক এক তালাক দিতে হবে। গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত। প্রসবের সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। এবার সে নতুন করে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে। আর নিয়ম মাফিক এক কিংবা দুই তালাক দেওয়া থাকলে প্রথম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَأُوْلاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 'আর গর্ভবতীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত' *(তালাক্ব ৬৫/৪)*।

ঋতুবতী স্ত্রীর তালাক :

যে স্ত্রীর মাসিক জারি রয়েছে তাকে মাসিক চলাকালে তালাক প্রদান বিধেয় নয় বরং এমতাবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। আবার পবিত্রতা কালে তাকে তালাক দেওয়ার সময় যেন ঐ পবিত্রতার মেয়াদকাল সহবাসশূন্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত রাখা ইদ্দত পালনের অন্যতম লক্ষ্য। ইতিপূর্বে ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে মাসিক অবস্থায় তালাক না দিতে ও সহবাসমুক্ত পবিত্রতার মেয়াদে তালাক দিতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছে। এরূপ স্ত্রীকে সুন্নাত মোতাবেক দু'ভাবে তালাক দেওয়া যায়।

১) স্ত্রীর মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থার শুরুতে মিলন ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক দেবে। অতঃপর সহবাসহীন অবস্থায় স্ত্রী তিন মাসিক পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দতকালে স্ত্রী স্বামীর গৃহে থাকবে এবং খোরপোষ পাবে। তিন মাসিকের মধ্যে স্বামী রাজ'আত বা স্ত্রীকে ফেরত নিতে চাইলে নিতে পারবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে এবং উভয়ে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে স্বামী দুই তালাকের মালিক থাকবে। স্ত্রী অবশ্য তখন ইচ্ছা করলে অন্যত্রও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে।

২) সহবাসহীন পবিত্রতাকালে প্রথম তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে পরবর্তী পবিত্রতাকালে দ্বিতীয় তালাক দেবে এবং ইদ্দত গণনা করবে। অতঃপর পরবর্তী পবিত্রতাকালের শুরুতে তৃতীয় তালাক দেবে এবং পরবর্তী মাসিকের শেষ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। এভাবে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে আর ফেরত নেওয়া যাবে না। ইদ্দতকালে সে স্বামীর বাড়িতে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পাবে। ইদ্দত শেষে স্ত্রী নিজ দায়িত্বে চলে যাবে এবং চাইলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এরূপ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যে তিন মাসিক পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে তা কুরআনে বলা হয়েছে, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ– 'আর (সহবাসকৃত) তালাকপ্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

উক্ত নিয়মে তিন তালাক হয়ে গেলে অন্যের সাথে বিবাহ ও মিলন ছাড়া প্রথম স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। রিফা'আ (রাঃ)-এর স্ত্রীর হাদীছ থেকে মেলামেশা করার শর্ত পাওয়া যায়।[৪]

এদেশে একত্রে তিন তালাক দেওয়ার কারণ :

এক সাথে তিন তালাক দেওয়া সুন্নাত বিরোধী ও অবৈধ। তারপরও এভাবে তালাক দেয়ার রেওয়াজ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। এর কিছু কারণ নিচে তুলে ধরা হ'ল-

৪. *বুখারী হা/২৬৩৯; মুসলিম হা/১৪৩৩; মিশকাত হা/৩২৯৫।*

Contents

১. বাপ-দাদার রেওয়াজ অনুসরণ : তিন তালাক একসাথে একবারে দেওয়ার নিয়ম বহুকাল ধরে এ দেশে চলে আসছে। তালাক মানেই একবারে তিন তালাক; তার কমে তালাক দিলে সে তালাক হয় না- এমন বিশ্বাসই এ দেশের জনমানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। সমাজের কেউই সচরাচর তিন তালাকের কমে তালাক দেয় না। কাজেই কাউকে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন পড়লে সে বাপ-দাদার রেওয়াজ মেনে তিন তালাকই দেয়। মানুষের উপর বাপ-দাদার রেওয়াজ-রীতির অনুসরণের প্রভাব অত্যধিক। তাই সঠিক ও সত্য জানার পরও মানুষ তা ছাড়তে পারে না। ফলে বাপ-দাদার রীতি অনুসরণ করেই সে একসাথে তিন তালাক দিয়ে বসে।

২. অজ্ঞতা : তালাক দেওয়ার শারঈ বা সুন্নাতী পদ্ধতি কি তা এদেশের অনেক মুসলমান জানে না। ফলে তারা তালাক দান কালে সুন্নাতী পদ্ধতি মানলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার যে সহজ সুযোগ পেত তা হাতছাড়া করে ফেলে। তারা তিন তালাক একসাথে দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে ফেলে। অথচ শারঈ বিধান জেনে তালাক দিলে এ জটিলতা তৈরি হ'ত না। তালাক প্রদানের সুন্নাতী পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এতদূর বিস্তৃত যে, এ দেশের আইনজীবীরা পর্যন্ত এফিডেভিটকৃত তালাকনামায় স্বামী কিংবা স্ত্রী একে অপরকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বায়েন দিয়েছে বলে লিখে দেয়। নোটারি পাবলিকের লিখিত তালাকনামা দেখলে এ কথার সত্যতা মেলে।

৩. রাগ : তালাকের ঘটনা সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনকষাকষি, রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি ইত্যাদির ফলে ঘটে থাকে। আর রাগ যখন চরমে ওঠে তখন স্বামী তার অমোঘ অস্ত্র একবারে ছুঁড়ে দিয়ে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে চায়। ফলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়- তোকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বায়েন দিলাম ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে বলার পরিণতি কি হবে তখন তা আর তার হুঁশে থাকে না।

৪. অভিভাবকদের চাপ : অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা নিজে নিজে বিয়ে করে, অভিভাবকরা হয়ত জানে না। আবার জানলেও ছেলে কিংবা মেয়ে পক্ষ বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য ছেলে অথবা মেয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে তারা সম্পর্ক চিরতরে ছেদ করার জন্য একবারে তিন তালাক দেয়।

৫. যৌতুক : বিয়েতে শর্তকৃত যৌতুকের অর্থ না পেলে স্বামী ও তার পরিবার স্ত্রীর উপর যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় তা এদেশের মানুষের নিকট মোটেও অপরিচিত নয়। এই অত্যাচারেরই এক পর্যায়ে এক সাথে তিন তালাকের ঘটনা ঘটে। এছাড়া তালাক দানের এমন আরো অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে বাপদাদার রেওয়াজ অনুসরণ ও অজ্ঞতার ফলেই এ সমাজে তিন তালাক এক সাথে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

একত্রিত তিন তালাকের শারঈ ভিত্তি :

ইসলামী শরী'আতে বৈবাহিক বন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই এই বন্ধন যেন ঝটিকার ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন না হয়ে যায় বরং চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের মাধ্যমে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে সুযোগ রেখে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের বিষয়টিকে ইসলাম ইদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত করে শেষ সময়কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রেখেছে। ইদ্দতের সময়কাল হ'ল তিন তুহুর, তিন ঋতু বা তিন মাস *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

উল্লিখিত সময়কালের চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর শারঈ বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। চাই এক তালাকের ক্ষেত্রে হৌক অথবা দুই তালাক ও তিন তালাকের ক্ষেত্রে হৌক। অর্থাৎ এক তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'তে হ'লে এক তালাক প্রদানের পর তালাক অবস্থায় পূর্ণ ইদ্দত অতিক্রম করতে হবে। দুই তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'তে হ'লে দুই তুহুরে পর পর দুই তালাক প্রদান করে বাকী ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং এর মধ্যে রাজ'আত করবে না। তবেই সবচেয়ে কম সময়ে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। উক্ত তালাককে শারঈ পরিভাষায় 'রাজঈ' তালাক বলা হয়। আর তিন তালাকের মাধ্যমে সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চূড়ান্ত করতে হ'লে কোন তালাকের মধ্যে রাজ'আত (ফিরিয়ে নেওয়া) না করে এক ইদ্দতের প্রতি তুহুরে একটি করে পর পর তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

প্রথম দু'টি তালাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারণভাবে ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর অন্যের সাথে বিবাহ না হয়েও সরাসরি নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাক প্রদান করা মাত্র কোনভাবেই সেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ ও স্বেচ্ছায় আবারো তালাক ঘটে যায় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

এটাই হ'ল সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক একমাত্র শারঈ বিধান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'তালাকের রাজঈ দু'বার' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। অতঃপর রাজ'আত করার অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সর্বনিম্ন সময়ের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'তারা যখন ইদ্দতের শেষ সময়ের নিকট পৌঁছবে, তখন হয় তাকে রাজ'আত কর, নইলে (ইদ্দতের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করিয়ে অথবা তৃতীয় তুহুরে তৃতীয় তালাক প্রদানের মাধ্যমে) তোমরা বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও' *(বাক্বারাহ ২/২৩১)*।

উল্লিখিত আয়াতে রাজ'আত করার সর্বশেষ সময় ও বিবাহ বিচ্ছেদের সর্বনিম্ন সময় একটি ইদ্দতের তৃতীয় তুহুরকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ পাক স্বামী-স্ত্রীর পুনঃমিলনকেই বেশী পসন্দ করেন। আর সেজন্যই তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা কোন মহিলাকে তালাক দিবে এবং সে ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধা দিয়ো না, যখন তারা আপোষে সুন্দরভাবে রাযী হয়' *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*।

এক্ষণে যদি একই সাথে একই তুহুরে তিন তালাক প্রদান কার্যকর করা হয়, তবে এক দিকে স্বামীকে যে রাজ'আত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা যেমন খর্ব করা হবে, অন্য দিকে তেমনি সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর সীমালংঘন করা হবে। কেননা তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়ার অর্থই হ'ল অবিলম্বে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ। এক সাথে তিন বা ততোধিক তালাক প্রদান করলে এক তালাকে পরিণত হবে। এ মর্মে হাদীছ নিম্নরূপ :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে একটি (রাজঈ) তালাক গণ্য করা হ'ত'।[৫] পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে যে তিন তালাক হিসাবেই কার্যকর করেছিলেন সেটি ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতেহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান মাত্র। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। অবশ্য এই ইজতেহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুণভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়দা হয়নি।[৬] এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যেই উত্তম দৃষ্টান্ত নিহিত রয়েছে'।[৭]

(২) মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খবর দেওয়া হ'ল যে, জনৈক ব্যক্তি এক সাথে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও বললেন, আল্লাহ্র কিতাবের বিধান *(বাক্বারাহ ২/২২৯-৩০)* নিয়ে এখনি খেলা শুরু হয়েছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে আছি? তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল : হে রাসূল! আমি কি লোকটিকে হত্য করব না?[৮]

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আব্দু ইয়াযীদ তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন। পরবর্তীতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি উত্তরে বলেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উহা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও'।[৯]

উপরন্তু এক মজলিসে তিন তালাক কার্যকর হওয়ার কোন স্পষ্ট হাদীছ নেই। অতএব এক সাথে এক তুহুরে শতাধিক তালাক প্রদান করলেও মাত্র একটি রাজঈ তালাকই কার্যকর হবে।

হিল্লা বিবাহ :

আমাদের সমাজে তিন তালাকের ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। উপরে বর্ণিত শারঈ নিয়মে বলতে গেলে শতকরা দু'টি তালাক হয় কি-না সন্দেহ। এদেশে অধিকাংশ তালাকদাতা একত্রে তিন তালাক দেয়। কিন্তু তালাক দেওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে একত্রে প্রদত্ত তিন তালাকের রায়ে তিন তালাকই কার্যকর করায় তাদের চাওয়া পাওয়া পূরণ হয় না। অথচ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন না হ'লেই নয়। তাই যারা একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক পতিত হয়েছে বলে গণ্য করেন তারা স্ত্রীর জন্য نكاح التحليل বা প্রচলিত হিল্লা বিবাহের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান দেন। অথচ হিল্লা বিবাহ হারাম।[১০] বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে এটি আসলে কোন বিবাহই নয়। এহেন সমাধান নারীর জন্য যেমন অবমাননাকর, তেমনি ইসলামের নামে এক জঘন্য অপবাদ। সুতরাং দ্বিতীয়বারও প্রথম বারের মত বিয়ে হবে। তারপর যদি শারঈ নিয়মে পুনরায় তালাকের ঘটনা ঘটে, কিংবা দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হয়, তবেই প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে পারবে।

তালাকে বায়েন-এর পর এক রাত্রির জন্য অন্য একজন পুরুষের নিকটে সাময়িক বিবাহ দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে পুনরায় পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাকে এদেশে 'হীলা' বিবাহ বা হিল্লা বিয়ে বলা হয়ে থাকে। এ 'হিল্লা' একটি জাহেলী প্রথা। ইসলামে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ হালালকারী ব্যক্তি। মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপর'।[১১] এ সম্পর্কে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول الله (ص) 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এটিকে যেনা বলে গণ্য করতাম'। তিনি বলেন, এরা দু'জনেই ব্যভিচারী। যদিও তারা ২০ বছর যাবৎ স্বামী-স্ত্রী নামে দিন যাপন করে।[১২]

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, হালালকারী ব্যক্তি বা যার জন্য হালাল করা হয়েছে, এমন কাউকে আনা হ'লে আমি তাকে স্রেফ 'রজম' করব। অথবা ব্যভিচারীর শাস্তির ন্যায় বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে মাথা গুঁড়িয়ে শেষ করে দিব।[১৩]

পরিশেষে বলব, ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান তালাক নিয়ে স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে তালাকের ক্ষেত্রে শারঈ পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। আর এ সম্পর্কে সকলকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে 'হিল্লা বিবাহ' নামক জাহেলী প্রথা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫. *মুসলিম হা/১৪৭২, পৃঃ ৪৭৮, (দেওবন্দ ছাপা : ১৯৮৬); বুলূগুল মারাম হা/১০৭১ তাহক্বীক্ব : ছফিউর রহমান মুবরকপুরী।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান (কায়রো : ১৪০৩/১৯৮৩) ১/২৭৬-৭৭।*
৭. *মুসলিম পৃঃ ৪৭৮; বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৭৯।*
৮. *নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০৭২।*
৯. *আহমাদ হা/২৩৮৭; আবুদাঊদ হা/২১৯৬; বুলূগুল মারাম, হা/১০৭৪ হাদীছ ছহীহ, আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯।*
১০. *আয়নী, শরহে কানয, ২/১৩৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৪২-৪৩ পৃঃ।*
১১. *ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, হাকেম, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০পৃঃ।*
১২. *তাবারাণী, বায়হাক্বী, হাকেম হা/২৮০৬; ইরওয়া হা/১৮৯৮, ৬/৩১১ পৃঃ।*
১৩. *ইবনুল মুনযির, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৪ পৃঃ বিস্তারিত দেখুন : তালাক ও তাহলীল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ', কাজলা, রাজশাহী প্রকাশিত।*

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ***

(৩য় কিস্তি)

কুরআন মাজীদ দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন :

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বণী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা নিম্নোক্ত আলেমগণ তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন- (১) আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযালী।[১] (২) সুয়ূত্বী।[২] (৩) ইবনুল ক্বাইয়িম।[৩]

(খ) এরশাদ হচ্ছে, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*।

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা নিম্নোক্ত আলেমগণ তাক্বলীদের খণ্ডনের উপর দলীল গ্রহণ করেছেন-

(১) ইবনু আব্দিল বার্র।[৪]

(২) ইবনু হাযম।[৫]

(৩) ইবনুল ক্বাইয়িম।[৬]

(৪) সুয়ূত্বী।[৭]

(৫) খত্বীব বাগদাদী।[৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন,

وَقَدِ احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ فِيْ إِبْطَالِ التَّقْلِيْدِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ كُفْرُ أُولَئِكَ مِنَ الْاِحْتِجَاجِ بِهَا؛ لِأَنَّ التَّشْبِيْهَ لَمْ يَقَعْ مِنْ جِهَةِ كُفْرِ أَحَدِهِمَا وَإِيْمَانِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّشْبِيْهُ بَيْنَ الْمُقَلِّدِيْنَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلْمُقَلَّدِ-

'আলেমগণ এই আয়াতগুলি দ্বারা তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন। তাদেরকে (এই আয়াতগুলিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কুফরী দলীল গ্রহণে বাঁধা দেয়নি। কারণ সাদৃশ্য কারো কুফরী বা ঈমানের কারণে নয়; সাদৃশ্য তো মুক্বাল্লিদদের মাঝে দলীলবিহীন (স্বীয়) অনুসরণীয় (ইমাম ও পথপ্রদর্শকের) কথা মানার মধ্যে রয়েছে'।[৯]

(গ) রব্বুল আলামীন বলেছেন, قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'বলে দাও যে, তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১১১; নাহল ১৬/৬৪)*।

এই আয়াতে কারামী দ্বারা নিম্নোক্ত আলেমগণ তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন-

(১) ইবনু হাযম।[১০]

(২) আল-গাযালী।[১১]

(৩) সুয়ূত্বী।[১২]

অন্যান্য দলীলসমূহের জন্য উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন।

হাদীছ দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন :

(১) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চার মাযহাবের তাক্বলীদ বিদ'আত। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُومِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আর (তাক্বলীদের) এই বিদ'আত রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে'।[১৩]

হাফেয ইবনু হাযম বলেছেন, إِنَّمَا حَدَثَ التَّقْلِيدُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ 'তাক্বলীদ (চার মাযহাবের তাক্বলীদ) হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে'।[১৪]

বিদ'আত সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'আর প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[১৫]

(২) পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সূত্র সহ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রচলিত তাক্বলীদে কিতাব ও সুন্নাতের পরিবর্তে বরং কিতাব ও সুন্নাতের মুকাবিলায় স্বীয় কল্পিত ইমাম বা ফিক্বহের রায় ও ইজতিহাদসমূহের আনুগত্য করা হয়। নবী করীম (ছাঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বের একটি আলামত এটিও বর্ণনা করেছেন, فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ 'তারপর অজ্ঞ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের

---

* *পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাক্কিক আলেম।*

** *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *আল-মুসতাছফা মিন ইলমিল উছুল, ২/৩৮৯।*

২. *আর-রদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১২৫, ১৩০।*

৩. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/১৮৮।*

৪. *জামি'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি, ২/১০৯।*

৫. *আল-ইহকাম ফী উছুলিল আহকাম, ৬/২৮৩।*

৬. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/১৯০।*

৭. *তার স্বীকৃতি সহ। দ্রঃ আর-রদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১২০।*

৮. *আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৬।*

৯. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/১৯১।*

১০. *আল-ইহকাম, ৬/২৭৫।*

১১. *আল-মুসতাছফা, ২/৩৮৯।*

১২. *আর-রদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩০।*

১৩. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/২০৮।*

১৪. *ইবত্বালুত তাক্বলীদ-এর বরাতে আর-রদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩৩।*

১৫. *মুসলিম, হা/৮৬৮, 'জুম'আহ' অধ্যায়, 'ছালাত ও খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা' অনুচ্ছেদ।*

নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা তাদের রায় দ্বারা ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[১৬]

জ্ঞাতব্য : ইমাম ত্বাবারাণী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) বলেছেন,

وَبِه حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَثَلَاثَةً: زَلَّةَ عَالِمٍ، وَجِدَالَ مُنَافِقٍ، وَدُنْيَا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ. فَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ، وَإِنْ زلَّ فَلَا تَقْطَعُوا عَنْهُ آمَالَكُمْ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি বস্তু হ'তে বেঁচে থাক। ১. আলেমের পদস্খলন ২. মুনাফিকের (কুরআন নিয়ে) ঝগড়া এবং ৩. দুনিয়া, যা তোমার গর্দানকে উড়িয়ে দিবে। আর আলেমের পদস্খলনের ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, যদি তিনি হেদায়াতের উপরেও থাকেন তবুও তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করবে না। আর যদি তিনি পদস্খলিত হন, তবে তোমরা তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যেও না...'।[১৭]

বর্ণনাটির তাহক্বীক্ব : মুত্ত্বালিব বিন শু'আইবের তাওছীক্ব (সত্যায়ন) জমহূর বিদ্বান করেছেন।[১৮] লায়ছ-এর লেখক আবু ছালেহ আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة 'সত্যবাদী ও অত্যধিক ভুলকারী। তার গ্রন্থে (গ্রন্থ হ'তে হাদীছ বর্ণনায়) নির্ভরযোগ্য তিনি এবং তাঁর মাঝে উদাসীনতা ছিল'।[১৯] তাঁর বর্ণনা ছহীহ বুখারী *(হা/৪, ৭৮৯)* ও অন্যান্যতে আছে। লায়ছ বিন সা'দ ثقة ثبت فقيه إمام مشهور 'বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, ফক্বীহ ও একজন প্রসিদ্ধ ইমাম'।[২০]

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (আনছারী) বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য।[২১] আবু হাতিমের পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভবতঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল সালামাহ বিন দীনার আল-আ'রাজ। তিনি বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য ও ইবাদতগুযার।[২২] আল্লাহই অধিক অবগত।

আমর বিন মুর্রাহ নির্ভরযোগ্য ও ইবাদতগুযার। তিনি তাদলীস করতেন না। তাকে মুরজিয়া হওয়ার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।[২৩]

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) অত্যন্ত মর্যাদাবান ছাহাবী। কিন্তু আমর বিন মুর্রাহ্র তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। এজন্য এ সনদটি মুনকাতি' তথা বিচ্ছিন্ন এবং ফক্বীহদের পরিভাষায় মুরসাল। একে ইমাম লালকাঈ

عَبْدِ اللهِ بْن وَهْبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (بن سعد) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.

সনদে বর্ণনা করেছেন।[২৪] খালেদ বিন আবু ইমরান فقيه صدوق 'ফক্বীহ ও সত্যবাদী'।[২৫]

প্রতীয়মান হ'ল যে, 'আল-আওসাত্ব'-এর সনদ হ'তে খালেদ বিন আবু ইমরানের মধ্যস্ততা বাদ পড়েছে। এখানে এই ইঙ্গিতও আছে যে, এর আগের বর্ণনাসমূহে উপরোল্লেখিত খালেদের মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে।[২৬]

ফলাফল : এ সনদটি যঈফ।

জ্ঞাতব্য : লালকাঈর দিকে সম্পর্কিত গ্রন্থ 'শারহু ই'তিক্বাদি উছূলি আহলিস সুন্নাহ' ছহীহ সনদে সাব্যস্ত নয়।

(৩) যেহেতু তাক্বলীদকারী কুরআন ও সুন্নাহকে নাকচ করে দেয়, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ প্রমাণকারী সকল আয়াত ও হাদীছকে তাক্বলীদ বাতিল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে পেশ করা জায়েয।

ইজমার মাধ্যমে তাক্বলীদের খণ্ডন :

ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে ছালেহীন তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমনটি সামনে আসছে। তাদের কোন বিরোধী নেই, যিনি তাক্বলীদকে জায়েয বলেন। এজন্য স্বর্ণ যুগে এর উপর ইজমা হয়েছে যে, তাক্বলীদ নাজায়েয।

হাফেয ইবনু হাযম বলেছেন,

وَقد صَحَّ اجماع جَمِيع الصحابة رضى الله عَنْهُم اولهم عَن آخرهم واجماع جَمِيع التَّابِعين اولهم عَن آخرهم على الِامْتِنَاع وَالْمَنْع من ان يقْصد مِنْهُم أحَدٌ الى قَول انسان مِنْهُم اَوْ مِمَّن قبلهم فَيَأْخذهُ كُله فَليعلم من أَخذ بِجَمِيع قَول ابي حنيفة اَوْ جَمِيع قَول مَالك اَوْ جَمِيع قَول الشَّافِعِي اَوْ جَمِيع قَول احْمَد بن حَنْبَل رضى الله عَنْهُم مِمَّن يتَمَكَّن من النّظر وَلم يتْرك من اتبعهُ مِنْهُم الى غَيره انه قد خَالف اجماع الأمة كلهَا عَن آخرهَا وَاتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نَعُوذ بِالله من هَذِه المزلة وَأَيْضًا فان هَؤُلَاءِ الأفاضل قد نهوا عَن تقليدهم وتقليد غَيرهم فقد خالفهم من قلدهم–

১৬. *বুখারী হা/৭৩০৭, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়।*
১৭. *আল-মু'জামুল আওসাত্ব, ৯/৩২৬, ৩২৭, হা/৮৭০৯, ৮৭১০।*
১৮. *দ্রঃ লিসানুল মীযান, ৪/৫০।*
১৯. *আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩৮৮।*
২০. *ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৫৬৮৪।*
২১. *ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৭৫৫৯।*
২২. *ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ২৪৮৯।*
২৩. *ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৫১১২।*
২৪. *শারহু ই'তিক্বাদি উছূলি আহলিস সুন্নাহ, ১/১১৬, ১১৭, হা/১৮৩।*
২৫. *আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ১৬৬২।*
২৬. *আল-আওসাত্ব, হা/৮৭০৮, ৮৭০৯।*

'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ছাহাবী এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল তাবেঈ-এর ইজমা সাব্যস্ত রয়েছে যে, তাদের মধ্য হ'তে বা (নবী ব্যতীত) তাদের আগের কোন ব্যক্তির সকল কথাকে গ্রহণ করা নিষেধ ও নাজায়েয। যে ব্যক্তি আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মধ্য হ'তে কোন একজনের সকল কথা গ্রহণ (অর্থাৎ তাক্বলীদ) করে, তার ইলম থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের মধ্য হ'তে যার অনুসরণ করে তার কোন কথাকে বর্জন করে না, তবে সে জেনে রাখুক যে, সে পুরো উম্মতের ইজমার বিপরীত করে। সে মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করেছে। আমরা এ অবস্থা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। তাছাড়া এ সকল সম্মানিত আলেম তাদের ও অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের তাক্বলীদ করল সে তাদের বিরোধিতা করল'।[২৭]

ছাহাবীদের আছার দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন :

(১) ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقَلِّدُوا دِينَكُمُ الرِّجَالَ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَبِالْأَمْوَاتِ لَا بِالْأَحْيَاءِ-

ভাবার্থ : ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে লোকদের তাক্বলীদ করবে না। আর যদি তোমরা (আমার কথা) অস্বীকার কর, তবে মৃতদের (আনুগত্য করবে), জীবিতদের নয়'।[২৮]

জ্ঞাতব্য : এই অনুবাদে 'আনুগত্য' শব্দটি ত্বাবারাণীর বর্ণনার দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা হয়েছে।[২৯]

(২) ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمْ عِنْدَ ثَلَاثٍ: دُنْيَا تَقْطَعُ رِقَابَكُمْ، وَزَلَّةِ عَالِمٍ، وَجِدَالِ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَمَّا دُنْيَا تَقْطَعُ رِقَابَكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ فَقَدْ هُدِيَ، وَمَنْ لَا فَلَيْسَ بِنَافِعَتِهِ دُنْيَاهُ، وَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ، فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ وَإِنْ فُتِنَ فَلَا تَقْطَعُوا مِنْهُ آنَاتِكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتَنُ ثُمَّ يُفْتَنُ، ثُمَّ يَتُوبُ-

'মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, যখন তিনটি বিষয় দৃশ্যমান হবে তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? দুনিয়া যখন তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে, আলেমের পদস্খলন এবং মুনাফিকের কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা। তারা চুপ থাকল। তখন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বললেন, গর্দান উড়িয়ে দেয়া দুনিয়া (অর্থাৎ সম্পদের আধিক্য) সম্পর্কে শুন! আল্লাহ যার অন্তরকে ধনী করে দিয়েছেন সে হেদায়াত পেয়ে গেছে। আর যে ধনী হয়নি দুনিয়া তার কোন উপকার করতে পারবে না। আর আলেমের ভুলের ব্যাপারে বক্তব্য হল, যদি তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত হন তবুও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করবে না। আর যদি তিনি ফিৎনায় পতিত হন তবে তার ব্যাপারে হতাশ হবে না। কেননা মুমিন ফিৎনায় পতিত হয়, অতঃপর ফিৎনায় পতিত হয়, অতঃপর তওবা করে'।[৩০]

শু'বাহ : তিনি নির্ভরযোগ্য, হাফেয ও মুতকিন।[৩১] আমর বিন মুর্রাহ্র কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ (আল-মুরাদী) صدوق تغير حفظه সত্যবাদী, তার হিফয (বার্ধক্যজনিত কারণে) পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল'।[৩২]

আমর বিন মুর্রাহ্র উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ মুখস্থ শক্তি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আগেই এটি বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

আমর বিন মুর্রাহ এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ-এর সনদকে নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছগণ 'ছহীহ' ও 'হাসান' বলেছেন- ইবনু খুযায়মাহ (হা/২০৮), ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ, হা/৭৯৬, ৭৯৭), তিরমিযী (হা/১৪৬), হাকেম (১/১৫২, ৪/১০৭), যাহাবী, বাগাবী, ইবনুস সাকান, আব্দুল হক ইশবীলী। তাদের সবার উপর আল্লাহ রহম করুন!

হাফেয ইবনু হাজার এই সনদ সম্পর্কে বলেছেন, وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيْلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ 'আর সত্য এটা যে, এ হাদীছটি হাসান-এর প্রকারের মধ্যে হ'তে, যা দলীলের উপযুক্ত'।[৩৪]

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর এ বক্তব্য নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান রয়েছে- আবুদাঊদের কিতাবুয যুহদ (হা/১৯৩, এর মুহাক্কিক্ব বলেছেন, এর সনদ হাসান, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ১৭৭, এর মুহাক্কিকগণ বলেছেন, এর সনদ হাসান), আবূ নু'আইমের হিলয়াতুল আউলিয়া (৫/৯৭), ইবনু আব্দিল বার্র-এর জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি (২/১৩৬, অন্য সংস্করণ, ২/১১১), ইবনু হাযম-এর আল-ইহকাম (৬/২৩৬), ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীন (১/৩৭৭, ৩৭৮, সনদ বিহীন), কানযুল উম্মাল (৬/৪৮, ৪৯, হা/৪৩৮৮১, সনদ বিহীন),

২৭. *আন-নুবযাতুল কাফিয়া ফী আহকামি উছূলিদ্দীন, পৃঃ ৭১; সুয়ূত্বী, আর-রদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩১, ১৩২।*
২৮. *আস-সুনানুল কুবরা, ২/১০, সনদ ছহীহ।*
২৯. *আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১৬৬, হা/৮৭৬৪।*
৩০. *কিতাবুয যুহদ, ১/২৯৯, ৩০০, হা/৭১, সনদ হাসান।*
৩১. *আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ২৭৯০।*
৩২. *ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩৬৪।*
৩৩. *দ্রঃ মুসনাদুল হুমায়দী, আমার তাহক্বীক্বসহ, ১/৪৩, ৪৪, হা/৫৭।*
৩৪. *ফাৎহুল বারী, ১/৪০৮, হা/৩০৫।*

দারাকুৎনীর আল-ইলাল (৬/৮১, প্রশ্ন নং ৯৯২)। একে দারাকুৎনী ও আবূ নু'আইম ইস্পাহানী ছহীহ বলেছেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُعَاذٍ 'এটি মু'আয হ'তে ছহীহ (সাব্যস্ত) হয়েছে'।[৩৫]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ছাহাবীদের মধ্য থেকে কেউই এই মাসআলায় ইবনু মাস'ঊদ এবং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর বিরোধী নন। সুতরাং এ ব্যাপারে ছাহাবীদের ইজমা রয়েছে যে, তাক্বলীদ করা যাবে না। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

সালাফে ছালেহীনের বক্তব্যের মাধ্যমে তাক্বলীদের খণ্ডন :

(১) ইমাম (আমের বিন শুরাহবীল) আশ-শা'বী (তাবেঈ, মৃঃ ১০৪ হিঃ) বলেছেন,

مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمْ، فَأَلْقِه فِي الْحُشِّ–

'এরা তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যা বর্ণনা করে সেগুলিকে গ্রহণ কর। আর যা তাদের রায় হ'তে (কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিপরীতে) বলে সেগুলিকে আবর্জনায় নিক্ষেপ কর'।[৩৬]

(২) ইমাম হাকাম (বিন উতায়বা) বলেছেন, ليس أحد من الناس إلا وأنت آخذ من قوله أو تارك إلا النبي صلى الله عليه وسلم 'নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির কথা আপনি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন'।[৩৭]

(৩) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ)-এর সামনে কোন ব্যক্তি তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ)-এর বক্তব্যকে পেশ করলে তিনি বললেন, مَا تَصْنَعُ بِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের মুকাবিলায় সাঈদ বিন জুবায়েরের বক্তব্য দিয়ে তুমি কি করবে?'।[৩৮]

(৪) ইমাম মুযানী (রহঃ) বলেছেন,

اِخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عِلْمِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللهُ، وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ لِأُقَرِّبَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ مَعَ إِعْلَامِهِ نَهْيَهُ عَنْ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ لِدِينِهِ وَيَحْتَاطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ

'আমি এ গ্রন্থটি (ইমাম) মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ (রহঃ)-এর ইলম থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি। যাতে যে ব্যক্তি তা অনুধাবন করতে চায় সে সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এর সাথে আমার ঘোষণা এই যে, ইমাম শাফেঈ নিজের ও অন্যের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনকে সামনে রাখে এবং নিজের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে'।[৩৯]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, كُلُّ مَا قُلْتُ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَلَا تُقَلِّدُونِي– 'আমার প্রত্যেকটি বক্তব্য, যা রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হবে (তাকে বর্জন কর)। কারণ নবীর কথা সবচেয়ে উত্তম। আর তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না'।[৪০]

(৫) ইমাম আবুদাঊদ সিজিস্তানী (রহঃ) বলেছেন, 'আমি (ইমাম) আহমাদ (বিন হাম্বল)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (ইমাম) আওযাঈ কি (ইমাম) মালেকের চেয়ে বেশী হাদীছের অনুসারী? তিনি বললেন, لَا تُقَلِّدْ دِيْنَكَ أَحَداً مِنْ هَؤُلَاءِ 'তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের একজনেরও তাক্বলীদ করবে না'।[৪১]

(৬) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) একদিন কাযী আবু ইউসুফকে বললেন,

وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ! لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي؛ فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ، وَأَتْرُكُهُ غَداً، وَأَرَى الرَّأْيَ غَداً، وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ–

'হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! তোমার ধ্বংস হউক! আমার থেকে যা শ্রবণ করবে তার সবকিছুই লিখে রাখবে না। কারণ আমি আজকে একটি রায় দেই এবং আগামীকাল তা পরিত্যাগ করি। আবার আগামীকাল একটা রায় দেই পরশু তা বর্জন করি'।[৪২]

(৭) ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম কুরতুবী বায়ানী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) তাক্বলীদের খণ্ডনে كِتَابُ الْإِيضَاحِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُقَلِّدِيْنَ (কিতাবুল ঈযাহ ফির-রদ্দি আলাল মুক্বাল্লিদীন) নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন।[৪৩]

(৮) ইমাম ইবনু হাযম বলেছেন, وَالتَّقْلِيْدُ حَرَامٌ 'আর তিনি তাক্বলীদ হারাম'।[৪৪]

তিনি আরো বলেছেন, والعامي والعالم فِي ذَلِك سَوَاء وعَلى كل أحَدٍ حَظه الَّذِي يقدر عَلَيْهِ من الاجْتِهَاد 'এ ব্যাপারে (তাক্বলীদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে) সাধারণ মানুষ ও আলেম সমান। আর প্রত্যেকের উপর স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদ যরূরী'।[৪৫]

---

৩৫. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/২৩৯।*
৩৬. *দারেমী, ১/৬৭, হা/২০৪, সনদ ছহীহ।*
৩৭. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম, ৬/২৯৩, সনদ ছহীহ।*
৩৮. *ঐ, ৬/২৯৩, সনদ ছহীহ।*
৩৯. *আল-উম্ম/মুখতাছারুল মুযানী, পৃঃ ১।*
৪০. *ইবনু আবী হাতিম, আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহ, পৃঃ ৫১, সনদ হাসান।*
৪১. *মাসায়েলে আবুদাঊদ, পৃঃ ২৭৭।*
৪২. *তারীখু ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ২/৬০৭, ক্রমিক নং ২৪৬১, সনদ ছহীহ; তারীখু বাগদাদ, ১৩/৪২৪।*
৪৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/৩২৯, ক্রমিক নং ১৫০।*
৪৪. *আন-নুবযাতুল কাফিয়া ফী আহকামি উছূলিদ দ্বীন, পৃঃ ৭০।*
৪৫. *ঐ, পৃঃ ৭১।*

হাফেয ইবনু হাযম যাহেরী স্বীয় আক্বীদার গ্রন্থে লিখেছেন, وَلاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَداً لاَ حَيًّا وَلاَ مَيِّتاً 'কারো জন্য জীবিত বা মৃত কারো তাক্বলীদ করা বৈধ নয়'।[৪৬]

প্রতীয়মান হ'ল যে, তাক্বলীদ না করার মাসআলা আক্বীদার মাসআলা। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

(৯) ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাবী (হানাফী) হ'তে বর্ণিত, وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلاَّ عَصَبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ 'গোঁড়া ও নির্বোধ ছাড়া কেউ তাক্বলীদ করে কি?'।[৪৭]

(১০) আয়নী হানাফী বলেছেন, فَالْمُقَلِّدُ ذُهْلٌ وَالْمُقَلِّدُ جَهْلٌ وَآفَةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ التَّقْلِيْدِ 'মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ জাহেল হয়। আর সকল কিছুর বিপদ তাক্বলীদ থেকে আসে'।[৪৮]

(১১) যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, فالمقلد ذهل والمقلد جهل 'আর মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ জাহেল হয়'।[৪৯]

(১২) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাক্বলীদের বিরুদ্ধে জোরালো আলোচনা করার পর বলেছেন, وَأَمَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّةِ تَقْلِيدُ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَهَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ 'আর কেউ যদি এ কথা বলে যে, সাধারণ মানুষের উপর অমুক অমুকের তাক্বলীদ ওয়াজিব। তাহ'লে এ কথা কোন মুসলিম বলতে পারে না'।[৫০] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ নিজেও তাক্বলীদ করতেন না।[৫১]

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ বলেন,

وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقْلِيدُ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْتِزَامُ مَذْهَبِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا يُوجِبُهُ وَيُخْبِرُ بِهِ-

'কোন একজন মুসলমানের উপরেও আলেমদের মধ্য হ'তে কোন একজন নির্দিষ্ট আলেমের প্রতিটি কথায় তাক্বলীদ ওয়াজিব নয়। রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাবকে আবশ্যিকভাবে আঁকড়ে ধরা কোন একজন মুসলমানের উপরেও ওয়াজিব নয় যে, প্রতিটি বিষয়ে তার আনুগত্য শুরু করে দিবে'।[৫২]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ আরো বলেছেন,

مَنْ نُصِبَ إِمَامًا فَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ مُطْلَقًا اعْتِقَادًا أَوْ حَالًا فَقَدْ ضَلَّ فِي ذَلِكَ كَأَئِمَّةِ الضَّلَالِ الرَّافِضَةِ الْإِمَامِيَّةِ-

'যে ব্যক্তি একজন ইমামকে নির্ধারণ করে নিঃশর্তভাবে তার আনুগত্যকে আবশ্যক আখ্যা দিয়েছে, বিশ্বাসগতভাবে হৌক বা আমলগতভাবে, তাহ'লে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত রাফেযী ইমামিয়াদের নেতাদের মত গোমরাহ'।[৫৩]

(১৩) আল্লামা সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) 'কিতাবুর রদ্দি আলা মান উখলিদা ইলাল আরয ওয়া জাহিলা আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি আছরিন ফারয' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রকাশক : আব্বাস আহমাদ আল-বায, দারুল বায, মক্কা মুকাররামাহ। এ গ্রন্থে তিনি 'তাক্বলীদের অপকারিতা' (بَابُ فَسَادِ التَّقْلِيْدِ) শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন (পৃঃ ১২০) এবং তাক্বলীদের খণ্ডন করেছেন।

আল্লামা সুয়ূত্বী বলেছেন,

والذي يجب أن يقال كل من انتسب الي غير رسول الله صلي الله عليه وسلم يوالي علي ذلك ويعادي عليه فهو مبتدع خارج عن السنة والجماعة سواء كان في الاصول أو الفروع-

'এটি বলা ওয়াজিব (ফরয) যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ইমামের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে যায় এবং এই সম্বন্ধকরণের উপর সে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করে, তবে সে বিদ'আতী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ। চাই (এই সম্বন্ধ) মূলনীতিতে হোক বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে হোক'।[৫৪]

[চলবে]

---

৪৬. *কিতাবুদ দুর্রাহ ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু, পৃঃ ৪২৭।*
৪৭. *লিসানুল মীযান, ১/২৮০।*
৪৮. *আল-বিনায়া শারহুল হিদায়াহ, ১/৩১৭।*
৪৯. *নাছবুর রায়াহ, ১/২১৯।*
৫০. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/২৪৯।*
৫১. *দ্রঃ ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/২৪১,২৪২।*
৫২. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/২০৯।*
৫৩. *ঐ, ১৯/৬৯।*
৫৪. *আল-কানযুল মাদফূন ওয়াল ফুলকুল মাশহূন, পৃঃ ১৪৯।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html

Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

Contents

কুরআন-হাদীছের আলোকে ক্ষমা

*রফীক আহমাদ**

'ক্ষমা' অর্থ- দোষ-ত্রুটি, অপরাধ মার্জনা করে দেওয়া। আলোচ্য প্রবন্ধে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমাই উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল। পবিত্র কুরআনের এই সুসংবাদ হ'তেই মানুষ তাঁর নিকট বিভিন্নভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তওবা করে, নিজের পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, সকল ঈমানদার মুমিন-মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অবশ্য আল্লাহ্র নিকট প্রত্যেকেরই ক্ষমা প্রার্থনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ স্বয়ং আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন, وَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র কাছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। অন্যত্র সবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ 'আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। বস্তুতঃ তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ২৩/১১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার পরোক্ষভাবেও ক্ষমা প্রার্থনার বহু সুসংবাদ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ 'যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(মুলক ৬৭/১২)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا– 'আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(ফাতাহ ৪৮/১৪)*।

প্রকৃত ক্ষমাপ্রার্থীকে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। এই মর্মে তিনি বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ– 'অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ!) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' *(আনফাল ৮/৩৩)*। আর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 'তুমি কাফিরদের বলে দাও যদি তারা বিরত হয় (ও ইসলাম কবুল করে), তাহ'লে তাদের ক্ষমা করা হবে, যা তারা ইতিপূর্বে করেছে' *(আনফাল ৮/৩৮)*।

আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠ চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ পাক কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াতে নিজেকে ক্ষমাশীল বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّي أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অপরিসীম দয়ালু' *(হিজর ১৫/৪৯)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, أَفَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'এরপরেও কি তারা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ তওবা করবে না) ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মায়েদাহ ৫/৭৪)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا 'নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৪)*।

বান্দার প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ অসীম। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ 'মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তোমার পালনকর্তা তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর' *(রা'দ ১৩/৬)*। তিনি আরও বলেন, الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ :

যারা নিজেদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্র কাছে নিশ্চিত ক্ষমার অধিকারী হবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا،

'আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

Contents

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ، وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ-

'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনেশুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন করে না' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৫)*।

মহান আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমা, রহমত ও অনুগ্রহ প্রভৃতি সর্বজনবিদিত। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং তাঁর নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ সমান ভালোবাসার পাত্র এবং সকলের প্রতি তিনি সমানভাবে ক্ষমাশীল। শুধু কর্মের কারণে পার্থক্য নিরূপিত হয়। তিনি বহু সদুপদেশ দ্বারা মানুষকে সৎ পথে আহ্বান জানিয়ে তাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে।

পার্থিব জীবন খুবই সল্প এবং পরকালীন জীবন সুদীর্ঘ ও অনন্ত। এ সল্প সময়ের কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ মানুষকে তাঁর দয়া ও ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন। মানুষ পাপ করে ফেললে সে যেন নিরাশ না হয়। বরং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়।

মূলতঃ মানুষ একান্তভাবেই আল্লাহ্র প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে ঘোষিত ও স্বীকৃত। তাদের মধ্যে আল্লাহ তাঁর মুমিন ও বিশ্বস্ত বান্দাদের ভালবাসেন। সুতরাং ফেরেশতারাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় মানুষকে ভালবাসে এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্র নিকট মঙ্গল ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে অনেক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য' *(মুমিন ৪০/৭-৯)*।

আল্লাহ্র নিকট ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা কেবল সৎকর্মপরায়ণ ও মুমিন ব্যক্তিদের জন্য সমস্ত মানবকূলের জন্য নয়। কাজেই সৎকর্মপরায়ণ ও মুমিন হওয়ার জন্য অকৃত্রিম ইবাদতের কোন বিকল্প নেই। এই ইবাদত হ'ল মানব জাতির জন্য এ পৃথিবীতে পালনীয় বিধান। আর এ ইবাদত হ'ল ক্ষমার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যম। যারা খালেছভাবে ইবাদত করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন।

কুরআন আল্লাহ্র কিতাব, যা মানব জাতির জন্য উপদেশমালা। এসব উপদেশমালা সেই সব মানুষের জন্য যারা সত্য, সুন্দর, সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় জীবনে বিশ্বাসী। তবুও সমগ্র বিশ্ববাসীর জ্ঞান-গরিমা, বিবেক-বিবেচনা, চিন্তা-গবেষণা প্রভৃতির উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াসে পবিত্র কুরআন উন্মুক্ত রয়েছে বিশ্ব দরবারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় অনুদিত হয়েছে পবিত্র কুরআন। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়ও পবিত্র কুরআন অনুদিত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্র ক্ষমার বিষয়গুলো সহজেই জানা সম্ভব হচ্ছে।

মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সৃষ্টির প্রথম হ'তেই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকার মানুষকে হকের পথে দাওয়াত দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। অবশেষে শেষ নবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। শুধু আরবের জন্য নয়; বরং সারা বিশ্বের জন্য তিনি নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের খলীল উপাধিতে ভূষিত করেন *(মুসলিম হা/২৩৮৩; মিশকাত হা/৬০১১)*। অতঃপর মহাগ্রন্থ কুরআনের ধারক ও বাহক হিসাবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তাঁর প্রতি জিবরীল (আঃ) কর্তৃক ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল করেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'এ কিতাব, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের করে আনতে পার, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তাঁর পথে যিনি শক্তিমান প্রশংসার্হ' *(ইবরাহীম ১৪/১)*।

পবিত্র কুরআনে আদেশ হ'ল এক আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ কর। আর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসরণ কর। এ দু'টি বিষয়ই পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাঁকেই একমাত্র উপাস্য হিসাবে তাঁর ইবাদত করার এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের

Contents

আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে' *(নিসা ৪/৮০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা লাভের জন্য তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ– 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে? তাঁর শক্তির পরিমাণ কী? তাঁর ক্ষমতার সীমা কত? এ বিষয়গুলো চিন্তা করলে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনের পথ সুগম হবে। অতঃপর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুসন্ধান ও অনুধাবন করলে মানব সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে এবং ভয়ঙ্কর পরিণতি জানা যাবে।

অতঃপর মানব সৃষ্টির কারণ, নশ্বর পৃথিবীতে অবস্থান, কবর, ক্বিয়ামত, বিচার, জান্নাত ও জাহান্নাম, অবিনশ্বর জগত ইত্যাদির বিশদ বিবরণও পাওয়া যাবে পবিত্র কুরআনে। সুতরাং যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে স্থান পাবে। আর যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করবে না তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষার জন্যই মহান আল্লাহ্র ভয় প্রয়োজন। আল্লাহ তাঁর ভয়ে ভীত বান্দাকে ভালোবাসেন এজন্য তিনি বার বার তাদেরকে ভীতির আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। 'আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর' *(নাহল ১৬/২)*। 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৩৩/৭০)*। একই মর্মার্থে পুনরায় আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর' *(মুমিনূন ২৩/৫২)*।

অতঃপর যারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হবে, তারা তাঁর পক্ষ থেকে অনেক কল্যাণ লাভ করবে এবং মুক্তির পথও পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ করে দেন' *(ত্বালাক ৬৫/২)*। আল্লাহ আরও বলেন, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন' *(ত্বালাক ৬৫/৪)*।

প্রবৃত্তির তাড়নায় ও শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ সাধারণতঃ পাপ করে থাকে। আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)ও শয়তানের প্রতারণামূলক কথায়, আল্লাহ্র নির্দেশ ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার ভীতি ও কান্না বিজড়িত ক্ষমা প্রার্থনায় দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং পরবর্তীতে এরূপ ভুল না করার জন্য সাবধান করে দেন। অতঃপর মানব জাতিকে দুনিয়ার বুকে ও পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করার জন্য তাঁর ক্ষমার ধারা বহাল রাখেন। অর্থাৎ আদম (আঃ)-এর পরবর্তীকালেও মানুষ পাপ করে আল্লাহ্র কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা বা তওবা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন বলে ঘোষণা করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যারা মন্দ কাজ করে ও এরপরে তওবা করে ও ঈমান আনে, নিশ্চয়ই তোমার প্রভু উক্ত তওবার পরে ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আ'রাফ ৭/১৫৩)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা নিজের জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। বস্তুতঃ ক্ষমা প্রার্থনা ইবাদত সমূহের অন্যতম। তবে এ ক্ষমা প্রার্থনা অবশ্যই অকৃত্রিম হ'তে হবে। কারণ ক্ষমাই হ'ল মানবজাতির পবিত্রতা লাভের একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং ক্ষমা ব্যতীত কোন পরহেযগার ব্যক্তিও আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবে না। শুধু যারা তাদের ক্ষমা প্রার্থনায় ও জীবনের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে তারাই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে।

আল্লাহ বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূখণ্ডের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম মেহেরবান' *(ফাতহ ৪৮/১৪)*।

একই মর্মার্থে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্রই জন্য সকল রাজত্ব আসমান ও যমীনে। তিনি যাকে খুশী শাস্তি দেন ও যাকে খুশী ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী' *(মায়েদাহ ৫/৪০)*।

পৃথিবীর সকল মুমিন-মুমিনা ও নবী-রাসূলই তাঁদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর ভুলের ইতিহাস ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা, নূহ (আঃ)-এর ঘটনা ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা, মূসা (আঃ)-এর দুর্ঘটনা ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা, ইবরাহীম (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা, ইউনুস (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও সেভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়ে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 'জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা

Contents

প্রার্থনা কর, তোমার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। মহাবিজ্ঞ আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-কে একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করে অহি প্রেরণ করেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ 'বল, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি অহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদ। অতএব তাঁর দিকেই দৃঢ় থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৬)*।

এ ক্ষমা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, ভালোবাসা ও করুণার বহিঃপ্রকাশ। যা সরাসরি জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হ'তে বাঁচার মাধ্যম। ক্ষমাপ্রাপ্ত ও ক্ষমাবঞ্চিত উভয় দলের পরিণতির বর্ণনা দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, 'যারা ভাগ্যবান (ক্ষমাপ্রাপ্ত) তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, যদিনা তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। এ এক নিরিবচ্ছিন্ন পুরস্কার' *(হূদ ১১/৮)*। যারা ক্ষমা বহির্ভূত তাদের সম্পর্কেও মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যারা হতভাগা হবে তারা জাহান্নামে থাকবে। সেখানে তারা চিৎকার ও আর্তনাদ করবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান তা করে থাকেন' *(হূদ ১১/১০৬-১০৭)*।

পৃথিবীর জীবনের শেষে মৃত্যু ও কবর, অতঃপর এক সময় কিয়ামত হবে। কিয়ামত দিবস মানুষের বিচার দিবস, এ দিবসে মানুষের ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব ও বিচার হবে। এই বিচারের রায়েই সৌভাগ্যবানরা জান্নাতের উত্তরাধিকার হবে, পক্ষান্তরে হতভাগ্যদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে।

যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ তারাই ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, 'আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া কাউকে শাস্তি দিই না' *(সাবা ৩৪/১৭)*।

ক্ষমা বা মাগফিরাত লাভের কতিপয় উপায় :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ করার অনেক উপায় বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উপায় এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঈমান ও আমলে ছালেহের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা :

যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, আল্লাহ তাদের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের' *(ফাতহ ৪৮/২৯; মায়েদা ৫/৯)*। তিনি আরো বলেন, فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ 'অতএব যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (অর্থাৎ জান্নাত)' *(হজ্জ ২২/৫০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ 'আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(ফাতির ৩৫/৭)*।

এছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি, আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্র রাস্তায় দান প্রভৃতি নেক আমলের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে, এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(আনফাল ৮/২-৪)*। তিনি আরো বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য উহা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ধৈর্যশীল' *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*।

২. আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা :

আল্লাহ্র ক্ষমা লাভের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৯৯; মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا- 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ

يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. ‘ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের পাপের জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে অবগত আছেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سبعِيْنَ مرَّةً. ‘আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর নিকট তওবা করি’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩২৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ- ‘হে আমার বান্দারা! তোমরা অপরাধ করে থাক রাতে-দিনে। আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

‘আমাদের প্রতিপালক তাবারকা ওয়া তা‘আলা প্রত্যেক রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে (এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে) প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*।

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারো পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকটে উপস্থিত হব’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬)*।

৩. তওবা করা :

আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে পাপ করার পরই তাঁর নিকটে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ- ‘তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন’ *(শূরা ৪২/২৫)*। তিনি আরো বলেন, أَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ‘এরপরেও কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ তওবা করবে না) ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(মায়েদাহ ৫/৭৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مائَةَ مَرَّةٍ- ‘তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর। কেননা আমি দৈনিক একশতবার তাঁর নিকট তওবা করি’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫)*। তিনি আরো বলেন, فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ- ‘যখন বান্দা গোনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا- ‘আল্লাহ তা‘আলা রাতে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গোনাহগার যারা তারা তওবা করে। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গোনাহগার ব্যক্তিরা তওবা করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৯)*।

আরেকটি হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন সে অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। সে আবার অপরাধ করল

এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আরেক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩)*।

৪. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা :

আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয় প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন করা, যা ক্ষমা লাভের অন্যতম উপায়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হ'লেন মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ– 'যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(মুলক ৬৭/১২)*।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। মানুষ পাপ করার পর তাঁর নিকটে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আর এ ক্ষমা জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। অতএব জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে গোনাহ মাফের মাধ্যমে তা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন-আমীন!

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত **কাযী হজ্জ কাফেলা** এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

২০১৭ সালের হজ্জের রেজিস্ট্রেশন চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করানো।
২. হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
৩. সম্ভবপর 'বায়তুল্লাহ'র নিকটতম স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের সুব্যবস্থা।
৪. দেশী বাবুর্চী দ্বারা দেশী খাবারের ব্যবস্থা।

যোগাযোগের ঠিকানা

কাযী হজ্জ কাফেলা

পরিচালক, **কাযী হারূণুর রশীদ**

০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫।

(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস, লাইসেন্স নং ১৩০৩)

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

রোহিঙ্গারা বাঁচতে চায়

*লিলবর আল-বারাদী**

ভূমিকা : রোহিঙ্গারা আমাদের প্রতিবেশী ও মুসলিম ভাই। তাদের উপর যে অত্যাচার নেমে এসেছে তা মানুষ হিসাবে কারো কাম্য নয়। মিয়ানমারের বৌদ্ধদের টার্গেট একমাত্র মুসলিম জাতি। রোহিঙ্গাদের কোন অপরাধ নেই। তাদের একটি মাত্র অপরাধ তারা মুসলিম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে গোত্র, ভাষা ও বর্ণের বিভাজনে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বহু সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হ'তে পার। তবে আল্লাহ্র নিকটে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)* / এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, النَّاسُ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ 'মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটির তৈরী'।[১]

সম্প্রতি পত্রপত্রিকা এবং স্যোসাল মিডিয়াতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর যে মর্মান্তিক নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে তাতে প্রতিটি হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কারণ তারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ও মুসলিম ভাই। তারা আমাদের কাছে কিছুই চায় না, চায় শুধু আশ্রয়। আমরা কি তাদেরকে মাথা গোঁজার সুযোগ করে দিতে পারি না? রোহিঙ্গারা চাতক পাখির মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে দু'হাত উঠিয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি-মিনতি করে ফরিয়াদ করছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। অথচ তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসছে না। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওআইসিও নীরব-নিশ্চুপ। সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটেছে। ভাবখানা এমন যে, রোহিঙ্গারা মানুষ নয়। আসলে এই রোহিঙ্গারা কারা? তাদের প্রতি আমাকে কতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আলোচনা।-

রোহিঙ্গাদের পরিচয় : রোহিঙ্গা পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। এরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। রোহিঙ্গাদের আলাদা ভাষা থাকলেও তা অলিখিত। মায়ানমারের আকিয়াব, রেথেডাং, বুথিডাং মংডু, কিয়ক্টাও, মাম্ব্রা, পাত্তরকিল্লা এলাকায় এদের বাস। ২০১২ সালে প্রায় ৮ লক্ষ রোহিঙ্গা মায়ানমারে বসবাস করত। মায়ানমার ছাড়াও ৫ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এবং প্রায় ৫ লাখ সঊদী আরব ও মালয়েশিয়াতে বাস করে বলে ধারণা করা হয়। যারা বিভিন্ন সময় বার্মা সরকারের নির্যাতনের কারণে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। জাতিসংঘের তথ্যমতে, রোহিঙ্গারা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী। বর্তমান মায়ানমারের রোহিং (আরাকানের পুরনো নাম) এলাকায় এ জনগোষ্ঠীর বসবাস। ইতিহাস ও ভূগোল বলছে, রাখাইন প্রদেশের উত্তর অংশে বাঙালী, পার্সিয়ান, তুর্কি, মোগল, আরবীয় ও পাঠানরা বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর বসতি স্থাপন করে। তাদের কথ্য ভাষায় চট্টগ্রামের স্থানীয় উচ্চারণে উর্দূ, হিন্দি, আরবী শব্দের প্রভাব রয়েছে। রাখাইনে দু'টি সম্প্রদায়ের বসবাস 'মগ' ও 'রোহিঙ্গা'। মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মগের মুল্লুক কথাটি বাংলাদেশে পরিচিত। দস্যুবৃত্তির কারণেই এমন নাম হয়েছে মগদের। এক সময় তাদের দৌরাত্ম্য ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মোগলরা তাদের তাড়া করে জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে একটি প্রচলিত গল্প রয়েছে- সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া একটি জাহায থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন উপকূলে আশ্রয় নিয়ে বলেন, আল্লাহ্র রহমে বেঁচে গেছি। এই রহম থেকেই এসেছে রোহিঙ্গা।

সবচেয়ে প্রসিদ্ধতম মতামত হ'ল, রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের আদি বাসিন্দা। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন থেকে চট্টগ্রামের ন্যায় এখানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে।[২] অনেকে ছূফীদের কথা বলেন। কিন্তু এটা ভুল। কেননা ইসলামের প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগে কথিত ছূফীবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বহু পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আরাকান হ'ল টেকনাফের পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদীর পূর্ব পাড়ে ৭২ মাইল দীর্ঘ দুর্লংঘ্য ও সুউচ্চ ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী প্রায় ১৫ হাযার বর্গমাইল ব্যাপী একটি সমতল ভূমি। এটাকে প্রাচীন রাহমী (رحمي) রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়। যাকে এখন 'রামু' বলা হয়। তৎকালীন রাহমী রাজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। যা তিনি ছাহাবীগণকে বণ্টন করে দেন *(থিসিস, পৃঃ ৪২৫)*। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, তখন থেকেই এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং স্থানীয় রাজাসহ সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামকে সাদরে বরণ করেছে। জাহায ডুবির কারণেও বহু আরব এখানে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিয়ে-শাদী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইসলাম আগমনের বহু পরে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি

* *যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

১. *আহমাদ হা/৮৯৭০; তিরমিযী হা/৩৯৫৬ হাদীছ হাসান।*

২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, থিসিস পৃঃ ৪০৩।*

বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, মিয়ানমার, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়। ভারত এখন প্রায় বৌদ্ধশূন্য বলা চলে। অথচ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। মধ্যযুগে আরাকানের রাজধানীর নাম ছিল ম্রোহাং। সেটারই অপভ্রংশ হ'ল রোহাং বা রোসাঙ্গ এবং সেখানকার অধিবাসীরা হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩০ থেকে ১৭৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সাড়ে তিনশ' বছরের অধিক সময় আরাকানের রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এখানকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী মুসলমান। আর মুসলিমদের শতকরা ৯২ জন হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দু'শ বছরের অধিক কাল যাবৎ কলিমা শাহ, সুলতান শাহ, সিকান্দার শাহ, সলীম শাহ, হুসায়েন শাহ প্রমুখ ১৭ জন রাজা স্বাধীন আরাকান রাজ্য শাসন করেন। তাদের মুদ্রার এক পিঠে কালেমা ত্বাইয়িবা ও অন্য পিঠে রাজার নাম ও সাল ফারসীতে লেখা থাকত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন বাংলা ভাষার চরমোন্নতি সাধিত হয়। কবি আলাওল, দৌলত কাযী, মরদান শাহ প্রমুখ কবিগণ আরাকান রাজসভা অলংকৃত করেন। আজকে যেমন বাংলা ভাষার রাজধানী হ'ল ঢাকা, সে যুগে তেমনি বাংলা ভাষার রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এক সময় আকিয়াবের চাউল বন্যা উপদ্রুত বাংলাদেশের খাদ্যাভাব মিটাতো। মগদস্যুদের দমনে শায়েস্তা খাঁকে তারাই সাহায্য করেছিল। যার ফলে মাত্র ৩৬ ঘণ্টায় তাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম জয় করা ও মগমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তাই রোহিঙ্গাদের নিকট বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ঋণ অনেক বেশী।[৩]

রোহিঙ্গা আমাদের ভাই ও প্রতিবেশী : রোহিঙ্গারা আমাদের মুসলিম ভাই ও উত্তম প্রতিবেশী। শুধু রোহিঙ্গা কেন সারা পৃথিবীর মুমিন-মুসলমান আমাদের একে অপরের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। মুমিন মুসলিমরা আমাদের ভাই তাদেরকে অন্যায়ভাবে কেউ অত্যাচার করলে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের প্রতি যুলুম করা যাবে না এবং যালিমরা তাদেরকে ফেরত চাইলে ফেরত দেয়া যাবে না। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ 'মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তার উপর সে যুলুম করবে না এবং (কাফেরদের নিকট) তাকে সোপর্দ করবে না...'।[৪] আর প্রত্যেক মুমিন পরস্পর এক দেহের মত। দেহের একস্থানে ক্ষত হ'লে যেমন অন্য পার্শ্বে ব্যথা অনুভব করে, ঠিক তেমনি মুমিনদের সম্পর্ক। এসম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ– 'সকল মুমিন এক অখণ্ড ব্যক্তির মত। যদি তার চক্ষু ব্যথিত হয় তাহ'লে সমস্ত শরীর ব্যথিত হয়। আর যদি তার মাথা ব্যথিত হয় তাহ'লে পুরোটাই ব্যথিত হয়'।[৫]

প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিবরীল (আঃ) যেভাবে অছিয়ত করতেন সে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ 'জিবরীল (আঃ) আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অছিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হ'ল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানিয়ে দিবেন।[৬] প্রতিবেশী যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন তারা যদি অভুক্ত থাকে তবে যতই ইবাদত করি না কেন আমরা মুমিন হ'তে পারব না। আমরা যেমন পেটপুরে খাব তাদেরকেও তেমনি খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এসম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সে মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে'।[৭]

যে ব্যক্তি পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে রাত্রী যাপন করেন। তার জ্ঞাতসারে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রীযাপন করে সে মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ 'সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করে, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে এবং এ কথা সে জানে'।[৮] ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা ইসলামে উত্তম কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ– 'এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন্ কাজ উত্তম? (জবাবে) তিনি বললেন, অভুক্তকে খানা খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম করা'।[৯] একজন ভাই অপর ভাইকে এবং একজন প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে কিভাবে ভুলে থাকতে পারে? আরাকানীরা আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের কাছে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাচ্ছে। আমরা কি তাদেরকে আশ্রয় ও খাবার দিতে পারি না? আমাদের মাঝে কি সামান্যতম ঈমানী চেতনা নেই?

রোহিঙ্গাদের সাহায্য করা যরূরী : রোহিঙ্গাদের প্রতি যেভাবে হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে তাতে তাদের সাহায্য করা আমাদের জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا لَكُمْ لَا

৩. *সম্পাদকীয় : রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কাম্য, আত-তাহরীক, ১৫তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১২।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪।*
৬. *বুখারী হা/৬০১৪-১৬।*
৭. *বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/৪৯৯১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১২, হাদীছ হাসান।*
৮. *ছহীহুল জামে হা/৫৫০৫।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৬২৯।*

تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا 'তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রার্থনা করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ হ'তে মুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ'তে অভিভাবক প্রদান কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ'তে সাহায্যকারী প্রেরণ কর' *(নিসা ৪/৭৫)*।

ইসলামী শরী'আতে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হ'ল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যেকোন ধরনের বিপদে পড়ার সাথে সাথে অন্য অঙ্গ তাকে সাহায্যের জন্য তৈরী হয়। অনুরূপ কোন মুসলমান ভাই যখন কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন অপর মুসলমান ভাইয়ের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। কেননা যে মুসলিম ভাইকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। এসম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ-

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[১০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে আল্লাহ তা'আলা তার অভাব মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন।[১১]

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাক্বা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে, তবে কি হবে? ... ছাহাবাদের পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায় তিনি বলেন, فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ 'তাহ'লে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে'।[১২] ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করা ইসলামে সর্বোত্তম কাজ। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ- 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[১৩] আজ রোহিঙ্গারা ক্ষুধার্ত, রুগ্ন ও বন্দী। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ইসলামের সর্বোত্তম কাজটি কি করতে পারি না?

শেষকথা : মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব হ'ল, প্রতিবেশী মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ানো। বার্মা সরকার যেভাবে আরাকানের মুসলমানদেরকে পশুর মত যবেহ করে নদীতে ফেলে দিচ্ছে, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে তাদেরকে বিতাড়িত করছে, জীবন্ত মানুষগুলোকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করছে, নারীদের ধর্ষণসহ অসংখ্য নারী-পুরুষকে নির্যাতন-নিপীড়ন করছে এবং বাংলাদেশের সীমানায় তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, এ সমস্ত অসহায় মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্য-সহযোগিতা করার মত কি কোন মুসলিম এদেশে নেই? প্রতিবেশী ভাই হিসাবে বাংলাদেশের মুসলিম ভাইদের কি কোন দায়িত্ব নেই? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটে আবেদন মুসলিম হিসাবে প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের আশ্রয় দিন এবং তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! মাযলূম রোহিঙ্গা মুসলমান ভাই-বোনদেরকে রক্ষা করুন এবং যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন-আমীন!

---

১০. *মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/২২৫; মিশকাত হা/১৮৯৫।*
১৩. *বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।*

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

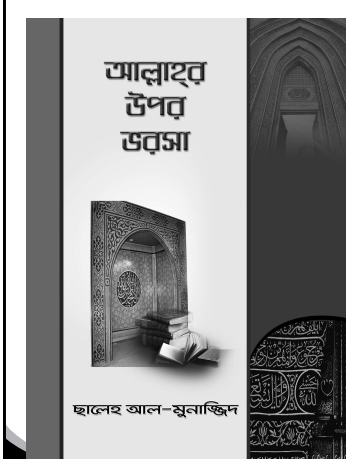

আল্লাহর উপর ভরসা
মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
মূল্য : ২৫/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

রোহিঙ্গা নির্যাতনের করুণ চিত্র

আত-তাহরীক ডেস্ক

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানগণ বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী। যাদের রাষ্ট্রীয় কোনো স্বীকৃতি নেই। আদমশুমারীতে যাদের গণনা করা হয় না। যাদের নেই কোন নাগরিক অধিকার। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সন্তান ধারণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশানুক্রমেই নির্যাতিত হয়ে আসছে। কখনো কখনো কোন শাসকের কৃপায় স্বাভাবিকভাবে চলতে-ফিরতে পারলেও অধিকাংশ সময়ই পরাধীনতার শৃঙ্খলে ওদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

বর্তমানে সেখানকার রাখাইন রাজ্যে প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করলেও প্রায় সমান সংখ্যক রোহিঙ্গা আজ বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করছে। উইকিপিডিয়ার হিসাব অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশেই শরণার্থী হয়েছে ৫ লক্ষাধিক। এছাড়া সঊদী আরবে ৪ লাখ, পাকিস্তানে ২ লাখ, থাইল্যাণ্ডে ১ লাখ, মালয়েশিয়ায় ৪০ হাযার, ভারতে ৩৬ হাযার এবং ইন্দোনেশিয়ায় ১২ হাযার।

এককালে যাদের ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, এখন তারাই রাষ্ট্রহারা। সন্ত্রাসী বৌদ্ধদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার। তাদের উপর যুগ যুগ ধরে সে দেশের সরকার চরম নির্মম যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। হত্যা করছে অসংখ্য নিষ্পাপ শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদেরকে। ধর্ষণ করে কলঙ্কিত করছে অসংখ্য মা-বোনদের। তাদের গগণবিদারী আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় পুনরায় নির্যাতনের অজুহাত সৃষ্টির জন্য গত ৯ই অক্টোবর'১৬ অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্তদের হাতে মিয়ানমারের ৯ জন পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার পর সেখানে নিরীহ মুসলমানদের ওপর ফের সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধদের হামলা শুরু হয়েছে।

তাতে এ পর্যন্ত অন্তত আড়াইশ রোহিঙ্গা হত্যার শিকার হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে সহস্রাধিক। ধর্ষণের শিকার হয়েছে হাযারো নারী ও কিশোরী। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ৩০ সহস্রাধিক ঘরবাড়ি। গ্রামের পর গ্রাম আজ ভস্মীভূত হয়ে বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিবিসির গোপন ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে জনশুন্য আগুনে পোড়া গ্রাম আর বিরান হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষেত।

রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের প্রকৃত চিত্র উঠে আসছে না গণমাধ্যমে। কারণ সাংবাদিক বা মানবাধিকার কর্মীদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা জন ম্যাককিসিক বলেন, তারা মিয়ানমারের সরকারের কাছে বারবার রাখাইন রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি চাইলেও তাদেরকে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে সেখানে আসলে কি ঘটছে, কতজনকে হত্যা করা হয়েছে, কতজন নির্যাতিত হয়েছে, কতজন এলাকা ছাড়া হয়েছে, সেই তথ্যটি নিশ্চিত করা যায়নি।

তারপরেও বিভিন্ন মাধ্যমে যে চিত্র উঠে আসছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গাদেরকে নির্বিচারে নিধন করছে মিয়ানমারের সেনারা। আর এ কারণে প্রাণে বাঁচতে তারা বন্যার পানির মতো ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে। সিএনএনের প্রতিবেদক জানান, ভুক্তভোগী নারীরা জানিয়েছেন, তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যার পাশাপাশি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনা অহরহ ঘটছে সেখানে। ১০ বছরের বেশী বয়স্ক কোন ছেলেকে পাওয়া মাত্রই তারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার কর্মকর্তা জন ম্যাককিসিক সিএনএনকে বলেন, 'রোহিঙ্গারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত মানুষ। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়'। তিনি বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এদেরকে নির্মূল করে দিতে চায়'।

জাতিসংঘের মুখপাত্র পিয়েরে পিরনের মতে, সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের দমন অভিযানের কারণে এ যাবৎ গৃহহারা হয়েছে প্রায় ৩০ হাযার মানুষ।

মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন, তারা বেশ কিছু স্যাটেলাইট ছবি পেয়েছেন, যাতে রোহিঙ্গা গ্রামগুলোর পরিস্থিতি সরকার যা বলছে, তার চেয়ে অনেক করুণ বলে প্রমাণ রয়েছে।

তবে রোহিঙ্গারা বহু কষ্টে বাংলাদেশের সীমান্তে আসা মানেই তাদের দুঃসহ ভোগান্তির অবসান নয়। কারণ বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে এবং যারাই সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করছে তাদেরকে ধরতে পারলেই মিয়ানমারে ফেরত পাঠাচ্ছে।

তারপরও বাংলাদেশে হাযার হাযার রোহিঙ্গা ঢুকে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তারা। আরো কয়েক হাযার সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, ১লা নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ৬ সপ্তাহেরও কম সময়ে ২২ হাযার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

শরণার্থীদের যবানীতে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র :

(১) কুতুপালং ক্যাম্পের শরণার্থী লাবু বেগম বলেন, 'বাংলাদেশে আসতে আমার চারদিন লেগেছে। এই বিপজ্জনক যাত্রায় পরিবারের অনেক সদস্যকে চিরতরে হারাতে হয়েছে।

(২) লাবু বেগমের ননদ নাসীমা খাতুন বলেন, 'আমরা যখন বাংলাদেশের পথে যাত্রা শুরু করি, তখন আমরা ছিলাম ছয় জন। কিন্তু এদের মধ্যে তিনজনই মারা গেছে'। তিনি জানান, এই যাত্রায় তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে, আরো এক ছেলে নিখোঁজ হয়েছে।

(৩) ১৫ দিন আগে পরিবারের ছয়জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে যুবায়দা, কেবল থাকার জন্য আশ্রয় পেলেও প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। খাদ্যাভাবে জান বাঁচানোই দায় হয়ে পড়েছে এখন। চোখে পানি নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলছিলেন তিনি।

(৪) কোন রকমে পালিয়ে ৪৫ মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে এসেছেন ষাট বছরের সফুরা। বললেন, আমি মিয়ামারের সেনাসদস্যদের হাতে মরতে চাই না। বরং তার চেয়ে বাংলাদেশী মুসলমানদের হাতে মরতে চাই। তাহলে এদেশে কেউ হয়ত আমার মৃত্যুর পর জানাযা টুকু পড়বে।

তিনি বলেন, মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের আমলে নির্যাতন দেখেছি, কিন্তু ঐ নির্যাতন বর্তমান সময়ের মত বর্বর, ভয়ঙ্কর ও হত্যাযজ্ঞের মত ছিল না। বর্তমান সেনা সদস্যরা দল বেঁধে গ্রামে আসছে, বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে এবং পুরুষদের হত্যা করছে।

(৫) টেকনাফের লেদা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন ধর্ষিতা রোহিঙ্গা তরুণী মংডু শহরের বাসিন্দা মুহসিনা। পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী কেউ নেই। সবাই মিয়ানমার সেনার হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছে। নিজে ৭ জন সেনার হাতে পালাক্রমে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তাদের বাড়ীঘর সহ গ্রামের দুই শতাধিক বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া সহোদর ভাইয়ের সাথে 'আরকান' নামে পাঁচ মাস বয়সী শিশু পুত্রকে নিয়ে বাংলাদেশে এসে লেদা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন।

(৬) টেকনাফের হ্নীলা এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন নাফ নদীতে তিন সন্তান হারানো মংডুর বাসিন্দা হুমায়ূন কবীর। তার ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের গ্রামে আর কোনও রোহিঙ্গা মুসলিম খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ মৃত, কেউ পলাতক, কেউ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে। তাদের সাথে আসা মোতায়রা বেগমও নাফ নদীতে তাঁর সন্তানকে হারিয়েছেন। তার ভাষ্য মতে, যে অত্যাচার-নির্যাতন চলছে তা বলে বুঝানো যাবে না। সেনাবাহিনী এসে ঘরের দরজা আটকিয়ে আগুন দেয়। কোনভাবে কেউ পালাতে চাইলে তারা তাকে সেখানেই গুলী করে শেষ করে দেয়।

(৭) মিয়ানমারের মংডু থানার জাম্বনিয়া গ্রামে ছিল শাকিরদের বাড়ি। তার ৩ বোন, ৯ ভাই। এর মধ্যে বিয়ের উপযুক্ত দুই বোনকে ও পিতাকে ধরে নিয়ে গেছে সেনা পোশাকের অস্ত্রধারীরা। তিনি বলেন, তাদের গ্রামের আশপাশের ৩৩০টি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ১৪ জনকে একসঙ্গে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইকে বাড়ির উঠানে সবার সামনে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে।

(৮) আমার চোখের সামনে যুবতী কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। বাধা দিতে গিয়ে দুই ছেলেকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। কথা গুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মিয়ানমারের মংডু জাম্বুনিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা ছাবের আহমদ (৭০)। তিনি বলেন, তার গ্রামে প্রায় শতাধিক ঘরবাড়ি ছিল। এক রাতেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে সবকটি পরিবারকে। হত্যা, ধর্ষণ, গুলীবিদ্ধ করে আহত করা হয়েছে গ্রামের যুবক-যুবতীদের। তাদের গ্রামের অনেকেই কুতুপালং রোহিঙ্গা বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এখানে রাত কাটানোর জায়গা নেই, খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে শিশু কিশোর ও বয়োবৃদ্ধ নারী-পুরুষকে।

(৯) ছোট্ট মেয়েকে জোর করে আঁকড়ে ধরে আছেন রাখাইন রাজ্যের মংডু শহরের কিয়েত ইয়ো পিন গ্রামের নূর আয়েশা (৪০)। মিয়ানমার আর্মি তার বাকী ৭ সন্তানকে হত্যা করেছে। মধ্য অক্টোবরের যে দিন শত শত সরকারী সেনা আয়েশাদের গ্রামে হানা দিয়েছিল সেদিনের স্মৃতিচারণ করলেন তিনি বলেন, 'আমার বাড়ির সামনে আনুমানিক ২০ জনের একটা দল এসে হাযির হ'ল। আমাদের সবাইকে বাইরে বের করে আমার ৫ ছেলে সন্তানকে বাড়ির একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। স্বামীকে গুলী করে এবং দুই মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে তারা। আমাকে ধর্ষণ করলেও পরে ছেড়ে দেয়। তারপর পালিয়ে থাকা ৫ বছরের মেয়ে দিল নেওয়াযকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি বাংলাদেশে।

(১০) ৩ সন্তানের জননী নূর বেগম (২৪)। বর্ণনা দেন মিয়ানমার বাহিনীর অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী। স্বামীকে আগেই ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চোখের সামনে মাঠে আগুন জ্বেলে দুই শিশুপুত্র হাশেম ও জাফর সহ মামা, খালু, চাচা, ভাই সহ ৩০ জন আত্মীয়-স্বজনকে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। মহিলাদের ধর্ষণসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে সাড়ে ৫ মাস বয়সী শিশু জানে আলম ও অবিবাহিত এক বোনকে নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে বনে-জঙ্গলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে সময় লেগেছে ১৫ দিন। পালিয়ে আসতে পারলেও বাঁচাতে পারেননি ছোট্ট শিশুটিকে।

'বনে-জঙ্গলে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। অনাহারে শিশুটি কঙ্কালসার হয়ে যায়। উপরন্তু ছিল তীব্র শীত। সাথে কোনো গরম কাপড় ছিল না। একাধারে ৩ দিন অনাহারে থাকার পর এখানে এসে ভাত খাওয়ার পর বুকে সামান্য দুধ এলে শিশুটি মৃত্যুর আগে যৎসামান্য দুধ পান করেছিল'। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন নূর বেগম...।

(১১) সেনাবাহিনীর নৃশংসতা থেকে বাঁচতে ১৫ জনের একটি দল বাংলাদেশের দিকে আসার চেষ্টা করছিল। এ সময় নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ। এতে নৌকা থাকা দুই শিশু সহ অধিকাংশই নিহত হয়। পরে নাফ নদীর মিয়ানমার অংশের তীরে মুখ থুবরে পড়ে থাকতে দেখা যায় হলুদ শার্ট পরিহিত ছোট্ট একটি শিশুর কাদামাখা নিথর দেহ...। যা মনে করিয়ে দেয় ভূমধ্যসাগরের উপকূলে পড়ে থাকা সেই শিশু আয়লানের নিথর দেহের কথা।

(১২) কুতুপালং বস্তি ম্যানেজম্যান্ট কমিটির সভাপতি আবু ছিদ্দীকসহ একাধিক বস্তিবাসী জানান, রাত নামলে বস্তিতে আশ্রয় নেয়া স্বজনহারা রোহিঙ্গাদের কান্নায় অন্যান্য বস্তিবাসীরা ঘুমাতে পারে না। তারা বলেন, বস্তিতে যেসব রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে তারা কেউ না কেউ আত্মীয় পরিজনকে হারিয়েছে। সহায় সম্বলহীন এসব রোহিঙ্গারা একদিকে যেমন স্বজন হারানোর ব্যাথা ভুলতে পারছে না, অন্যদিকে আশ্রয়হীন অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। যে কারণে রাত নামলেই নারী শিশুর কান্নায় বস্তি এলাকায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

(১৩) ২৫ বছর বয়সী গর্ভবতী আরাফা ছয় সন্তানকে নিয়ে এসে একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গাদের কঠোর শাস্তি দিচ্ছে। আর এই শাস্তির প্রদানের তাদের অন্যতম হাতিয়ার আগুন। তাদের পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। তার ৮ বছরের ছেলেকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় এক সেনাসদস্য। চোখের সামনে তাকে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে নিক্ষেপ করে।

(১৪) বিভিন্ন ভিডিও চিত্রে উঠে আসা সেনা নির্যাতনের দৃশ্য আরও মর্মস্পর্শী। ছোট ছোট শিশুদের বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের আর্তচিৎকার শ্রবণ করে উল্লাস করার দৃশ্য। আর দলে দলে কিশোর-যুবকদের হাত পা বেঁধে রেখে, কাউকে ঝুলিয়ে রেখে অত্যাচার করতে করতে হত্যা করার নির্মম দৃশ্য ভিডিও করে নিজেরাই তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া মাধ্যমে পৈশাচিকতার জানান দেওয়া এককথায় অবিশ্বাস্য।

[হে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ! আর কত নির্যাতন হ'লে তোমরা কথা বলবে? ধিক তোমাদের মত কাপুরুষদের! আল্লাহ তুমি যালেমদের ধ্বংস কর ও মযলূমদের রক্ষা কর! (স.স.)]

তাতারদের আদ্যোপান্ত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(৩য় কিস্তি)

তাতার বাহিনী পুনরায় হামদানে :

মুসলিম বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাতার বাহিনী হামদানের পথে ফিরে আসে। তারা শহরের সন্নিকটে অবস্থান নেয়। ইতিপূর্বে তারা হামদানে একজন শাসক নিয়োগ করে গিয়েছিল। তারা তার কাছে হামদানবাসীর নিকট থেকে সংগৃহীত ধন-সম্পদ ও পোশাক-পরিচ্ছদ চেয়ে পাঠায়। শহরবাসী তাদের সহায়-সম্পদ পূর্বেই হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এ সময় হামদানের নেতা ছিলেন শরীফ নামে একজন ব্যক্তি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই শহরটির দেখভাল করছিলেন। তিনি তাতারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সম্পদ তাদের কাছে পাঠাতেন। এমন সময় তাতার বাহিনীকে কিছু দেওয়ার মত সম্পদ এলাকাবাসীর কাছে ছিল না। ফলে তারা তাদের নেতার নিকট গিয়ে বলল, এই কাফেররা সকল সম্পদ গ্রাস করে নিয়েছে। দেওয়ার মত আমাদের ঘরে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমরা সকলে শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আপনি আমাদের জন্য কি করবেন? তখন শরীফ বললেন, এক্ষণে আমাদের জন্য তাদেরকে কিছু দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। জনগণ তাকে বলল, আপনি আমাদের প্রতি বেশী কঠোরতা প্রদর্শন করছেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরই একজন। তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তখন পাশে থাকা ফক্বীহগণ তাতার প্রশাসককে বহিষ্কারের আদেশ দেন। জনতা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। এ সংবাদ জানতে পেরে তাতার বাহিনী শহর অবরোধ করে। শহরবাসী তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে আপামর জনগণ সকলে অংশগ্রহণ করে। এ যুদ্ধে বহু তাতার সৈন্য নিহত হয়। এতে ফক্বীহ ছাহেবও চরমভাবে আহত হন। লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও পুনরায় সমবেত হয়ে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম দিন অপেক্ষা কঠিনতর যুদ্ধ হয়। এতে পূর্বের দিনের চেয়ে তাতারদের বেশী সৈন্য নিহত হয়। এদিনও ফক্বীহ ছাহেব চরমভাবে আহত হন। কিন্তু তিনি অধৈর্য হননি। তৃতীয় দিনও তিনি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু বাহনে আরোহণ করতে পারলেন না। লোকেরা যুদ্ধের সময় ফক্বীহ ছাহেবের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু তারা তাকে দেখতে পেল না। এদিকে ফক্বীহ ছাহেব স্বপরিবারে উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করলেন। জনগণ ফক্বীহকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। কারণ তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ ছিল না। অথচ আমৃত্যু যুদ্ধ করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল। তারা শহরের মধ্যেই অবস্থান করল। নেতার অভাবে তারা শহরের বাইরে বের হওয়ার সাহস পেল না।

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

এদিকে বহু সৈন্য নিহত হওয়ার কারণে তাতার বাহিনী ফিরে যাওয়ার সংকল্প করল। কিন্তু যখন তারা লক্ষ্য করল যে, শহরের কোন সৈন্য বাইরে আসছে না, তখন তারা ধারণা করল, এরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ সুযোগে হামলা করে শহরবাসীকে ঘায়েল করা যাবে। তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। ৬১৮ হিজরী সনের রজব মাসে তাতার বাহিনী শহরে প্রবেশ করল। ঘরে ঘরে প্রবেশ করে লোকদের হত্যা করা শুরু করল। নগরবাসীরাও ঘরের মধ্যে অবস্থান করেই সাধ্যমত লড়াই চালিয়ে গেল। গৃহের ভিতরে তরবারী ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়লে তাতাররা ছোট চাকু দিয়ে মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকল। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। তাতারদের হাত থেকে কেবল তারাই রক্ষা পেয়েছিল, যারা জীবিকা অন্বেষণে বাইরে গিয়েছিল এবং সেখানেই আত্মগোপন করেছিল। মুসলমান ও তাতারদের মধ্যে কয়েকদিন যুদ্ধ চলল। এরপর তারা শহরে আগুন দিয়ে শহরটিকে জ্বালিয়ে দিল।[১]

আরদাবীলের ধ্বংসলীলায় তাতার বাহিনী :

তাতার বাহিনী হামদান ত্যাগ করে আযারবাইজানের 'আরদাবীল'[২] শহরের পথে রওয়ানা হয়। আরদাবীলে পৌঁছে শহরটি দখল করে তারা সেখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়ে অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করে। এরপর আবার তিবরীযে ফিরে যায়। তারা চলে গেলে এখানকার শাসক হিসাবে শামসুদ্দীন তুগরাঈকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পূর্বের নেতা উযবাক বিন বাহ্লাওয়ান তাতারদের হামদান থেকে আযারবাইজানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার খবর শুনে তিবরীয ছেড়ে 'নাকজুয়ান'[৩] শহরে পলায়ন করেন এবং স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে খুওয়াই[৪] নামক শহরে পাঠিয়ে দেন। এই সুযোগে তুগরাঈ দেশের রাজত্ব পেয়ে যান। তবে তিনি সর্বদা জনগণকে তাতারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতেন। তিনি জনগণকে তাদের যুলুম-নির্যাতনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি নিজ চেষ্টা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে শহরকে সুরক্ষিত করে তুলেছিলেন। শহরের চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ ও পরিখা খনন করেন। তাতাররা শহরের সন্নিকটে এসে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জনগণের যুদ্ধের প্রস্তুতি জানতে পেরে শহর আক্রমণের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে। বরং তারা দূত মারফত খাদ্যসামগ্রী ও পোশাকাদি চেয়ে পাঠায়। তুগরাঈ সার্বিক বিষয় চিন্তা করে তাতারদের জন্য কিছু সম্পদ ও পোশাক পাঠিয়ে দেয়। তারা তা গ্রহণ করে 'সারাওয়া'[৫]

১. *আল-কামিল ১০/৩৫০-৩৫১; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩১।*
২. *বর্তমান ইরানের একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি পূর্বে আযারবাইজানের অংশ ছিল। ১৯৯৩ সালে এটি ইরানের অংশ হয়ে যায়।*
৩. *বর্তমান আযারবাইজানের একটি শহর, যা রাজধানী বাকু থেকে পশ্চিমে ৪৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।*
৪. *এটি ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৮০৭ কি.মি দূরে অবস্থিত একটি শহর।*
৫. *আযারবাইজানের একটি শহর, যা আরদাবীল ও তিবরীযের মধ্যে অবস্থিত।*

শহরে চলে যায়। তারা শহরটিতে ব্যাপক লুণ্ঠন চালায় এবং এর অধিবাসীদেরকে হত্যা করে।[৬]

অতঃপর তারা ৬১৭ হিজরীতে আর্রানের 'বায়লাক্বান'[৭] শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। যাওয়ার পথে শহর ও গ্রামগুলোতে লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালায়। বায়লাক্বানে গিয়ে তারা শহরটিকে অবরোধ করে। শহরবাসী সন্ধি করার জন্য তাতারদের পক্ষ থেকে একজন লোককে আহ্বান করে। তাতাররা তাদের নেতৃস্থানীয় ও বুযুর্গ এক লোককে পাঠায়। শহরবাসী তাতারদের ন্যায় যুদ্ধের নীতি ভঙ্গ করে তাদের দূতকে হত্যা করে। এতে তাতার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে শহরে ঢুকে পড়ে। ভয়ংকর যুদ্ধের মাধ্যমে শহরটির পতন ঘটে। তাতার বাহিনী ৬১৮ হিজরীর রামাযান মাসে শহরটি দখল করে নেয়। এই শহরে তারা এমন হত্যাকাণ্ড চালায় যে, তাদের হাত থেকে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর কেউ রেহাই পায়নি। এমনকি গর্ভবতী নারীর পেট কেটে বাচ্চা বের করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। নারীদের ধর্ষণের পর হত্যা করে। কিছু লোক আত্মরক্ষার্থে গিরিপথে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদেরকে এক এক করে হত্যা করা হয়।[৮]

এরপর তারা আর্রানের কেন্দ্রভূমি 'কাঞ্জা'[৯] শহরের দিকে রওয়ানা হয়। তারা সেখানে শহরবাসীর আধিক্য ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর কথা জানতে পেরে আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা লোক মারফত ধন-সম্পদ ও পোশাক চেয়ে পাঠায়। শহরবাসী কোন ঝামেলা না করে কিছু অর্থ ও পোশাক পাঠিয়ে দেয়। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত মাল-সামগ্রী পেয়ে গেলে পুনরায় কারাজের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে তারা আবার হামলা চালায়। শহরবাসী প্রতিরোধের চেষ্টা করে চরমভাবে পরাজিত হয়। এতে প্রায় ত্রিশ হাযার মুসলিম সৈন্য শাহাদত বরণ করে। এরপর তারা তাফলীসে[১০] চলে যায়। সেখানেও লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালায়।[১১]

দারবান্দা শিরাওয়ানের উদ্দেশ্যে তাতার বাহিনী :

তাতার বাহিনী কারাজ ছেড়ে 'দারবান্দা শিরাওয়ান'[১২]-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে তারা 'শামাখী'[১৩] শহর অবরোধ করে এবং অবরোধকে দীর্ঘায়িত করে। এরপর তারা মই ব্যবহার করে শহর রক্ষা প্রাচীর অতিক্রম করে। কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, শহরের প্রাচীর অতিক্রম করার কোন উপায় না পেয়ে তারা উট, গরু ও ছাগলসমূহ একত্রিত করে। সেখানে তাদের এবং বিরোধীদের লাশগুলো একটি আরেকটির উপর জমা করে স্তূপে পরিণত করে। যা একটি টিলার মত হয়ে যায়। এতে আরোহণ করে তারা শহর রক্ষা প্রাচীর অতিক্রম করে। এরপর তারা শহরে প্রবেশ করে শহরবাসীর সাথে যুদ্ধ করে। তিনদিন পর্যন্ত কঠিন যুদ্ধ চলতে থাকে। শহরবাসী ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করতে থাকে। এরই মধ্যে লাশগুলো পঁচে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। অন্য তাতারদের পথ অতিক্রম করার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেলে তারা যুদ্ধের শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ভিতরে থাকা তাতাররা হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। এতে শহরবাসী অবসাদ ও ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে তাতাররা শহর দখল করে নেয়। এরপর তারা হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠন করে।[১৪]

এরপর তারা 'দারবান্দা' পৌঁছার পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু পাহাড় অতিক্রম করার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই তারা কৌশল অবলম্বন করল। দারবান্দের নেতা শিরাওয়ানের নিকট পত্র লিখল যে, আপনি আমাদের সাথে সন্ধি করার জন্য কিছু লোক পাঠান। যারা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে। পত্র পাওয়ার পর তিনি নিকটতম দশ ব্যক্তিকে পাঠালেন। তারা সেখানে পৌঁছা মাত্র তাতার নেতা একজনকে হত্যা করে বাকীদের বলল, তোমরা আমাদেরকে 'দারবান্দা' পৌঁছার পথ বাতলিয়ে না দিলে তোমাদের সাথীর ন্যায় তোমাদের একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর পথ দেখিয়ে দিলে তোমরা নিরাপদ। তখন তারা বলল, দারবান্দে পৌঁছার কোন পথই নেই। তবে একটি স্থান আছে যেখান দিয়ে পৌঁছা যেতে পারে। তারা দারবান্দাকে পশ্চাতে রেখে তাদের সাথে সে পথ ধরে চলে গেল।[১৫]

লান ও কুফজাকে তাতারদের ধ্বংসলীলা :

তাতাররা দারবান্দা শিরাওয়ান অতিক্রম করে 'লান'[১৬] শহরে প্রবেশ করে। সেখানে 'লান', 'লিকয' ও কিছু তুর্কী জাতি বসবাস করত। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। তাদের কেউ মুসলিম আবার অনেকে অমুসলিমও ছিল। তাতাররা সেখানেও লুণ্ঠন শুরু করে 'লিকয' জাতির অনেককে হত্যা করে। 'লান' জাতি তাতারদের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে সতর্কতার সাথে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা কুফজাকের সৈন্যদেরও সমবেত করে। দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হ'লে কোন দলই জয় লাভ করতে পারল না। তাতাররা যুদ্ধের নীতি ভঙ্গ করে কৌশল অবলম্বন করল। তারা কুফজাকবাসীর কাছে এ মর্মে পত্র লিখল যে, আমরা ও তোমরা একই জাতি গোষ্ঠী। আর 'লানে'রা তোমাদের কেউ নয় যে, তোমরা তাদের সাহায্য

৬. *আল-কামিল ১০/৩৫২-৩৫৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩২; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪৪/৪৫; ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান ৩/২০৪।*

৭. *আযারবাইজানের একটি শহর, যা দারবান্দা শিরাওয়ানের নিকট অবস্থিত।*

৮. *আল-কামিল ১০/৩৫২; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩২; মু'জামুল বুলদান ১/৫৩৩।*

৯. *এটি আযারবাইজানের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ শহর।*

১০. *তাফলীস বর্তমানে তিবলীসি নামে পরিচিতি, যা কুরা নদীর তীরে অবস্থিত জর্জিয়ার রাজধানী এবং সবচেয়ে বৃহত্তম শহর।*

১১. *আল-কামিল ১০/৩৫৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩২; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৩৫; মু'জামুল বুলদান ৪/৪৮২।*

১২. *এটি বর্তমান রাশিয়ার দাবিস্তানের একটি প্রাচীন শহর। আযারবাইজান সীমান্তের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত একটি বড় শহর।*

১৩. *বর্তমান আযারবাইজানের রাজধানী বাকুর পশ্চিমে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর।*

১৪. *আল-কামিল ১০/৩৫৩-৩৫৪; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩২-২৩৩ তারীখুল ইসলাম ৪৪/৪৫; মু'জামুল বুলদান ৩/৩৬১।*

১৫. *আল-কামিল ১০/৩৫৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩২-২৩৪।*

১৬. *দারবান্দের কাবক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি প্রশস্ত শহর।*

করবে। তোমাদের ধর্মের সাথে তাদের ধর্মের মিল নেই। আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি যে, তোমাদের ব্যাপারে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করব না। বরং তোমাদের ইচ্ছামত আমরা বহু ধন-সম্পদ ও পোশাক তোমাদের দিব। শর্ত হ'ল তোমরা তাদেরকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে।

কুফজাকবাসী তাতারদের সাথে একমত হ'ল। তারা 'লান'দের ছেড়ে চলে গেল। এবার তাতার বাহিনী লান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করল, কাউকে বন্দি করল এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করল। এরপর গাদ্দার তাতার বাহিনী কুফজাকের পথে রওয়ানা হ'ল। শহরবাসী নিজেদের নিরাপদ মনে করে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল। কারণ তারা মনে করেছিল যে, সন্ধি করে তারা নিরাপদ হয়ে গেছে। কিন্তু যাদের ইতিহাসই বিশ্বাসঘাতকতা তাদের হাত থেকে কোলের শিশুও রক্ষা পায় না। তারা শহরে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা কুফজাকবাসীকে দেওয়া সম্পদ ছিনিয়ে নিল। এরপর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা চালাল। যারা ঘরের বাইরে ছিল তারা আর বাড়িতে ফিরে আসার সাহস করল না। বরং কেউ বনে-জঙ্গলে, আবার কেউ রাশিয়ায় পলায়ন করল। কুফজাক শহরের পাশে বহু চারণভূমি থাকায় তাতার বাহিনী এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করে। এরপর তারা 'খাযার'[১৭] নদীর তীরবর্তী অঞ্চল 'সুদাক'[১৮] এলাকায় চলে যায়। যেখানে বড় বড় বাজার ছিল।[১৯]

রাশিয়ার পথে তাতার বাহিনী :

কুফজাকে অভিযান সমাপ্ত করে তাতার বাহিনী বিশাল আয়তনের দেশ রাশিয়া জয়ে মনোনিবেশ করে। তখনকার রুশেরা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। তাতাররা সেখানে পৌঁছলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের মুকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তাতাররা ৬২০ হিজরীতে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। রুশ বাহিনী তাতারদের আগমনের কথা জানতে পেরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে গেল। তাদের সাথে পরাজিত কুফজাকবাসীও যোগদান করল। তাতার বাহিনী এ সংবাদ জানতে পেরে কৌশলে পিছনে ফিরে গেল। তাদের পশ্চাদগামিতা লক্ষ্য করে রুশ বাহিনী মনে করল যে, তাতাররা ভয়ে পলায়ন করেছে। তাই তারা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তাতারদের পিছু ধাওয়া করল। বারো দিন পথ চলার পর রুশ বাহিনী তাতারদের সাক্ষাৎ পেল। এদিকে তাতাররা সুকৌশলে তাদের সৈন্য-সামন্ত বাড়াতে থাকে। যেটি রুশ বাহিনী বুঝতে পারিনি। উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। উভয় দলই ব্যাপক ধৈর্যের পরিচয় দিল। কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে কুফজাক ও রুশ বাহিনী অপমানজনকভাবে পরাজিত হ'ল। তাদের অল্প সংখ্যক সৈন্যই প্রাণে রক্ষা পেল। যারা কোন মতে রক্ষা পেল তাদের উপর আরেক বিপদ আপতিত হ'ল। আর তা হ'ল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাশিয়ায় পৌঁছা। তারা সেখানে পৌঁছতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ল। অধিকন্তু রুশ বাহিনীর কাছে যে মাল-সামান ও অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তাতার বাহিনী সেগুলো লুট করে নিল। তারা রুশদের পিছু ছাড়ল না। তারা শহরে শহরে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা অব্যাহত রাখল। ব্যবসায়ী ও সম্পদশালীগণ সাধ্যমত তাদের সম্পদ নিয়ে জাহায যোগে মুসলিম ভূখণ্ড 'মারসা'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু তাদের একটি জাহায ডুবে যায়। তবে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় লোকেরা প্রাণে রক্ষা পায়।[২০]

বিলগার ও সাক্বসীনে তাতার বাহিনী :

তাতার বাহিনী রাশিয়ায় ধ্বংসলীলা চালিয়ে ৬২০ হিজরীর শেষের দিকে 'বিলগার'[২১] শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল। বিলগারবাসী তাদের সন্নিকটে আসার সংবাদ শুনে বিভিন্ন বাঙ্কারে আত্মগোপন করল। এরপর কিছু সৈন্য বেরিয়ে এসে তাদেরকে সুকৌশলে বাঙ্কারের সামনে আসার সুযোগ দিল। এবার আত্মগোপনকারী সৈন্যরা বেরিয়ে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিলগার বাহিনী তাদের অধিকাংশ সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হ'ল। বলা হয়ে থাকে সেদিন তাতারদের চার হাযার সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা 'সাক্বসীন'[২২] হয়ে চেঙ্গীস খানের রাজ্যে চলে যায়।[২৩] এসব ছিল তাতার মুগাররিবা বাহিনীর ইতিহাস। যাদের নেতা ছিল জুরমাগূন। নিম্নে চেঙ্গীস খানের সাথে থাকা বাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

চেঙ্গীস খান তার সৈন্যদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন এলাকায় অভিযানে প্রেরণ করে। একদলকে 'ফিরগানা'[২৪], আরেক দলকে তিরমিয ও অন্য একদলকে 'কালানা'[২৫]-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এরা সফলভাবে অভিযান শেষ করে চেঙ্গীস খানের কাছে ফিরে আসে। এরপর খোরাসান দখল করার জন্য বিরাট সৈন্য বাহিনী গঠন করেন।

বালখের উদ্দেশ্যে তাতার বাহিনী :

৬১৭ হিজরী। তাতারদের বিশাল বাহিনী জায়হুন নদী পাড়ি দিয়ে 'বালখ'[২৬] শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল। বালখবাসী ভয়ে তাদের থেকে নিরাপত্তা কামনা করে। তারা ঝামেলা না

১৭. *বালখের একটি নদীর নাম।*
১৮. *এটি বর্তমান রাশিয়ার নিতাশ নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর।*
১৯. *আল-কামিল ১০/৩৫৪-৩৫৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০,১০৪; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩২-২৩৪; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৩৯,৪৫-৪৮; মু'জামুল বুলদান ২/৩৬৪; ইবনু সাঈদ মাগরিবী, আল-জুগরাফিয়া ১/৭০।*
২০. *আল-কামিল ১০/৩৫৫-৩৫৬; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩৪।*
২১. *বর্তমান বুলগেরিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ মহাদেশের একটি রাষ্ট্র। এর পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, দক্ষিণে গ্রিস ও তুরস্ক, পশ্চিমে সার্বিয়া, মন্টিনেগ্রো ও ম্যাসিডোনিয়া এবং রোমানিয়া অবস্থিত। এখানে প্রায় ৭৭ লক্ষ লোকের বাস। সোফিয়া বুলগেরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।*
২২. *এটি বর্তমান তুরস্কের একটি শহর।*
২৩. *আল-কামিল ১০/৩৫৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩৪; মু'জামুল বুলদান ১/১৮২।*
২৪. *বর্তমান উযবেকিস্তানের একটি শহর ও উপত্যকার নাম। ৯৪ হিজরীতে উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেক শহরটি জয় করেন।*
২৫. *বর্তমান মালির দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহরের নাম।*
২৬. *বালখ (ওয়াযীরাবাদ নামেও পরিচিত) উত্তর আফগানিস্তানে অবস্থিত একটি শহর। যদিও বালখ বর্তমানে একটি ছোট শহর, কিন্তু প্রাচীনকালে এটি একটি বড় শহর ছিল।*

করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। তাদের হত্যা বা সম্পদ লুণ্ঠনও করল না। বরং তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বালখ নগরী পরিচালনা করার জন্য শাসক নিয়োগ করল।

এরপর তারা 'যূযান', 'মীমান্দা', 'আন্দাখুয়া' এবং অন্যান্য গ্রাম ও শহরগুলোর দখল নিশ্চিত করার জন্য অগ্রসর হ'ল। বাস্তবে তারা যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় নিশ্চিত করল। তারা সেগুলোতে কোন লুণ্ঠন বা হত্যাকাণ্ডও চালায়নি। তারা তাদের পসন্দনীয় ব্যক্তিদের শহরগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর হ'ল। তবে এসকল শহরের যোদ্ধাদেরকে তাদের সাথে যেতে বাধ্য করল। উদ্দেশ্য তারা তাদের পক্ষে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[২৭]

ত্বালক্বানের উদ্দেশ্যে তাতার বাহিনী :

'ত্বালক্বান'[২৮] বহু শহর বিশিষ্ট রাজ্য ছিল। এখানে 'মানছূরকূহ্' নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এ শহরের লোকজন নির্ভীক, অকুতোভয় ও বীর সেনানী ছিল। তাতার বাহিনী শহরে প্রবেশ করে দুর্গটি অবরোধ করে। তাদের এই অবরোধ ছয় মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হল। দুর্গবাসীর সাথে দিন-রাত যুদ্ধ করে বিজয়ী হ'তে না পেরে তাতার বাহিনী নিজেদের দুর্বলতার কথা জানিয়ে চেঙ্গীস খানের কাছে পত্র লিখল। চেঙ্গীস খান বিজয় চূড়ান্ত করার জন্য নিজে একদল সৈন্য নিয়ে দুর্গের দিকে ছুটে গেলেন। পুনরায় দুর্গ অবরোধ করা হ'ল। তখন তাতার বাহিনীতে বহু মুসলিম বন্দি যোদ্ধা হিসাবে কাজ করছিল। এদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছিল যে, সরাসরি সামনে থেকে যুদ্ধ না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আরো চার মাস অবস্থান করেও দুর্গের পতন ঘটাতে পারল না তাতার বাহিনী। বরং বহু তাতার সৈনিক নিহত হ'ল। চেঙ্গীস খান অবস্থা খারাপ দেখে নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সৈন্যদের সাধ্যমত গাছ ও ডালপালা সংগ্রহ করে দুর্গের পাশে রাখার নির্দেশ দিলেন। কিছু ডালপালা রেখে তাতে মাটি চাপা দেওয়া হ'ল। এরপর আবার তার উপর ডালপালা রেখে মাটি দিয়ে উঁচু করা হ'ল। এভাবে দুর্গের প্রাচীর বরাবর উঁচু করল। এরপর পদাতিক বাহিনী তার উপর আরোহণ করে তাতে মিনজানীক স্থাপন করল। সেখান থেকে দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করলে দুর্গের সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। এই সুযোগে তাতার পদাতিক বাহিনী দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড চালায়। দুর্গের ভিতরের পদাতিক বাহিনী নিহত হ'ল। আর অশ্বারোহী বাহিনী পাহাড় ও গিরিপথে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করল। সকল তাতার সৈন্য দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে নারী ও শিশুদের বন্দি ও মালামাল লুণ্ঠন করল।[২৯]

মার্ভের উদ্দেশ্যে তাতার বাহিনী :

চেঙ্গীস খানের নেতৃত্বে ত্বালক্বান রাজ্য দখল হ'লে তিনি অন্যান্য দখলকৃত শহরের লোকদের সমবেত করে তার পুত্রের নেতৃত্বে তাদেরকে 'মার্ভ'[৩০] দখলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঐদিকে মুসলিম-অমুসলিম, আরব ও তুর্কীদের সমন্বয়ে দু'লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়। তাদের সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা নিজেরা বিজয়ী হওয়ার কল্পনা-জল্পনা করছিল। তারা নিজেদেরকে অপরাজেয় ভাবছিল। তাতার বাহিনী মার্ভের সন্নিকটে পৌঁছলে তাদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেল। উভয় বাহিনী ব্যাপক ধৈর্যের পরিচয় দিল। তাতারদের এক সৈনিক মুসলমানদের হাতে বন্দি হ'লে সে বলে, إِنْ قِيلَ إِنَّ التَّتَرَ يَقْتُلُوْنَ فَصَدِّقُوْا، وَإِنْ قِيلَ إِنَّهُمُ انْهَزَمُوْا فَلَا تُصَدِّقُوْا 'যদি বলা হয়, তাতাররা হত্যা করে তাহ'লে বিশ্বাস করবে। আর যদি বলা হয় তারা পরাস্ত হয়েছে, তাহ'লে বিশ্বাস করবে না'।[৩১]

যুদ্ধে তাতারদের ধৈর্য ও বীরত্ব দেখে মুসলমান সৈন্যরা পলায়ন করল। তখন তাতাররা তাদের বহু মুসলিম সৈন্যকে হত্যা ও অনেককে বন্দি করে, ধন-সম্পদ, অস্ত্র-সস্ত্র ও বাহন লুণ্ঠন করে। এরপর তাতার বাহিনী পার্শ্ববর্তী শহরের লোকদের সমবেত করে মার্ভ অবরোধ করল। শহরবাসী অগ্রগামী সৈনিকদের পরাজয়, হত্যা ও বন্দির মত দুর্দশা দেখে দুর্বল হয়ে পড়ল। অবরোধের পঞ্চম দিনে তাতার নেতা মার্ভ রক্ষকের কাছে পত্র লিখে বলল যে, لَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ وَأَهْلَ الْبَلَدِ، وَاخْرُجْ إِلَيْنَا فَنَحْنُ نَجْعَلُكَ أَمِيْرَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَنَرْحَلُ عَنْكَ– 'নিজেকে ও শহরবাসীকে ধ্বংস কর না। আমাদের নিকট চলে এস! আমরা তোমাকে শহরের আমীর নিয়োগ করে ফিরে যাব'। তখন তিনি নিজের ও শহরবাসীর নিরাপত্তা চেয়ে তাতারদের কাছে পত্র লিখেন। ফলে তারা তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। ফলে শহরকর্তা তার নিকট উপস্থিত হন। চেঙ্গীসপুত্র তাকে কাছে ডেকে বলেন, 'আমি চাই আপনি আপনার সাথীদের আমার নিকট পেশ করবেন, যাতে আমি তাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে খাদেম হিসাবে নিযুক্ত করতে পারি। তাকে আমরা জমিদারী দিব এবং আমাদের সঙ্গী বানিয়ে নিব'। তারা তাতারদের সামনে উপস্থিত হ'লে এবং আয়ত্তের মধ্যে চলে আসলে শহরের আমীরসহ তাদেরকে আটক করে। এরপর তারা বলল, দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী, সম্পদশালী ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পেশার কারিগর ও শিল্পীদের নিকট পত্র লিখে এখানে আসার নির্দেশ দেওয়া হোক। তারা তাই করলেন। শিল্পীরা সামনে উপস্থিত হ'লে শহরের সকল লোককে স্বপরিবারে সেখানে উপস্থিত হ'তে নির্দেশ দিলেন। শহরের সকল লোক সেখানে উপস্থিত হ'লে চেঙ্গীস পুত্র সোনার চেয়ারে বসে নির্দেশ দিলেন যে, বন্দি মুসলিম সৈন্যদের উপস্থিত করা হোক। তাদের উপস্থিত করা হ'লে সকল মুসলমানের সামনে

২৭. *আল-কামিল ১০/৩৫৩।*
২৮. *বর্তমান ইরানের আলবিরুয যেলার একটি শহর।*
২৯. *আল-কামিল ১০/৩৫৭; আল-বিদায়াহ ১৩/৯০; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৫১।*
৩০. *এটি মধ্য এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মরুদ্যান শহর ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, দ্বাদশ শতকে সংক্ষিপ্তকালের জন্য মার্ভ বিশ্বের বৃহত্তম শহর ছিল।*
৩১. *আল-কামিল ১০/৩৫৩।*

তাদেরকে বেঁধে হত্যা করা হ'ল। সাধারণ লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল ও নীরবে অশ্রু প্রবাহিত করছিল।[৩২]

অবশিষ্ট নারী-পুরুষ, শিশু ও তাদের সম্পদগুলোকে তাতার বাহিনী ভাগ করে নিল। সেদিনের অবস্থা আছহাবে উখদূদের মত হয়েছিল। ধনীদের থেকে ধন-সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দিল। অথচ তাদের কাছে তেমন কোন মাল ছিল না, যা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে। এরপর তারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এভাবে তিনদিন চলে গেল। চতুর্থ দিনে সাধারণ জনগণকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। তারা বলল, এরা আমাদের অবাধ্যতা করেছে। অতএব এদের হত্যা কর। এদিন তারা নিরাপরাধ সত্তর হাযার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৩৩] সম্রাজ্যবাদীদের কালো থাবা থেকে সেদিন কোলের শিশুরাও রক্ষা পায়নি।

নিসাপুরের পথে তাতার বাহিনী :

মার্ভে ধ্বংসলীলা চালিয়ে তাতার বাহিনী নিসাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা পাঁচদিন যাবৎ শহরটিকে অবরোধ করে রাখে। সেখানে কিছু মুসলিম সৈন্য ছিল। কিন্তু তাতারদের সাথে লড়াই করার মত শক্তি তাদের ছিল না। তারা শহর দখল করে নিল। তারা জনগণকে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। বৃদ্ধদেরকে বন্দি করল। মার্ভের ন্যায় এখানেও সম্পদ আদায় করার জন্য জনগণকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করল। তারা পনের দিন ধরে ধ্বংসলীলা অব্যাহত রাখল। বাড়িগুলোতে তন্নতন্ন করে সম্পদ খুঁজতে থাকল। এ সময় কিছু মানুষ সুকৌশলে প্রাণে বেঁচে যায়। এজন্য নিসাপুরে হত্যাকাণ্ড চালানোর সময় সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে লোকদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর তারা একদল সৈন্যকে 'তূসে'[৩৪] প্রেরণ করে। সেখানেও তারা পূর্বের ন্যায় ধ্বংসলীলা চালায়।[৩৫]

হারাতের উদ্দেশ্যে তাতার বাহিনী :

তূসে ধ্বংসলীলা চালিয়ে তাতার বাহিনী 'হারাত'[৩৬] দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এটি খুবই সুরক্ষিত শহর ছিল। তারা শহরটিকে দশদিন যাবৎ অবরোধ করে রাখে। এরপর শহরটিকে দখল করে জনগণকে নিরাপত্তা দান করে। অতঃপর এখানে একজন শাসক নিয়োগ করে গযনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এদিকে তাতার বাহিনী চলে গেলে হারাতবাসী প্রশাসককে হত্যা করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা পুনরায় হারাতে ফিরে এসে শহরে অনুপ্রবেশ করে জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। অঢেল সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং বৃদ্ধদের বন্দি করে। এরপর আগুন দিয়ে শহর জ্বালিয়ে দেয়। অতঃপর তারা চেঙ্গীস খানের নিকট ত্বালক্বান শহরে চলে যায়।[৩৭]

গযনী ও গূরের পথে তাতার বাহিনী :

হারাতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে তারা ত্বালক্বানে ফিরে এসে বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে 'গযনীর'[৩৮] উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেখানকার শাসক ছিলেন খোয়ারিযম শাহের পুত্র জালালুদ্দীন শাহ। তার পিতার অবশিষ্ট সৈন্যরা গযনীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদেরকে নিয়ে জালালুদ্দীন ষাট হাযার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। গযনীর সন্নিকটে তাতার বাহিনী পৌঁছলে গযনীর নেতা নিজে সৈন্যদের নিয়ে তাদের মুকাবেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন। তারা 'বালক' নামক স্থানে অবস্থান নেন। সেখানে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তিনদিন কঠিন যুদ্ধ চলার পর মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসল। এরপর মুসলমানেরা তাদের ইচ্ছামত প্রতিশোধ নিল। বেঁচে থাকা তাতার সৈন্যরা ত্বালক্বানে পলায়ন করল।

এরপর প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার জন্য জালালুদ্দীন শাহ তাতারদের নিকট পত্র লিখেন। যাতে যুদ্ধের স্থান ও সময় জানতে চাওয়া হয়। চেঙ্গীস খান ক্ষিপ্ত হয়ে বিশাল বাহিনী গঠন করে তার পুত্রদের নেতৃত্বে কাবুলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী তাদের মুকাবেলা করার জন্য কাবুলের সন্নিকটে কাতার বন্দি হয়। শুরু হয় মহাযুদ্ধ। এবারও তাতার বাহিনী পরাস্ত হয়। মুসলমানগণ অঢেল সম্পদ গণীমত হিসাবে লাভ করে। এ যুদ্ধে যে সকল মুসলিম বন্দি তাতারদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে এসেছিল তাদের মুক্ত করা হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের বড় কারণ হিসাবে ধরা হয় তুর্কী নেতা সায়ফুদ্দীন বুগরাক ও খোয়ারিযম শাহের বংশধর মালেক খানকে। তারা মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করেন। কিন্তু গণীমতের সম্পদ নিয়ে এই দুই নেতার মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এক পর্যায়ে যুদ্ধে রূপ নিলে বুগরাকের ভাই নিহত হন। এতে ক্ষোভে ও দুঃখে বুগরাক যুদ্ধ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমান। তার সাথে সাথে আরো ত্রিশ হাযার সৈন্য চলে যায়। ফলে মুসলিম বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। জালালুদ্দীন শাহ অবস্থা অনুধাবন করে বুগরাককে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এজন্য সবকিছুই করেন। অবশেষে নিজে তার কাছে গিয়ে উপদেশ, আল্লাহ্র বাণী স্মরণ ও তার সামনে অনুনয় করেও তাকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হ'লেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আসল যে, চেঙ্গীস খান বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি মুসলমানদের দুর্বলতার কথা চিন্তা করে ভারতের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল সিন্ধু নদী। তখন সেখানে কোন জাহাযও ছিল না। এরই মধ্যে তাতার বাহিনী উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা নিরুপায় হয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি হয়। এমন কঠিন ও ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হ'ল যে, পূর্বের যুদ্ধ তাদের কাছে খেল-তামাশা মনে হচ্ছিল। তিনদিন যুদ্ধ চলতে থাকল। ইতিমধ্যে সেনাপতি মালেক খান শাহাদত বরণ করলেন। এতে কাফেররাও চরমভাবে আহত হ'ল। ফলে তারা ময়দান ছেড়ে চলে গেল। মুসলমানেরা এই সুযোগে

---

৩২. *ঐ ১০/৩৫৫, তারীখুল ইসলাম ৪৪/৫২; আল-বিদায়াহ ১৩/৯১।*
৩৩. *আল-কামিল ১০/৩৫৬।*
৩৪. *ইরানের একটি প্রাচীন শহর।*
৩৫. *আল-কামিল ১০/৩৫৬ আল-বিদায়াহ ১৩/৯১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩৪; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৫২।*
৩৬. *আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রদেশ।*
৩৭. *আল-কামিল ১০/৬০; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৫২।*
৩৮. *এটি পূর্ব আফগানিস্তানের একটি শহর ও গযনী প্রদেশের রাজধানী। শহরটি সমুদ্র সমতল থেকে ২২২০ মিটার উচ্চতায় একটি মালভূমির উপর অবস্থিত।*

জাহায যোগে নদী পাড়ি দিল। পরের দিন তাতার বাহিনী নতুন উদ্যমে গযনীতে ফিরে আসল। ময়দান সৈন্য মুক্ত দেখে তারা শহরটি দখল করে নিল। অধিবাসীদের হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, বৃদ্ধদের বন্দি এবং আগুন দিয়ে শহরটিকে জ্বালিয়ে দিল। শহরটির অবস্থা এমন হ'ল যে, এখানে যেন কোন বসতি বা লোকালয় ছিল না।[৩৯]

খোয়ারিযমের রাজধানীতে তাতার বাহিনী :

খোয়ারিযম শাহের রাজধানী ছিল খোয়ারিযম। যেখানে তার অকুতোভয় বহু বীর সৈনিক অবস্থান করছিল। তাছাড়া রাজধানীবাসীও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিল। চেঙ্গীস খান সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বাহিনীকে খোয়ারিযম দখলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তারা সেখানে গিয়ে পাঁচ মাস ধরে শহরটিকে অবরোধ করে রাখল। দফায় দফায় ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হ'ল। কিন্তু তারা শহর দখল করতে পারল না। উভয় দলের বহু সৈন্য মারা গেল। অবস্থা করুণ দেখে তাতাররা চেঙ্গীস খানের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখল। চেঙ্গীস খান তাদের সাহায্যে আরেক দল সৈন্য পাঠিয়ে দিল। তাতার বাহিনী নতুন উদ্যমে হামলা করে শহরের একটি অংশ দখল করে নিল। শহরবাসী ঐক্যবদ্ধ হামলার মাধ্যমে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। যুদ্ধ চলতে থাকল। তাতাররা একটির পর একটি মহল্লা দখল করতে থাকল। এদিকে মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশুরা অধিকৃত মহল্লার পাশে অবস্থান করে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। কিন্তু আর কতক্ষণ এই দুর্বল নারী ও শিশুরা যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকবে? এভাবে পুরো শহরটিকে দখল করে ফেলল। এরপর শুরু করল হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা। তারা জায়হূন নদীর শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে দিলে শহর পানিতে ডুবে গেল। এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল যে, যারা গিরিপথে বা বাড়ির নিভৃত কোণে আত্মগোপন করেছিল তারা সেখানেই পানিতে ডুবে মারা গেল। যারা নিহতদের মধ্যে নিজেকে আত্মগোপন করে রেখেছিল তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল। এরূপ ভয়ংকর ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। না প্রাচীন যুগের ইতিহাসে, না আধুনিক কোন ইতিহাসে। তবে বর্তমানে মিয়ানমার, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন বা ফিলিপাইনে মুসলমানদের উপর যা করা হচ্ছে তার অনেক কিছুই অভূতপূর্ব। হয়ত একদিন তাতারদের মতই তাদেরই ইতিহাস লিখিত হবে।[৪০]

[চলবে]

৩৯. *আল-কামিল ১০/৩৫৭; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৫৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৯১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩৬-২৩৭।*

৪০. *আল-কামিল ১০/৩৬১; তারীখুল ইসলাম ৪৪/৫৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৯১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩৫-৩৬; মিরআতুল জিনান ৪/৪০৪১; তারীখ ইবনু খালদূন ৩/৫৩৪-৫৩৫; তারীখুল খুলাফা ১/৪৬৭-৪৭০।*

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

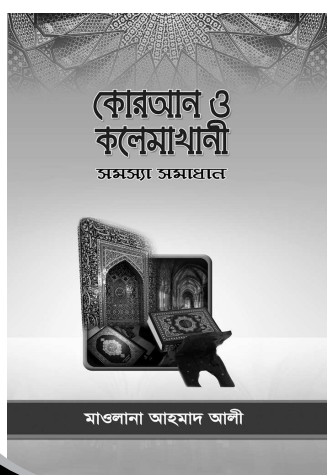

কোরআন ও কলেমাখানী
সমস্যা সমাধান
মাওলানা আহমাদ আলী
সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
মূল্য : ৩০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪) পরিচালিত **আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা** প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
(২) হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
(৩) সম্ভবপর 'বায়তুল্লাহ'র নিকটতম স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের সুব্যবস্থা।
(৪) দেশী বাবুর্চী দ্বারা দেশী খাবারের ব্যবস্থা।
(৫) হজ্জ কাফেলার পরিচালনায় ১১ বছরের অভিজ্ঞতা।

যোগাযোগের ঠিকানা :

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।
(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪) ৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

Contents

হকের পথে যত বাঁধা

জামালপুর যেলার মাদারগঞ্জ থানার ৬নং আদারভিটা ইউনিয়নের নলকী গ্রামে নানার বাড়ীতে ছোট থেকেই বড় হই প্রচলিত হানাফী সমাজে। যদিও নিজের বংশের লোকেরা আহলেহাদীছ। সরকারী আশেক মাহমূদ কলেজে পড়ার সময় একই থানার পার্শ্ববর্তী গ্রামের আমীনুল নামে এক বন্ধুর সাথে পরিচয় হয় এবং তারই কাছে প্রথম আহলেহাদীছ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করি। আর সেই বন্ধু আমাকে ছহীহ বুখারী উপহার দেয়। পরবর্তীতে সরকারী তিতুমীর কলেজে অনার্সে পড়াকালে মতীউর রহমান মাদানী সহ আহলেহাদীছ আলেমদের বক্তব্য শুনে এবং বাংলা বুখারী, মুসলিম ও ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ অনেক বই পড়ে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করা শুরু করি। বক্তাদের বক্তব্য শুনে এবং নিজে অল্প কিছু যা জানি তাই নিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করি। ফলে গ্রামের কিছু ভাই হকের দাওয়াত পেয়ে ছালাত সহ বিভিন্ন বিষয় সংশোধন করে নেয়। ছালাতে জোরে আমীন বলা, বুকে হাত বাঁধা, রাফঊল ইয়াদায়ন করা ইত্যাদি আমল শুরু করে প্রকাশ্যে। আমরা ফরয ছালাতের পর প্রচলিত মোনাজাত করি না, মীলাদ পড়ি না, কোন তরীকা বা পীরে বিশ্বাস করি না, মাযারে, খানকায় বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূল (ছাঃ) মাটির তৈরী। আমাদের এই আক্বীদা ও আমলের কারণে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বলে, এটা হানাফী সমাজের মসজিদ, তোমরা যদি এই মসজিদে আসো তাহ'লে আমাদের মতো ছালাত আদায় করতে হবে। আর তা না হ'লে এই মসজিদে এসো না, আসলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিব।

অতঃপর আমরা পরামর্শ করে ঐ মসজিদ থেকে কিছু দূরে একটা নতুন মসজিদ নির্মাণ করি। মসজিদ নির্মাণ করার শুরু থেকেই মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা আমাদেরকে মার-ধর করবে, রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে ইত্যাদি ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসছিল। ভয়-ভীতির মধ্য দিয়েই আমরা মসজিদে ছালাত আদায় করতে থাকি। জুম'আর দিনে ইমাম ছাহেবের দলীল ভিত্তিক খুৎবা শুনে এবং মসজিদের মুছল্লীদের নম্র আচরণে ধীরে ধীরে আরও অনেকে আহলেহাদীছের অনুসারী হ'তে থাকে। এভাবে আহলেহাদীছের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াটা তারা সহ্য করতে পারেনি। ফলে আমাদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপবাদ দিতে থাকে। তারা বলে যে, আমরা নাকি রাসূল (ছাঃ)-কে মাটির তৈরী বলে তাঁকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেছি, আমরা মীলাদ পড়ি না, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-কে সম্মান করি না ইত্যাদি।

এরি মধ্যে গত ১০ই অক্টোবর রোজ বৃহস্পতিবার আদারভিটা বাজারে আমাদের সম্পর্কে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয় এবং পরদিন শুক্রবারে আমাদের মসজিদ ও মুছল্লীদের উপর আক্রমণ করবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। আমরা আইনি সাহায্যের মাধ্যমে জুম'আর ছালাত আদায় করি। পরবর্তীতে গত ২২শে অক্টোবর'১৬ রোজ শনিবার মাযহাবীরা এলাকায় মাইকিং করে লোক জড়ো করে এবং লাঠি-শোটা নিয়ে মসজিদে আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। আমি বেলা সাড়ে ১২-টায় যোহরের ছালাতের আযান দিয়েছি। কিন্তু মাইকে উগ্র বক্তব্য ও লোকজনের হই-হুল্লোড় এবং আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে আসার কথা শুনে ছালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে চলে যাই। ফলে বিরোধীরা মসজিদ দখল করে নেয়। এরা আমাদের মসজিদের জালাল নামে একজন মুছল্লীর বাড়ী ভাংচুর ও তার দোকান লুট করে। এরা মসজিদে গান-বাজনা, মীলাদ করে এবং উগ্র আচরণ করে কিছু মুছল্লীকে ধাওয়া করে তাদেরকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। আর বলতে থাকে, যদি তারা আমাদের কাছে ক্ষমা চায় এবং আমাদের মতো ছালাত আদায় করে, যেকোন একটি তরীকা অনুসরণ করে এবং আমাদের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তাদেরকে এ মসজিদে ছালাত আদায় করতে দেয়া হবে। এছাড়া তারা আরও শর্তারোপ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী এই বিশ্বাস করতে হবে এবং কমপক্ষে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে মীলাদ পড়তে হবে। আর যদি তা না করে তাহ'লে তারা মসজিদে তো আসতে পারবেই না বরং তারা তাদের নিজ বাড়ীতেও থাকতে পারবে না।

বর্তমানে আমরা নিজেদের বাড়ী-ঘর সবকিছু ছেড়ে একেক জন একেক জায়গায় অবস্থান করছি। আহলেহাদীছ মসজিদের মুছল্লীরা ফোন করে বলে, কাউছার আমরাতো তাদের কিছুই করিনি তবুও কেন ঘর-বাড়ী ছেড়ে আসতে হ'ল। তাদের বুক ভরা ব্যথা আর কান্নাবিজড়িত কথা শুনে নিজেও চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না। আর তাদের এই বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী, তিনি ও তাঁর ছাহাবীগণ পর্যন্ত নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সে তুলনায় আমাদের কিছুই হয়নি। সবাইকে ধৈর্য ধারণের এবং দ্বীনে হকের উপরে টিকে থাকার উপদেশ দিচ্ছি। এরই মধ্যে গত ২৫শে অক্টোবর'১৬ রোজ সোমবার জনৈক দ্বীনী ভাই ফোনে বলে যে, কাউছার তুমি ভাল কোন জায়গায় আত্মগোপন কর। কারণ তোমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তরীকাপন্থীরা। এমন পরিস্থিতিতে আমরা অত্যন্ত শংকার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। সবাই আমাদের জন্য দো'আ করবেন। আল্লাহ যেন এই সংকটময় মুহূর্তে সকলকে হেফাযত করেন এবং বিরোধীদের সঠিক বুঝ দান করেন-আমীন!

** কাউছার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।*

[প্রচলিত মাযহাব ও তরীকা পন্থীদের এই হিংস্র আচরণ আইয়ামে জাহেলিয়াতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজেদের মনগড়া মতবাদের বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মানার অপরাধে কোন মুসলমানের পক্ষে এমন আচরণ অবিশ্বাস্য। এরা মুসলিম নামের কলঙ্ক। যেদেশে সকল ধর্মের সহাবস্থানের কথা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত সেখানে মুসলমান হয়ে কিভাবে অন্যের মসজিদ দখল ও তাদের এলাকা ছাড়া করতে পারে? ধিক এই সমস্ত তরীকাপূজারী মুসলমানদের। হকপন্থী ভাইদের আল্লাহ হেফাযত করুন-আমীন! -সম্পাদক]

ছাদাক্বার অধিক হকদার কে?

মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে সম্পদ দিয়েছেন। আর সেই সম্পদ থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র রেযামন্দী ও নৈকট্য লাভ করা যায়, হাছিল করা যায় অশেষ ছওয়াব। ছাদাকার অধিক হকদার কারা, এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মিম্বরে বসলেন, আমরাও তাঁর আশপাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তাহ'ল দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী করীম (ছাঃ) নীরব থাকলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হ'ল, তোমার কী হয়েছে? তুমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চলে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হ'ল আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নবী করীম (ছাঃ) যেরূপ বলেছেন। আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। ক্বিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে' *(বুখারী হা/১৪৬৫)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মদীনার আনছারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। তখন আবূ তালহা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহ্র নামে ছাদাক্বাহ করা হ'ল, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও। আবূ তালহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন' *(বুখারী হা/১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৫৮, ২৭৬৯, ৪৫৫৪, ৪৫৫৫, ৫৬১১; মুসলিম হা/৯৯৮; আহমাদ হা/১২৪৪১)*।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিৎরের দিনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহে গেলেন এবং ছালাত শেষ করলেন। পরে লোকদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, লোক সকল! তোমরা ছাদাক্বাহ করবে। অতঃপর মহিলাগণের নিকটে গিয়ে বললেন, মহিলাগণ! তোমরা ছাদাক্বাহ কর। আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এর কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। হে মহিলাগণ! জ্ঞান ও দ্বীনে অপরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের মত কাউকে আমি দেখিনি। যখন তিনি ফিরে এসে ঘরে পৌঁছলেন, তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যায়নাব এসেছেন। তিনি বললেন, কোন যায়নাব? বলা হ'ল, ইবনু মাসঊদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসতে দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আজ আপনি ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা ছাদাক্বাহ করার ইচ্ছা করেছি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মনে করেন, আমার এ ছাদাক্বায় তাঁর ও তাঁর সন্তানদেরই হক বেশী। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ ছাদাক্বার অধিক হাকদার' *(বুখারী হা/১৪৬২, ৩০৪; মুসলিম হা/৯৮২; আহমাদ ৭২৯৯)*।

পরিশেষে বলব, সম্পদশালীদেরকে বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা উচিত। আর এক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দিতে হবে। তাহ'লে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও দান এতদুভয়ের ছওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে উপরোক্ত হাদীছের উপরে যথাযথ আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মৃত্যু যাত্রায় কেউ আমাদের সাথী হবে কি?

জনৈক ব্যক্তি একদিন দূর সফরে বেরিয়েছেন। সাথে আছে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা। পথিমধ্যে তিনি রাস্তার পাশে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। গাড়ি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? দণ্ডায়মান ব্যক্তি বলল, আমি ধন-সম্পদ। আমি চাই তুমি আমাকে তোমাদের সফরসাথী করে নিবে। মুসাফির ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রশ্ন করল, তাকে (ধন সম্পদ) কি আমাদের সফরসঙ্গী করতে পারি? তারা সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ! অবশ্যই। সম্পদই তো আমাদের চলার পথের প্রধান অনুষঙ্গ। পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ হাতে থাকলে আমরা যা খুশী তাই ক্রয় করতে পারব, যা ইচ্ছা তার মালিক হ'তে পারব। অতঃপর তিনি সম্পদকে সাথে নিয়ে সামনে অগ্রসর হ'লেন।

পথিমধ্যে আরেক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হ'ল। তাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি ক্ষমতা ও পদমর্যাদা। তিনি আবার স্ত্রী-সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, তাকে (ক্ষমতা ও পদমর্যাদা) কি আমাদের সাথে সফরের জন্য আহ্বান করব? তারা একবাক্যে উত্তর দিল, কেন নয়? ক্ষমতা, পদমর্যাদার মত কাঙ্ক্ষিত সঙ্গী হাত ছাড়া করা কি নিতান্ত বোকামী নয়? অতঃপর তাকে সাথী করে নিয়ে গাড়ী এগিয়ে যেতে থাকল।

পথের বিভিন্ন বাকে বাকে তাদের সাথে আরো অনেকের সাক্ষাৎ হ'ল। যেমন প্রবৃত্তি, লোভ, নানা কামনা-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। তারা সবাইকে তাদের সাথী করে নিল।

সফরের এক পর্যায়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল আরেকজনের। জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আমি হ'লাম আল্লাহ প্রেরিত একমাত্র দ্বীন তথা ইসলাম। এবার পিতা স্ত্রী-সন্তানদের এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলেন না। বরং সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, না না। আমরা এক সুন্দর সফরে বেরিয়েছি। এখানে ধর্মের কোন স্থান নেই। এটা কেবলি ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাসের সময়। এখানে দ্বীনের আগমন ঘটলে আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। দ্বীনের নানাবিধ বিধি-বিধান তথা ছালাত-ছিয়াম, হালাল-হারাম ইত্যাদি দিয়ে আমাদেরকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে তুলবে। এ মনোহরী সফরে যা সাথী করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। দুনিয়াবী সফর শেষে, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপকরণ ভোগ করার পর আমরা চেষ্টা করব দ্বীনকে সাথী করার।

অতঃপর তারা দ্বীনকে ছেড়ে তাদের সফর পূর্ণ করার পথে যাত্রা করল। কিছু দূর যাওয়ার পর এবার তারা একটি আওয়ায শুনতে পেল। গাড়ী থামিয়ে পিতা আওয়াজের উৎস অনুসন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। অতঃপর দেখলেন এক ব্যক্তি তাকে গাড়ী থেকে নামার জন্য ইশারা করছে। তিনি নেমে তার সাথে মিলিত হ'লে আগন্তুক ব্যক্তিটি বললেন, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তোমার সফর এখানেই সমাপ্ত। এখন তোমাকে যেতে হবে আমার সাথে; দূর সফরে। যে সফরের কোন শেষ নেই। নির্বাক, হতবুদ্ধি পিতা কিছুই বলতে পারলেন না। ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমার সাথে কি দ্বীন আছে? কারণ আমার সাথে তোমার সফর নির্বিঘ্ন করা দ্বীন ব্যতীত সম্ভব নয়। পিতা বলল, না, তাকে তো এই অল্প দূরের ব্যবধানে ছেড়ে আসলাম। আমাকে একটু সুযোগ দাও! যাতে আমি দ্রুততার সাথে পিছনে ফিরে গিয়ে তা সাথে নিয়ে আসতে পারি। ঐ ব্যক্তি বললেন, না তা সম্ভব নয়। সফরের এই পর্যায়ে এসে পিছনে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। পিতা বললেন, ধর্ম না থাকলে তাতে কি? গাড়ীতে আমার সাথে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যথা অর্থ, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, স্ত্রী-সন্তান আছে। আরও আছে...। তাকে থামিয়ে দিয়ে আগন্তুক ব্যক্তিটি বললেন, থাম! এই নতুন পথে এসবের কোন কিছুই তোমাকে সহযোগিতা করবে না, শুধুমাত্র দ্বীন ব্যতীত। যা তুমি রাস্তায় ফেলে এসেছ।

হতবুদ্ধি পিতা এবার লোকটিকে বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি 'মালাকুল মঊত'। এসেছি তোমার জান কবয করতে। তোমার মৃত্যু আসন্ন, যা থেকে তুমি উদাসীন ছিলে। আর সর্বদা আগামীতে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বলে রেখে দিয়েছিলে। এদিকে পিতা দেখতে পেলেন, পিছনে তার গাড়ী চলতে শুরু করেছে। স্ত্রী নিজেই গাড়ী চালাচ্ছে, সন্তানেরা পিছনে বসে আছে। তার ব্যাপারে তাদের কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই। এভাবেই স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পদ সবই চলে গেল। কিছুই তার সাথী হ'ল না। কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাকে চলে যেতে হ'ল চিরস্থায়ী ঠিকানা পরপারের উদ্দেশ্যে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! তুমি বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর, ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা হ'তে অধিক প্রিয় হয়, তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/২৪)*।

তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

এ পৃথিবীতে অর্জিত সকল সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন সব ছেড়ে যেতে হবে। সাথী হবে কেবল দ্বীন ও সৎ আমল। সেগুলো অর্জনের জন্য সময় থাকতে চেষ্টা করতে হবে। বেলা ফুরিয়ে গেলে আর কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা কাজে আসবে না। তাই সময় থাকতে নেক আমলের জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

** আনাস বিন আমানুল্লাহ*
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Contents

ওযন কমানোর কিছু উপায়

শরীরের বাড়তি মেদ নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। সুস্বাস্থ্যের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েই ওযন কমাতে চান। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে অনেক সময়েই ওযন কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা হয়ে ওঠে না। তবে কিছু সহজ কৌশল অবলম্বন করলে বাড়তি ওযন কমানো যায়।

১. ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয় এড়িয়ে চলুন : যে কোন ধরনের ফাস্ট ফুড শরীরের ওযন খুব দ্রুত বৃদ্ধি করে এবং ফাস্ট ফুডের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওযন শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। সাথে কোমল পানীয়, দোকানে তৈরি জুস প্রভৃতিও ওযন বৃদ্ধি করে। তাই প্রথমেই এই খাবারগুলো বর্জন করতে হবে খুব কড়াকড়িভাবে।

২. খাবার নিয়ন্ত্রণ করা : পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করেত হবে। এজন্য খাবার পূর্বে ১ গ্লাস পানি পান করা ও ছোট থালায় খাবার গ্রহণ করা; শর্করাজাতীয় খাবার বা ভাত, রুটি কম খাওয়া উচিৎ। সেই সাথে চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩. প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া : প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া যরূরী। কারণ এটা বাদ দিলে শরীরে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ডিম, দুধ, মুরগির গোশত, ডাল খাওয়া যাবে। তবে গরু, খাসি, মহিষ ইত্যাদির গোশত এড়িয়ে চলতে হবে।

৪. সবজি খাওয়া : বেশী বেশী সবজি খেলে ওযন কমে। সবজিতে রয়েছে পুষ্টি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এগুলো শরীর ভালো রাখতে সাহায্য করে।

৫. নিয়মিত হাঁটা : ওযন কমাতে হাঁটার কোন বিকল্প নেই। আর হাঁটলে ওজনও কমবে, হৃদরোগের ঝুঁকিও কমবে। এজন্য সকালে বা বিকালে নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৬. গভীর রাতে না খাওয়া : রাত জেগে গভীর রাতে খাবার খেলে ওযন দ্রুত বাড়ে। এর কারণ হ'ল জেগে থাকলে, শরীর ক্যালরি পোড়াতে পারে না। এছাড়া রাতে জেগে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি খাওয়া হয়ে থাকে। তাই ঘুমানোর অন্ততঃ ২ ঘণ্টা আগে ও রাত ১০-টার মধ্যে খাবার খাওয়া উত্তম।

৭. ধীরে ধীরে খাবার খাওয়া : খুব দ্রুত খাবার খেলে পরিমাণে বেশি খাবার খাওয়া হয়ে থাকে। ভাল করে চিবিয়ে ধীরে ধীরে খাবার খেলে ক্ষুধা আগেই মিটে যাবে। ফলে কম খেলেও চলবে। আর চিবিয়ে খাওয়াটা দ্রুত হজমে সাহায্য করে। তাই ধীরে ধীরে খাবার খাওয়া উচিত।

৮. গল্প করতে করতে খাওয়া নয় : গল্প গল্প করতে করতে খেলে খাওয়ার প্রতি মনোযোগ কম থাকবে। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খাওয়া হয়ে যাবে। তাই যথাসম্ভব মনোযোগ সহকারে খাবার খাওয়া উচিত।

শীতে শিশুর গলা ব্যথায় করণীয়

'গলাব্যথা' বা 'সোর থ্রোট' শিশুদের অসুখ-বিসুখের এক সাধারণ উপসর্গ। মৌসুম বদলের সময়ে বা শীতের শুরুতে এই সমস্যা বেড়ে যায়। বর্ষা শেষে বা শীত শেষেও গলাব্যথা বাড়তে পারে। সাধারণত খাদ্যনালির ওপরের অংশ, টনসিল ও তার চারপাশের অংশে প্রদাহের কারণে গলাব্যথা হয়। পাঁচ থেকে আট বছর বয়সী শিশুরা এ সমস্যায় সাধারণত বেশি ভোগে। ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে প্রদাহ হয়। ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে দায়ী জীবাণু হ'ল গ্রুপ-এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস। এটি সংক্রামক। লালা বা শ্লেষ্মার মাধ্যমে ছড়ায়।

ভাইরাসজনিত গলাব্যথায় শিশুর সর্দি-জ্বর, কাশি, চোখ লাল হয়ে যাওয়ার মতো অন্যান্য সমস্যাও হ'তে পারে। আবার ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হ'লে হঠাৎ করে তীব্র গলাব্যথা, অনেক জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, বমি বা বমির ভাব, পেটব্যথা, গলার পাশে ব্যথাসহ ফুলে যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়াজনিত সোর থ্রোটের কারণে টনসিল ও তার চারপাশের অংশ লাল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে শরীরে ফুসকুড়ি দেখা যায়।

গলাব্যথায় সঠিক মাত্রায় যথাযথ ওষুধ সেবন করলে স্বস্তি মিলবে। লবণ পানিতে গলা গড়গড়া করলেও ভালো লাগবে। এ সময় শিশুকে যথেষ্ট পানি ও তরল খাবার দিতে হবে। শিশুর ঢোক গিলতে বা শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হ'লে, লালা ঝরলে বা শরীরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা (১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশী) ৪৮ ঘণ্টার অধিক সময় ধরে বজায় থাকলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

শীতে সর্দি-কাশি থেকে মুক্ত রাখতে দারুণ উপকারী নিম্নোক্ত পানীয়টি খুব উপকারী। এটি ঘরেই সহজে তৈরি করা যায়। হালকা গলা খুসখুস করতে থাকলে এপানীয়টি পান করে যেমন আরাম বোধ হবে, তেমনি এটা মুখরোচকও বটে।

প্রয়োজনীয় উপাদান : আধা কাপ ফ্রেশ কমলার রস, আধা ইঞ্চি আদা কুচি করা, ২ টেবিল চামচ অর্গানিক মধু, আধা ইঞ্চি কাঁচা হলুদ মিহি কুচি অথবা এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো।

প্রস্তুত প্রণালী : ছোট একটা বাটিতে সবকিছু মিশিয়ে নিতে হবে একটা বিটার বা চামচ দিয়ে। এরপর গ্লাসে ঢেলে পান করতে হবে। এর সাথে মেশানো যায় দারুচিনি, লবঙ্গ, মরিচ গুঁড়ো।

এই পানীয়ের উপকারিতা :

মধুতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ইনফ্ল্যামেশন ও কাশি কমাতে সাহায্য করে। আদা গলা খুসখুস ভাব কমিয়ে আরাম দিতে পারে এবং বমি বমি ভাবও কমাতে পারে। হলুদ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান হিসাবে কাজ করে। কমলায় থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে সর্দি-কাশি কমায়। ঠাণ্ডা লাগলে যে কোন চিকিৎসক বলবেন বেশি করে তরল পান করতে। খুব সহজে এই পানীয় তৈরি করে পান করে সর্দি-কাশি মুক্ত থাকা যায়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

নিঃস্বার্থ ভালবাসা

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

এ জীবনের খাতার পাতায় হিসাব মেলে না ভাবিয়া অবাক হই
আপনজনেরে খুঁজি ফিরিনু এভবে আপন কই?
এ জীবনে কারো আশা-আকাঙ্ক্ষার নেই শেষ
স্বার্থ থাকিলে সকলই মেলে, স্বার্থ ফুরালে নেই কোন লেশ।
বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন মাতা-পিতা ভাই ও বোন
নিঃস্বার্থ কাকেও খুঁজিয়া পাবে না মথিয়া পৃথ্বীকোণ।
কত জনেরে ভাল বলিলাম ভাল যে ভাবিয়া তাই
স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে সেথায় ভালবাসা আর নাই।
সুখে ও দুখে কত জনেরে দেখিতে গেলাম হায়
কিন্তু আমারে তেমন কেউ দেখিতে এলো না ভাই।
কত জনেরে ভালবাসিলাম কাঁদিলামও তার তরে
কিন্তু চোখের আড়াল হ'লে সে যায় লক্ষ যোজন দূরে।
খবরও লয় না মনেও হয় না যেন শুধু ক্ষণিকের পরিচয়
মনের আয়না হ'তে সব স্মৃতিটুকু যেন চিরতরে মুছে যায়।
স্বার্থের দুনিয়া স্বার্থের পৃথিবী স্বার্থের শিকলে বাঁধা
স্বার্থেরই কেবল খেলাখেলি চলে সবই তা গোলক ধাঁধা।
নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও বড়ত্বের অহংকারে
রাখিছে ঘিরিয়া অধিকাংশ এ বিশ্বের মানবেরে।
বিনিময় ছাড়া ভালবাসাটারে খুঁজিনু জীবন ধরে
বিনা বিনিময়ে কেউ কোন দিন ভালবাসিল না মোরে।
তাবৎ পৃথিবী ঘুরিতে পরিনি খবর লয়েছি তবু
বিনা বিনিময়ে ভালবাসা-বাসি দেখিনি কখনও কভু।
একটা কথা জেনে রেখো ভাই স্বার্থপরের জান্নাত নাই
জীবন ধরিয়া সাধনা করিলে কখনো পাবে না তাই।
জীবন ধরিয়া বহু হাতড়িয়া পাইনু সে একজন
স্বার্থ ছাড়াই ভালবাসেন কোন বিনিময় চাহেন না কখন।
আর কেউ নন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব স্রষ্টা যিনি
অভাবমুক্ত কোন সৃষ্টির কাছে মুখাপেক্ষী নন তিনি।
কেউ মানুক না মানুক তবুও তাঁর রহমত দুনিয়া ঘিরিয়া থাকে
তাঁর রহমত দান করে যান না থাকিয়া অবলোকে।
বন্ধ করেননি আলো ও বাতাস দৃষ্টি শ্রবণ চলৎ শক্তি
আহার করিতে গিয়াছেন সবারে পেটটি পুরিয়া খাবার তৃপ্তি।
রাব্বুল আলামীন তাঁর ভালবাসা একটু ছাড়িলেন ভবে
তাই তাঁর সৃষ্টির সবাই ক্ষণিকের তরে একে অন্যেরে আপন ভাবে।
অনেক নবীর শেষে আখেরী নবী পাঠালেন রাব্বুল আলামীন
প্রচার ও পালন করবার তরে দানিলে ধর্ম-দ্বীন।
তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলাম যার নাম
অন্ধকারে পথ দেখাতে নাযিল করলেন পাক কুরআন।
হাতে ও দাঁতে শক্ত করে ধরতে বললেন তাহা
রাসূলের কাছে অহী মারফত নাযিল করলেন যাহা।
একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'তে পাঠালেন শেষ বাণী
তাই এসো বিশ্ব মুসলিম ভাই ও বোনেরা রাসূলের আদর্শ মানি।
সকল বিভেদ ফিরক্বা ভুলিয়া মুসলিম ঐক্য গড়ি
আখেরাত ও জান্নাত লাভে অহি-র পথটি ধরি।

হে রহীম রহমান!

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হে মহা মহিম গফুর-গাফফার, রহীম-রহমান!
তোমার মাঝে বিলীন হ'তে মোর শক্তি কর গো দান।
তোমার রঙেতে হৃদিখানি মম রাঙাতে যেন গো পারি,
এপার ওপার হস্ত প্রসারি না হই অন্য দ্বারী।
দাওগো শক্তি হ'তে যেন পারি ঈমানে শক্তিধর,
তোমার প্রেমে হ'তে পারি যেন আশিক বিশ্বপর।
হে রহীম-রহমান!
তোমার প্রেমে রাঙাতে হৃদয় শক্তি করগো দান,
তুমি ওগো মোর দয়ার বারিধী রাব্বুল আলামীন,
সদা জাগ্রত থাকি যেন আমি প্রতিষ্ঠায় তব দ্বীন।
জিহাদী কাফেলার প্রথম সারিতে থাকিতে যেন গো পারি,
দুশমনের আঁটা ফন্দির কাছে কখনও যেন না হারি।
দ্বীনের পতাকা উঁচুতে উঠাতে হ'তে পারি শক্তিবান,
বদর, ওহোদ, খন্দক সমরের শক্তি কর গো দান।
মূতার প্রান্তরের খালিদের হুঙ্কার আবার উঠুক বেজে,
সাজি যেন আমি আলীর ন্যায় অসীম বীরের সাজে।
ওগো দয়ার অতল বারিধী রহীম-রহমান!
তোমার পথেতে জীবন বিলাতে শক্তি করগো দান।

মুখোশ উন্মোচন

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মার্কেটিং বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

বলব কি আর লিখবো কি দেশের পরিস্থিতি?
দুর্নীতিটাই হয়েছে আজ এই সমাজের নীতি।
তিনবেলা ভাত জুটছে না ভাই কত মানুষের মুখে,
এসি রুমেতে খেয়ে পরে নেতারা আছে সুখে।
খুন-খারাপি ডাকাতিতে দেশটা গেল ভরে,
কত মানুষের প্রাণ আজি যাচ্ছে অকাতরে।
দরদমাখা কথা বলে ক্ষমতাতে বসে,
কত টাকা ব্যয় হয়েছে সে হিসাবটাই কষে।
কারচুপি ছলচাতুরী টালবাহানা করে,
শতগুণ যে টাকা উঠাবে পাঁচটি বছর ধরে।
গরীব-দুঃখীর ওষুধ কেনার টাকা থাকে না হাতে,
ইয়াবা, হিরোইন, ফেনসিডিল খেয়ে ধনীদের রাত কাটে।
সেবক সেজে করছে শোষণ যে যায় ক্ষমতায়
দেশের সাধারণ জনতা শুধুই অসহায়।
চাকরিতে ঘুষ যরূরী হয়েছে মেধার মূল্য নেই,
অবৈধ পথে চাকুরি নিয়ে করছে তারা বড়াই।
সততার নেই কোন দাম আজ যুলুমে সমাজ ভরা,
মাযলূমের দু'চোখ জুড়ে শুধুই অশ্রুধারা।
অন্যায়কে রুখতে হবে যদিও যায় প্রাণ,
বাতিলের তরে মাথা নত করে খোয়াব না সম্মান।
যেল-যুলুম ফাসির নেই ভয় কিংবা অপবাদ,
প্রাণ যতক্ষণ আছে এ দেহে করবো প্রতিবাদ।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।
-আহলেহাদীছ আন্দোলন

Contents

সোনামণিদের পাতা

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর দু'কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলছূমের স্বামী ছিলেন?
২. মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ) কার হাতে কা'বা ঘরের চাবি দিয়েছিলেন?
৩. কোন ছাহাবী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তার পদযুগল ক্বিয়ামতের দিবসে ওহোদ পাহাড়ের চাইতে অধিক ভারী হবে?
৪. যে ছাহাবী স্বপ্নে আযান দেয়ার পদ্ধতি শিখেছিলেন তাঁর নাম কি?
৫. উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক দয়াশীল ব্যক্তি কে ছিলেন?
৬. কোন নারী জান্নাতবাসী রমণীদের সর্দার?
৭. কোন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর চাচা হামযা (রাঃ)-কে ওহোদ যুদ্ধে শহীদ করেন এবং তিনি পরে মুসলমান হয়ে যান?
৮. জনৈক ছাহাবী যাতু সালাসিল যুদ্ধে স্বপ্নদোষের কারণে নাপাক হয়ে যান। কিন্তু পানি ভীষণ ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তিনি গোসল না করে তায়াম্মুম করেন। উক্ত ছাহাবীর নাম কি?
৯. কোন মহিলা ছাহাবীকে কুরআনের প্রহরী হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে?
১০. তায়াম্মুমের ঘটনা কোন মহিলা ছাহাবীর সাথে সম্পৃক্ত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. শিশু একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
২. শিল্পকলা একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩. বাংলা একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
৪. এশিয়াটিক সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৭. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
৯. কাউন্সিল অব এডুকেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১০. তত্ত্ববোধিনী সভা কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

লাকড়াদিঘী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৬ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর লাকড়াদিঘী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ রামাযান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাছীরা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শাকীল আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ইমাম হুসাইন।

ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৭ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর ঝিনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা মুসলিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোদাগাড়ী উপযেলার সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জাহিদুল ইসলাম। সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম-সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ইমাম হুসাইন।

পিরুজালী, গাযীপুর সদর, গাযীপুর ১১ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১১-টায় পিরুজালী শিকদার পাড়া মডেল ইবতেদায়ী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা খায়রুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক রেযাউল করীম ও অত্র মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাওলানা জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সা'দিয়া আফরীন এবং সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

তালপুকুরপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ২২শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর তালপুকুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাক্বিবুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল আলীম।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর সমসপুর হাফিযিয়া ও ফুকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার সাংগঠনিক সম্পাদক ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ।

ব্যাংকের সূদ/মুনাফা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। উক্ত টাকা উত্তোলন করে ছওয়াবের আশা ব্যতীত জনহিতকর কাজে ব্যয় করুন।

বার্ষিক ত্রিশ হাযার টাকা দিয়ে একজন ইয়াতীমের অভিভাবক হৌন।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৯৯৬০৯৮২৯।

Contents

স্বদেশ

সূদখোররা বেপরোয়া : গ্রহীতাদের মরণদশা

৮৩ হাযার টাকা ঋণের বিপরীতে ২ লাখ ৭০ হাযার টাকা শোধ করার পরও ১০ লাখ টাকার দাবী!

বার্ষিক ২৪০ থেকে ৩০০ শতাংশ সূদ আদায় করে রাজশাহীর বাঘা উপযেলার আড়ানী বাজারের সূদী কারবারীরা। ঋণগ্রহীতা টাকা দিতে ব্যর্থ হ'লে শুরু হয় নানা অত্যাচার। সূদখোরদের অত্যাচারে বহু মানুষ সেখানে নিরুদ্দেশ হয়। বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, এলাকার শতাধিক মানুষ সূদের ব্যবসায় জড়িত। তারা এক লাখ টাকার বিপরীতে প্রতি মাসে ২০ থেকে ২৫ হাযার টাকা সূদ আদায় করে। যামানত হিসাবে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ফাঁকা চেক নেয়।

একটি দোকানের মালিক রফীকুল ইসলাম জানান, দু'বছর আগে তিনি একই উপযেলার জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে প্রতি মাসে এক লাখ টাকার বিপরীতে ২০ হাযার টাকা সূদ দেওয়ার চুক্তিতে ৮৩ হাযার টাকা নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ২ লাখ ৭০ হাযার টাকা শোধ করেছেন। কিন্তু ইউসুফ আরও ১০ লাখ টাকা চাচ্ছে। তিনি বলেন, যামানত হিসাবে তিনি ইউসুফকে দু'টি ফাঁকা চেক দিয়েছিলেন। এখন শুনতে পাচ্ছেন, ঐ চেক দু'টিতে মোটা অঙ্ক বসানো হয়েছে।

আড়ানীর জনৈক পশুচিকিৎসক মাস খানেক আগে স্ত্রী-সন্তানকে পিতার সংসারে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। কিছুদিন পর সূদের কারবারিদের সঙ্গে তাদের সমঝোতা করে ফিরে এসেছেন। এ ব্যাপারে তার পিতা আব্দুছ ছামাদ বলেন, তার ছেলের সূদের টাকা পরিশোধের জন্য তিনি ২০ লাখ টাকার বেশী দিয়েছেন। তবু এই সূদের টাকা শোধ হয় না। বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেন।

[লাখ টাকার বিপরীতে মাসে ২৫ হাযার টাকা সূদ! সরকার যেখানে সূদ ছাড়া ঋণ দেয় না, সেখানে সূদখোররা কাকে ভয় করবে? প্রশাসন ও আদালত তো তাদের পক্ষে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সূদখোরদের বলব, তোমরা তওবা কর। সরকারকে বলব, এদের দ্রুত শাস্তি দাও এবং বিধিবদ্ধভাবে করযে হাসানাহ প্রকল্প চালু কর। যাতে ঋণ দিলে সেটা যথাসময়ে ফেরৎ আসে। সেই সাথে মযলূমদের পক্ষে জেগে ওঠার জন্য স্থানীয় দ্বীনদার ভাইদের প্রতি আহ্বান রইল (স.স.)]

শ্যামনগরে স্বামীহারা ১১৬০ জন নারী

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপযেলায় রয়েছে ১১৬০ জন বাঘবিধবা। বাঘের হামলায় স্বামী মারা গেলে তাকে স্থানীয়ভাবে বলে বাঘবিধবা। এই বিধবাদের সমাজে অপয়া (অশুভ) হিসাবে দেখা হয়। তাদের দ্বিতীয় বিবাহ হয় না। সন্তান না থাকলে বাকি জীবন কাটে দুর্বিষহ। স্থানীয় একটি বেসরকারী সংস্থার হিসাব মতে, এই উপযেলায় ১১৬০ জন বাঘবিধবা আছে। স্বাধীনতার পর থেকে তারা বিভিন্ন সময় বিধবা হয়েছে। তাদের স্বামীরা সুন্দরবনে মধু, গোলপাতা বা মাছ আহরণ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে। আবার কুমিরের হামলায় মরেছে অনেকে।

এমনই এক বিধবা বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের সীতা রাণী (৫৫)। স্বামী ও ছেলে দু'জনেই বাঘের হামলায় মারা গেছে। ছেলের বউ আছে। তাদের দিন কাটে নদীতে কাঁকড়া ও রেণু ধরে। নদীতে না গেলে তার পেটে খাবার পড়ে না। যা পান তাতেও পেট চলে না। তাই খাবারের জন্য রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। এর ওপর স্বামী হারানোর পর থেকে সইতে হচ্ছে নানা অপবাদ। কারণ স্বামীকে বাঘে ধরলেই নানা রকম সামাজিক কুসংস্কার ঘিরে ধরে। শুনতে হয় অপয়া, অলক্ষ্মীসহ নানা অপবাদ। অনেককে ছাড়তে হয় স্বামীর ভিটা। এ ব্যাপারে শ্যামনগর উপযেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন, অসহায় বিধবাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে সরকারীভাবে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভাতা ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সহ কুসংস্কার দূরীকরণেও বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে।

[বাঘ-বিধবারা যে অপয়া নয়, প্রথমে সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বিধবা বিবাহের ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে পর্দার মধ্যে থেকে তারা যাতে কর্মসংস্থান করতে পারে তার সুব্যবস্থা সরকারী ভাবে কিংবা বেসরকারীভাবে দ্বীনদার ব্যক্তিগণের মাধ্যমে করতে হবে (স.স.)]

বিদেশ

ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান

প্রজনন বাড়াতে পরামর্শ দিচ্ছেন হিন্দু নেতারা

'পিও রিসার্চ সেন্টার' নামে একটি গবেষণা সংস্থার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মুসলিম নাগরিকের দেশ হিসাবে ইন্দোনেশিয়াকে টপকে যাবে ভারত। ধর্মীয় মাপকাঠির ভিত্তিতে চালানো সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, গোটা পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যায় দ্রুত বাড়বে মুসলিমরা। ২০৫০ সাল নাগাদ হিন্দুরা সংখ্যায় তৃতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী হয়ে উঠবে বলেও সমীক্ষাটিতে জানানো হয়েছে।

এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে দেশটির হিন্দু নেতারা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) নেতা চম্পত রাই বলেছেন, হিন্দুদের বেশী বেশী সন্তান জন্ম দিতে হবে। নইলে ভারত মুসলিমদের দখলে চলে যাবে।

আর বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিংয়েরও একই পরামর্শ। তার মতে, আরো সন্তানের জন্ম দেয়া উচিত হিন্দুদের। তিনি বলেন, বর্তমানে এ দেশে ৭৬ শতাংশ হিন্দু রয়েছে। মুসলিম রয়েছে ২৪ শতাংশ। অথচ দেশ ভাগের সময় ভারতবর্ষে ৯০ শতাংশ হিন্দু ছিল। আর মুসলিম ছিল ১০ শতাংশ। কিন্তু এখন মুসলিমদের সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪ শতাংশ। পাশাপাশি পাকিস্তানে দিনের পর দিন হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আগে পাকিস্তানে ২২ শতাংশ হিন্দু ছিল। কিন্তু সেই সংখ্যা এখন কমে এক শতাংশে পৌঁছেছে বলে দাবী করেন তিনি।

[সংখ্যা বেশী হ'লেই বিজয়ী হওয়া যাবে না। যে দেশের ৪০ হাযার সৈন্য পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের ভয়ে এ বছর এক সাথে ছুটি নেয়, সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন লাভ নেই। অতএব ইসলাম কবুল করুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে সৎসাহসী হৌন! (স.স.)]

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রোর মৃত্যু

সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো (Fidel Castro) মৃত্যুবরণ করেছেন। ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার কিউবার রাজধানী হাভানায় স্থানীয় সময় রাত্রি সাড়ে ১০-টায় ৯০ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বাণী দিয়েছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। তবে তার মৃত্যুতে আনন্দ মিছিল করেছে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ভিন্ন মতাবলম্বী কিউবানরা। যেখানে প্রায় ২০ লাখ কিউবানের বসবাস।

১৯২৬ সালে কিউবার পূর্বাঞ্চলে বিরান যেলায় স্পেনীয় বংশোদ্ভূত এক অভিবাসী পরিবারে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর জন্ম। আইনের স্নাতক হিসাবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন। অতঃপর একজন আইনজীবী হিসাবে পেশা জীবনের শুরুতে দরিদ্র মক্কেলদের পক্ষে লড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম অর্জন করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কিউবান পিপলস পার্টির সদস্য হন। মার্কিন ব্যবসায়ী শ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অবিচার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও নিম্ন মজুরির অভিযোগ নিয়ে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তুখোড় বক্তা ফিদেল দলের তরুণ সদস্যদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ১৯৫২ সালে জেনারেল বাতিস্তা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিউবার ক্ষমতা দখল করেন। এসময় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন ক্যাস্ট্রো। অতঃপর ১৯৫৩ সালে ছোট একটি বিদ্রোহী বাহিনী নিয়ে হামলা শুরু করেন সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরিণামে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। দু'বছর কারাভোগের পর ক্যাস্ট্রো মেক্সিকোয় নির্বাসনে যান। বন্ধু চে

গুয়েভারার ভাষায়- আমরা যখন মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে কিউবা ত্যাগ করি, তখন ফিদেল দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা আবার ফিরব, আবার লড়ব, আমরাই বিজয়ী হব। অতএব কান্না বন্ধ করে লড়াই চালিয়ে যাও'। অতঃপর ১৯৫৫ সালে বন্ধু চে গুয়েভারাকে নিয়ে তিনি পুনরায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করে কিউবার প্রধানমন্ত্রী হন। তারপর রাষ্ট্রপতি হন ১৯৭৬ সালে। ফিদেল তার রাষ্ট্র পরিচালনায় অনেক সময় অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসব সিদ্ধান্তের সমালোচনাও হয়েছে। তবে তিনি বারবার বলতেন, আমাকে ঘৃণা কর, কোন সমস্যা নেই; তবে দেশের কল্যাণ বুঝে যেসব সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই নিরিখে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে। দীর্ঘ ৪৭ বছর যাবৎ বিপুল জনপ্রিয়তার সাথে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে ২০০৬ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছোট ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর কাছে তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

তার গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহের অন্যতম হ'ল- 'আমি ৮২ জনকে নিয়ে বিপ্লব শুরু করি। তা যদি আমাকে আবার করতে হয়, তবে আমি ১০ বা ১৫ জন এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে সাথে নিয়ে করব। সংখ্যায় আপনি কত কম, সেটা কোন বিষয় নয়, যদি আপনার বিশ্বাস ও কর্মপরিকল্পনা থাকে'।

উলেখ্য, ৯০ বছরের জীবনে ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ৬৩৮ বার হত্যার চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। যার প্রত্যেকটিই ছিল অভিনব। একবার তার স্ত্রীকে হাত করে বিষযুক্ত ক্যাপসুল দিয়ে হত্যা পরিকল্পনা করে সিআইএ। কিন্তু ক্যাস্ট্রো তা আগেই জেনে ফেলেন এবং স্বীয় পিস্তল স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে বিষ নয়, বরং সরাসরি গুলি করে হত্যা করতে বলেন। কিন্তু স্ত্রী তা পারেনি।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তার খাবারে বিষ রেখে, তার ব্যবহৃত কলমে বিষযুক্ত সুঁচ রেখে, পোশাকে জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে ও বোমা পেতে রেখে তাকে হত্যার চেষ্টা চালায় সিআইএ।

ফিডেল ব্যক্তিপূজা পসন্দ করতেন না। তার নযীর রেখে গেছেন মৃত্যুর সময়ও। অন্তিম ইচ্ছা হিসাবে বলে গেছেন, দেশের কোথাও যেন তার মূর্তি, সৌধ, স্মৃতিস্মারক বা নামফলক তৈরী না হয়।

এক সন্তান নীতির ফলে চীনে কন্যা সংকট; পাত্রী পাচ্ছে না ছেলেরা

চীনে বেশ কয়েক দশক ধরে এক সন্তান নীতি চলার ফলে ৩০ থেকে ৬০ লাখ কন্যা শিশু হারিয়েছে দেশটি। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, এই দীর্ঘ সময় ধরে দম্পতিগুলো মেয়েদের চেয়ে ছেলে সন্তান বেশী পসন্দ করায় দেশটিতে ছেলে-মেয়ের সংখ্যার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। দেশটিতে এখন এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে যে, বিবাহযোগ্য ছেলেরা পাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক জন কেনেডি এবং সাংঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শি ইওজিয়াং বলেন, সন্তান পসন্দের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটানোর কারণে দীর্ঘ কয়েক দশকে দেশটি ৩০ থেকে ৬০ লাখ কন্যা শিশু হারিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কোন সন্তানই নেননি ২৫ লাখ দম্পতি। দেশটিতে উচ্চ জন্মহার রোধে ১৯৭৯ সাল থেকে এক সন্তান নীতি বাস্তবায়ন করা হয়। গত বছর থেকে এই নীতি বাতিল করা হয়।

[আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক জন্মহারে হস্তক্ষেপ করার তিক্ত ফল মানুষকে এভাবেই ভোগ করতে হবে দুনিয়াতে। আখেরাতের শাস্তি তো আছেই (স.স.)]

বিশ্বে এখনো ৮০ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত

অপুষ্টি ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে রাষ্ট্রগুলো যরূরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ না নিলে আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ অপুষ্টির শিকার হ'তে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ইতালীর রাজধানী রোমে অনুষ্ঠিত পুষ্টিবিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। ক্ষুধা ও স্থূলতা দুটোই অপুষ্টির লক্ষণ এবং দু'টিই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সম্মেলনে জানানো হয়েছে।

এফএও জানিয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এ সমস্যায় ভুগছে এবং এতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস ও চিকিৎসা বাবদ বিশ্ব অর্থনীতির ব্যয় তিন দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার। মধ্য আয়ের দেশগুলোতে অপুষ্টির দু'টি ধরনই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এসব প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এফএও-এর তথ্যানুযায়ী, প্রতি রাতে বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায় এবং ১৯০ কোটি লোক স্থূলতার সমস্যায় ভুগছে।

[এসবই পুঁজিবাদী অর্থনীতির কুফল ইসলামের ন্যায় বিচার ভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণ করলে সবই দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

জয়ললিতার মৃত্যু : অতঃপর শোকে ৪৭০ জনের মৃত্যু!

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুর ছয়বারের মুখ্যমন্ত্রী, অল ইণ্ডিয়া দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কড়গম (এআইএডিএমকে) পার্টির জনপ্রিয় নেত্রী জয়ললিতা জয়রাম (৬৮) তিন মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ৫ই ডিসেম্বর সোমবার মৃত্যুবরণ করেছেন। মানুষ মাত্রই মরণশীল। প্রত্যেককেই মরতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কারু মৃত্যুকে শোকাকুল হয়ে এত মানুষের মৃত্যু যেমন অযৌক্তিক তেমনি বিস্ময়কর। নেত্রীর মৃত্যুকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তার অনুসারীরা। দলীয় হিসাব অনুযায়ী মৃত্যু পরবর্তী ছয়দিনে প্রবল শোকে মোট মৃতের সংখ্যা ৪৭০। তবে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পরিবার পিছু ৩ লাখ টাকা দেওয়া হবে বলে এআইএডিএমকে নেতারা জানিয়েছে।

[মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌র হাযার শোকর যে, তারা তাক্বদীরে বিশ্বাসী। সেকারণ তারা তাদের নবীর মৃত্যুতেও কোন মানুষ আত্মহত্যা করেনি। অতএব আমরা সবাইকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)]

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

মুসলিম জাহান

মুসলিম বলেই এতো হেনস্থা : যাকির নায়েক

পিস টিভির পর আইআরএফ বন্ধ করল ভারত সরকার

ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাঈ ডা. যাকির নায়েক পরিচালিত পীস টিভি বন্ধ করার পর তাঁর পরিচালিত ইসলামিক রিসার্চ ফাউণ্ডেশন (আইআরএফ) বিদেশী অনুদানের টাকা লোপাট এবং সন্ত্রাসবাদে প্ররোচনা দেয়ার অভিযোগ এনে পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ভারত সরকার। এছাড়া সংস্থার ২০টি ভবনে তল্লাশি চালিয়ে বক্তব্যের ভিডিও টেপ, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি, আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান এবং দেশ-বিদেশ থেকে আসা অনুদানের নথি বাযেয়াফ্ত করেছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। এমনকি তাঁর পরিচালিত ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও সিল করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তার ওয়েবসাইট ও সকল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। হেনস্থার স্বীকার হ'তে হয়েছে তার পরিবারের সদস্যদেরও। এরপূর্বে ভারতের মন্ত্রীসভা ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। এতসব যজ্ঞ চালালেও তদন্তের জন্য একবারও তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি তারা। এমনকি গত ৩০শে অক্টোবর পিতা আব্দুল করীম নায়েকের মৃত্যুর সংবাদ পেলেও তিনি দেশে ফিরতে পারেননি।

দীর্ঘ সময় এ ব্যাপারে চুপ থাকার পর সম্প্রতি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে ডা. যাকির নায়েক বলেন, সাম্প্রদায়িক কারণেই আমার সংস্থাকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার। কিন্তু একবারও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হ'ল না কেন আমাকে? আসলে তদন্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই বন্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি যে মুসলিম! সাধ্বী প্রাচী, যোগী আদিত্যনাথ, রাজেশ্বর সিংরা তো প্রায়ই সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেন। কই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না তো! নেবে কী করে! তাতে যে রাজনৈতিক স্বার্থ লুকিয়ে আছে! এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভারতীয় মুসলিমদের ওপরই নয়, দেশের শান্তি, গণতন্ত্র এবং বিচারব্যবস্থার ওপর আঘাত হানা হয়েছে। তবে আমিও হার মানছি না। দরকার হ'লে আইনী পথে যাব'।

উল্লেখ্য যে, বোম্বে হাইকোর্টে তাঁর পক্ষে আপীল করা হ'লে এবং সেখানে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের আবেদন করা হ'লে বিচারপতিগণ বলেন, বর্তমানে যে সরকারী তদন্ত চলছে, সেখানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

[আমরা এটাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মনে করি এবং বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার বন্ধ করার অপকৌশল হিসাবে গণ্য করি। আল্লাহ্র গায়েবী মদদে এই অপকৌশল ব্যর্থ হউক, সেই দো'আ করি (স.স.)]

জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিলে ৬ মাসের জেল

ইচ্ছাকৃতভাবে জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিলে ৬ মাসের জেল ও ২৩,৫০০ টাকা জরিমানা গুনতে হবে। সম্প্রতি এ আইনটি পাশ করেছে মালয়েশিয়ার অঙ্গরাজ্য তারাঙ্গানুনু।তারাঙ্গানুনের এসেম্বলিতে শরী'আত বিধি অনুযায়ী আইনটি পাস হয়। রিপোর্টে বলা হয়, শরী'আ ক্রিমিনাল আইনের ভিত্তিতে ১৯ এবং ৫৩ ধারায় রয়েছে, রামাযান মাসে পবিত্রতা রক্ষা, নারীদের উত্যক্ত করা ও ইচ্ছাকৃত ছালাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে শাস্তি ও জরিমানা গুনতে হবে। এসব অপরাধে সর্বোচ্চ দু'বছরের জেল ও তিন রিঙ্গিত জরিমানা আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য, মালয়েশিয়াতে শরী'আ আইন বাস্তবায়নে কড়াকড়ি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[ধন্যবাদ অঙ্গরাজ্যের সরকারকে। ৫১ শতাংশ মুসলমানের দেশে যদি এটা সম্ভব হয়, তাহ'লে ৯২ শতাংশ মুসলমানের বাংলাদেশে কেন এটা সম্ভব হয় না? জওয়াব আল্লাহ্র কাছে দিতেই হবে নেতাদের। অতএব মৃত্যুর আগেই সাবধান হৌন! (স.স)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ টাইফুনে জাপান পাবে ৫০ বছর চলার মত জ্বালানী শক্তি!

টাইফুনকে আমরা ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে দেখে থাকি। কিন্তু এই দুর্যোগকেও কাজে লাগাতে চলেছে জাপানী বিজ্ঞানীরা। তারা এমন এক টারবাইন বানিয়েছেন, যা ঝড়ের তীব্র শক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন করবে! তার এই তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তবে একটি টাইফুনের আঘাতে জাপান অন্ততপক্ষে ৫০ বছর চলতে পারবে। খবরে প্রকাশ, বিশ্বের সর্বপ্রথম এই টাইফুন টারবাইনের উদ্ভাবক হলেন আতুশু শিমিজু। অত্যন্ত টেকসই এই ডিভাইসটি টাইফুনের জোরালো শক্তিকে শুধু আটাকাবেই না, সেই সঙ্গে একে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিতও করবে! শিমিজুর মতে, 'বর্তমানে জাপানের সৌরশক্তির চেয়ে বেশী বায়ুশক্তি রয়েছে, যা কাজে লাগানো হচ্ছে না'।

বর্তমানে টারবাইনটির একটি ফাংশনাল প্রোটোটাইপ স্থাপন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য উচ্চ বায়ুচাপে ডিভাইসটি পরীক্ষা করা। তাই বিশেষজ্ঞরা এখন অপেক্ষা করছেন একটি টাইফুনের। উলেখ্য, চলতি বছর ইতিমধ্যে জাপানে ৬টি টাইফুন হয়েছে।

[আল্লাহ যা কিছুই করেন, বান্দার মঙ্গলের জন্য করেন। প্রয়োজন কেবল বিজ্ঞানী ও কৃতজ্ঞ বান্দার (স.স.)]

সাপের বিষেই শরীরের সব বিষ দূর!

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাপের বিষ দিয়ে ব্যথা উপশম সম্ভব। তাদের বক্তব্য, দেহে সবচেয়ে লম্বা বিষের গ্রন্থি রয়েছে এমন একটি সাপের বিষে লুকনো রয়েছে মানব দেহের ব্যথা উপশমের সমাধান। ইংরেজি নাম লঙ গ্যানডেড কোরাল স্নেক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সাপকে ডাকা হয় 'কিলার অফ কিলার্স' নামে। কারণ শঙ্খচূড়ের মত বড় ও বিষধর সাপ এদের খাবার। গড়ে সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এই কোরাল সাপের বিষ এতই তীব্র যে দেহে প্রবেশের সাথে সাথে সেটি কার্যকর হয় এবং দেহে খিঁচুনি শুরু হয়।

বিষাক্ত দ্রব্যের ওপর ম্যাগাজিন টক্সিনে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এই সাপের বিষ মানব দেহের স্নায়ুর রিসেপ্টরকে আঘাত করে। ফলে এই বিষ ব্যবহার করে ব্যথা উপশম সম্ভব বলে গবেষকরা আশাবাদী।

সাপের বিষ ছাড়াও বিজ্ঞানীরা কাকড়াবিছার বিষ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তবে এ সাপ সচরাচর দেখা যায় না। এই গবেষণা প্রকল্পে ড. ফ্রাইএর সাথে কাজ করছেন চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং সিঙ্গাপুর থেকে আসা একদল বিজ্ঞানী।

[আল্লাহ যে কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেননি (আলে-ইমরান ৩/১৯১) এটা তার অন্যতম প্রমাণ। অতএব আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হউন (স.স.)]

এবার মাছের আঁশ থেকে তৈরী হবে বিদ্যুৎ!

বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় ক্রমেই মানুষের জীবন হয়ে উঠছে সহজতর। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি একদল গবেষক তৈরী করেছেন 'বায়োডিগ্রেডেবল এনার্জি হারভেস্টর'। যেখানে মাছের আঁশ বা আশটে হ'তে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে! গবেষকরা বলেছেন, মাছের আঁশে থাকে প্রচুর পরিমাণে বিশেষ গুণসম্পন্ন কোলাজেন ফাইবার বা তন্তু। বাহ্যিক চাপ প্রয়োগের কারণে তাতে ইলেকট্রিক চার্জ দেখা দেয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়েই মূলত বায়ো-পিজো ইলেকট্রিক ন্যানোজেনারেটর তৈরি করেছেন গবেষকরা। এই ন্যানোজেনারেটরগুলি হ'তে শারীরিক সঞ্চালনে যে মেকানিক্যাল শক্তি পাওয়া যায়, তা থেকেই বিদ্যুৎ তৈরী করা সম্ভব।

পেসমেকার বদলে দেওয়া হ'তে শুরু করে আরও বহু মেডিক্যাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ভূমিকা রাখতে পারে এই নতুন আবিষ্কার- এমনটাই আশা করছেন গবেষকরা।

Contents

সংগঠন সংবাদ

উপযেলা সম্মেলন ॥ কলারোয়া, সাতক্ষীরা

সমাজ পরিবর্তনে জামা'আতবদ্ধ হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৩শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে কলারোয়া পাইলট হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানবজাতি এক আদমের সন্তান এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন বিশ্বনবী। অতএব পুরা সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর মধ্যেই বিশ্বশান্তি নির্ভর করে। আধুনিক জাহেলী সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ আন্দোলন সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংশোধনের আন্দোলন। তাই কর্মীদের সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে এই মহান আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, এবারের সম্মেলনে শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশী। প্যাণ্ডেল ও প্যাণ্ডেলের বাইরে যতদূর চোখ যায়, সর্বত্র কেবল মানুষ আর মানুষ। মহিলা প্যাণ্ডেলেরও ছিল একই অবস্থা। সাতক্ষীরা যেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী খুলনা, যশোর এবং সুন্দরবন শিক্ষা সফরে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত রাজশাহী, ঢাকা, পাবনা ও বগুড়া যেলা থেকেও অনেক কর্মী ও দায়িত্বশীল সম্মেলনে যোগদান করেন।

আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে সুন্দরবনে ঐতিহাসিক শিক্ষা সফর

কলারোয়া উপযেলা সম্মেলন শেষে পরদিন ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত মহান আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি ও জাতিসংঘ ঘোষিত 'বিশ্ব ঐতিহ্য' (World Heritage) পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পট এবং সাগরবক্ষের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও প্রসিদ্ধ চরাঞ্চল সমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সফরসঙ্গীদের নিয়ে সাতক্ষীরা হ'তে তিনটি বাস যোগে বেলা ৩-১৫ মিনিটে খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইতিমধ্যে সেখানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সহ দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে অনেকে নাইটকোচ ও ট্রেন যোগে খুলনা এসে পৌঁছে যান। অতঃপর সন্ধ্যায় খুলনা পৌঁছে রেলস্টেশন সংলগ্ন আইডব্লিউটিএ লঞ্চঘাট জামে মসজিদে সাথীদের নিয়ে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর সহ আদায় করেন ও শেষে এক রাক'আত বিতর পড়ে নেন। ছালাত শেষে শিক্ষাসফরে যোগদানকারী সাথীদের উদ্দেশ্যে তিনি সুন্দরবনের সৃষ্টি নৈপুণ্য ও আবশ্যকীয় তথ্য সমূহের উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন এবং সফরের আদব ব্যাখ্যা করেন।

উল্লেখ্য যে, মোট ২০টি যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সর্বমোট ১৩৮ জন দায়িত্বশীল ও সুধী এই শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। যেলাগুলি হলো- রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাযীপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও জয়পুরহাট।

রাজশাহী সদর যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলামের নেতৃত্বে পুরা সফরের বিভিন্ন স্পটে ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' 'মীলাদ প্রসঙ্গ' 'আন্দোলন'-এর 'পরিচিতি' 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মাসিক আত-তাহরীকের ফৎওয়া সমূহ' এবং 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!' লিফলেট সমূহ বিতরণ করা হয়। এছাড়া 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'জীবনের সফরসূচী' এবং 'ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ' দেওয়ালপত্র খুলনা লঞ্চঘাট মসজিদ সহ কচিখালী স্পট, দুবলার চর আলোর কোল-১ ও ২ এবং অন্য মসজিদ সমূহে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা যেলার যাত্রীরা 'এম.ভি. মুহ্‌য়ী নাফী' লঞ্চে এবং আমীরে জামা'আত সহ বাকী সকল যেলার যাত্রীরা 'এম.ভি.ওয়াটার কিং-৮' লঞ্চে উঠে নিজ নিজ কেবিনে সীট গ্রহণ করেন। কেবিন গুলো আকারে ছোট হ'লেও ওয়াল ফ্যান, বেড-বালিশ ও কম্বল সহ বেশ সাজানো-গুছানো ছিল। সেই সাথে তিন তলা লঞ্চের প্রতি ফ্লোরে ছিল হাই কমোড সহ প্রয়োজনীয় বাথরুম সমূহের ব্যবস্থা।

অতঃপর রাত ৯-৫৫ মিনিটে দু'টি লঞ্চ একসঙ্গে যাত্রা শুরু করে। প্রত্যেক লঞ্চের সাথে ছিল একটি করে ইঞ্জিন বোট। যা তীরে ওঠার জন্য এবং দুই লঞ্চের মধ্যে প্রয়োজনে যাতায়াত করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। সাথে নেওয়া হয় চার রাত ও তিন দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী ও খাবার পানি এবং রান্নার জন্য গ্যাস সিলিণ্ডার ও চুলা ইত্যাদি।

এছাড়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রত্যেক লঞ্চের যাত্রীদের জন্য দু'জন করে 'গান ম্যান' (বন্দুকধারী) ও একজন 'গাইড' (পথ নির্দেশক) দেওয়া হয়। গাইডের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্পটে অবতরণ ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় এবং সামনে ও পিছনে বন্দুকধারী নিরাপত্তারক্ষীদের সহযোগিতায় বনের ভিতরে চলাচল করতে হয়।

(১) কচিখালী স্পটে অবতরণ ও জুম'আর ছালাত আদায়: খুলনা থেকে প্রায় ১৩৬ কি.মি. দূরে কচিখালী স্পটের উদ্দেশ্যে লঞ্চ চলল একটানা ভোর ৫-টা পর্যন্ত। ঘন কুয়াশায় হঠাৎ সুন্দরবনের তীরে গাছের সাথে ধাক্কা খেল। ফলে সেখানেই নোঙ্গর করা হ'ল। অতঃপর কুয়াশা কেটে গেলে ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার সকাল ৮-টায় পুনরায় যাত্রা শুরু হ'ল এবং বেলা সাড়ে ১২টায় কচিখালী পর্যটন স্পটে লঞ্চ ভিড়ল। ইঞ্জিন বোটের সাহায্যে অবতরণ করা হ'ল ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রতীরের এই সুন্দর স্পটে। এখানে আছে ফরেস্ট অফিস, একটি মসজিদ, একটি মিঠাপানির পুকুর এবং আরসিসি কলাম দিয়ে উঁচু করে নির্মিত কয়েকটি টিনশেড কটেজ। কোস্টগার্ড, বনকর্মকর্তাসহ মোট ১২/১৪ জনের বসবাস এখানে। হরিণ, কুমির, বানর আর বাঘ এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। তবে বাঘ কেউ দেখতে পায় না। ২০০৭ সালের সিডরের ধ্বংস চিহ্ন লেগে আছে পুরানো ভৌত কাঠামোগুলিতে। বাজেট না পাওয়ায় আজও সেগুলি পুনর্নির্মিত হয়নি।

ইঞ্জিন বোটে কচিখালী স্পটে যাওয়ার পথে অনেকগুলি হরিণকে নদীর চরে একত্রে দেখা গেল। অতঃপর তীরে নেমে ছালাতের প্রস্তুতি নেওয়া হ'ল। ছোট মসজিদ। ঠাসাঠাসি হয়ে ভিতর ও বারান্দায় বসার পরও অর্ধেকের বেশী মুছল্লী বাইরে। মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইনের বাড়ী বরগুনা যেলার পাথরঘাটায়। আমীরে জামা'আতের পরিচয় পেয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে খুৎবা ও ইমামতির সুযোগ দিলেন। ১-১৫ মিনিটে আমীরে জামা'আত মিম্বরে বসেছেন। আযান দিচ্ছেন বগুড়া যেলার সারিয়াকান্দি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওয়ায়েস কুরনী। এরি মধ্যে বারান্দায় স্থানীয় একজন মুছল্লীর চিৎকার : *'আপনারা কারা? জোর করে আমাদের মসজিদ দখল করে দেড়টার আগেই খুৎবা দিচ্ছেন? আবার ভিডিও করছেন, কেমন মুসলমান আপনারা? দ্রুত* তাকে বুঝিয়ে থামানো হ'ল। পরে তিনি একমনে খুৎবা শুনে খুশী হন ও ভাল আচরণ করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শন ও তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ' বিষয়ে নাতিদীর্ঘ খুৎবা পেশ করেন। হামদ ও ছানা পাঠের পর তিনি বলেন, 'আজকে আমাদের ভাগ্যে এমন একটি দিন, যেদিন আমরা আল্লাহ পাকের সৃষ্টিজগতের এমন একটা স্থানে এসেছি যার কোন তুলনা নেই। নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলেও সেখানে যাবার সুযোগ নেই।

সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই আমাদের আজকের এ অবস্থান। এ বিষয়টি চিন্তা করার জন্যই আল্লাহ পাক সূরা আলে ইমরান ১৯০-৯১ আয়াতে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহর) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। কেউ দু'পায়ে চলে এবং কেউ চারপায়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই সৃষ্টি করেন *(নূর ২৪/৪৫)*।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের এ বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিজগৎ নিজ চোখে অবলোকন করে সম্যক ধারণা লাভ করার জন্যই আল্লাহ তার পৃথিবীতে পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে উপস্থিত মুছল্লীদের মধ্যে কেউ জীবনের পড়ন্ত বেলায়, কেউ মধ্য বেলায়, কেউ উষাকালে সুন্দরবনের এই চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুধাবনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

এখানে যারা সর্বদা বসবাস করেন, তাদেরকে প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতির বেড়ে ওঠা সন্তান বলা চলে। তারা সবসময় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জীবন অতিবাহিত করছেন। কখন কোন প্রাণী আক্রমণ করে, কখন ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের করাল থাবায় প্রাণের স্পন্দন থেমে যায়, তার কোন ঠিক নেই। এখান থেকেও আমরা আমাদের অবস্থানগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

এসব নিদর্শনাবলী দেখার মাধ্যমে মানুষ শিক্ষা নিবে যে নিশ্চয়ই তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি তাকে সহ পুরো জগতের স্রষ্টা। তার ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি। তাঁরই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করি। যিনি আত্মা দান করেছেন, তিনিই পারেন তা নিজের আয়ত্বে নিতে। তারই হুকুমে একই স্থানে এতবেশী গাছ-পালা উদ্গত হয়ে সুন্দরবনের সৃষ্টি হয়েছে। তারই হুকুমে এখানে নদী সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে সৃষ্টি হচ্ছে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা। উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁরই হুকুমে গর্জন থামিয়ে নির্দিষ্ট সময়ানুপাতে নিঃশেষ হয়ে পুনরায় তরঙ্গায়িত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব বিষয় চিন্তা-ভাবনা করলে মহান আল্লাহর শুকরিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বৃক্ষরাজি, পশু-পাখি সহ সকল নে'মতরাজি সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। যেন তারা তা থেকে উপকার ভোগ করতে পারে। অথচ অনেক মানুষ সেবা গ্রহণের বদলে এসবের পূজায় লিপ্ত রয়েছে। ভাবখানা এমন যে, তাদের ভয় করলে, পূজা করলে, খাবার প্রদান করলে তারা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। অথচ এসব থেকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বার বার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু এগুলি দেখার, পড়ার বা অনুধাবনের সময় আমাদের নেই। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা জীবন

অতিবাহিত করছি সাময়িক চাকচিক্যের মোহ জালে।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আমরাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উম্মত। এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে আমাদের সার্বিক আচরণে ও কর্মে। আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসৃত পথে চললেই তা সম্ভব। এজন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেসব নির্দেশনা এসেছে, তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) যা বলেছেন সেভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে, যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকল ভাইকে তাঁর সৃষ্টিজগৎ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার এবং আমৃত্যু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

অতঃপর জুম'আর ছালাত শেষে বনের ভিতরে কিছুটা ঘোরাফিরা করা হ'ল। উন্মুক্ত কিছু হরিণের পাল ও শূকর দেখা গেল। অতঃপর সেখান থেকে ইঞ্জিন বোটে পুনরায় লঞ্চে ফিরে দুপুরের খাবার-দাবার সারা হ'ল। এরি মধ্যে ২.৩০ মিনিটে লঞ্চ পরবর্তী গন্তব্য 'কটকা'র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল।

(২) কটকা স্পট : অনিন্দ্য সুন্দর এই স্পটটি খুলনা থেকে ১৫০ কিলোমিটার এবং মংলা বন্দর থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ হ'ল চিত্রা হরিণের পাল। তাদের দল বেঁধে চলার সেরা জায়গা হ'ল এটি। কচিখালী থেকে রওয়ানা হয়ে নদী পথে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে কটকায় সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পৌঁছি। ১৯৯৭ সালের ২০শে নভেম্বর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সংগঠনের সফরসঙ্গীদের নিয়ে প্রথম এখানে আসেন।

লঞ্চ থেকেই আমরা হরিণের বিচরণ দেখলাম। তারপর নেমে পশ্চিম দিকে প্রায় ১ কি.মি. হেঁটে আমরা হরিণ পালের দেখা পেলাম। অনেক লোকজন দেখে ওরা দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে গাইড খলীলুর রহমান হরিণের প্রিয় খাবার কেওড়া গাছের ডাল-পাতা ভেঙ্গে বিছিয়ে দিলেন এবং সবাইকে কিছু দূরে গিয়ে চুপ থেকে অপেক্ষা করতে বললেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই দল বেঁধে শতাধিক হরিণ আসলো পাতা খাওয়ার জন্য। আলো-আঁধারীর মাঝে এই চমৎকার দৃশ্য সকলকে পরিতৃপ্ত করল। যদিও অনেকে তখন চলে গিয়েছিলেন।

এই স্পটে কোন মসজিদ নেই। ফলে উন্মুক্ত স্থানেই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে মাগরিব ও এশার ছালাত জামা'আতের সাথে জমা ও ক্বছর করা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে এক রাক'আত বিতর পড়া হয়। এক পাশে সাগর আর এক পাশে গহীন বন মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ-নিঝুম পরিবেশে ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত সাথীদের উদ্দেশ্যে হৃদয় ছোঁয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করেন। তিনি সকলকে মহান আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি দেখে তাঁর শুকরিয়া আদায় এবং সর্বাধিক তাক্বওয়া অর্জনের উপদেশ দেন। এ সময়ে তিনি চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গায় নির্মীয়মান পাঁচতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের জন্য সকলকে দান করার আহ্বান জানান। যা ইতিমধ্যেই 'ইসলামিক কমপ্লেক্স নওদাপাড়া'-র বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে বলে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ৩০,৫০০ টাকা নগদ আদায় হয়। অনেকে পরে পাঠাবেন বলে ওয়াদা করেন। আমীরে জামা'আত সকলের জন্য তাদের পরিবারে ও সম্পদে বরকত দানের দো'আ করেন। অতঃপর লঞ্চে ফিরে সেখানেই রাত্রি যাপন করা হয়।

(৩) জামতলা সমুদ্র সৈকত : কটকার পার্শ্ববর্তী আর একটি আকর্ষণ হচ্ছে জামতলা সমুদ্র সৈকত। সেখানে রয়েছে প্রায় তিন কিলোমিটার ব্যাপী শিহরণ জাগানো ট্রেইল বা পায়ে হাঁটা পথ এবং ৪০ ফুট উঁচু ওয়াচ টাওয়ার।

২৬শে নভেম্বর শনিবার বাদ ফজর গাইডের নেতৃত্বে পৌনে ছয়টা জামতলা সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে দু'টি বোটে করে সেখানে পৌঁছেই আমরা শুনতে পেলাম বন মোরগের ডাক। পাশেই দেখলাম গাছে বসে থাকা বানর। আমাদের দেখে লম্ফ-ঝম্প করে আমাদের সাময়িক আনন্দ দিল। অতঃপর গাইডকে সাথে নিয়ে সামনে ও পিছনে 'গানম্যান' সহ কুয়াশার চাদরে ঢাকা ভোরে গহীন অরণ্যের মধ্য দিয়ে গা ছম ছম পরিবেশে হাঁটতে শুরু করলাম। সুনসান নীরবতায় এগিয়ে চলেছে কাফেলা। ওয়াচ টাওয়ার থেকে আমাদের আইটি সহকারীর তোলা সবুজ বনের মধ্যে সাদা পোষাকধারী মনুষ্য সারির ভিডিওচিত্র সত্যিই মনোহর। এসময় গাইড একটা ঘাস তুলে বললেন, এটি দু'আঙ্গুলে পিষলেই কচি আমের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। যা বমি রোধ করে। অনেকে গাছ তুলে সাথে নিলেন। তিনি বললেন, একবার জনৈক বিদেশী বৃক্ষ বিশেষজ্ঞ এই পথে হাঁটতে গিয়ে থেমে যান এবং বলেন, এখানে পা ফেলার জায়গা নেই। কারণ এর প্রতিটি ঘাসে ও গাছপালায় রয়েছে বিপুল ঔষধি গুণ। যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। গাইডের শোনা মতে এই বনে ২৬৪ প্রকার উদ্ভিদ রয়েছে। হঠাৎ গাইড বললেন, চুপচাপ আসুন! সামনেই হরিণের পাল। কিন্তু ওরা দিল ছুট। উঁচু ঘাস ও কুয়াশার মধ্যে সে দৃশ্যটাই বরং সুন্দর। অবশেষে দেখা মিলল দৃষ্টিনন্দন জামতলা সী-বীচের। সমুদ্রের অথৈ পানিরাশির মধ্যে উদীয়মান সূর্যের নান্দনিক দৃশ্য সবাইকে মোহিত করল। যতদূর চোখ যায়, কেবল কিনারাহীন সমুদ্র। পাশেই দেখা গেল সিডরের আঘাতে উপড়ে যাওয়া পত্র-পল্লবহীন বৃক্ষসমূহ। কিন্তু দেখার কেউ নেই। ইতিমধ্যেই জোয়ারের পানি বাড়তে লাগলো। বৃদ্ধি পেতে লাগল সমুদ্রের গর্জন। এখানেই সম্ভবতঃ ২০১৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্র জোয়ারে তলিয়ে যায়। পানিতে নামতে মানা। তবুও নাজীব সহ আরো দু'একজন নেমে গেল। অতঃপর আমীরে জামা'আতের নির্দেশে শুরু হ'ল ফিরতি যাত্রা। এ সময় প্রভাত সূর্যের লালিমায় ট্রেইলটির রূপ যেন আরও মোহনীয় হ'ল।

(৪) দুবলার চর পরিদর্শন : জামতলা থেকে এসে লঞ্চে উঠে দুবলার চরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হয়। কটকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে দুবলার চর

নামের এই প্রসিদ্ধ জেলে বা শুঁটকি দ্বীপটির অবস্থান। কটকা থেকে সরাসারি সাগর পথে এখানে পৌঁছতে তিন ঘন্টা সময় লাগার কথা। কিন্তু বনের ভিতর দিয়ে নদী পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এখানে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। পথে তিন কোণা আইল্যান্ড পাড়ি দেওয়ার সময় নদীর দু'ধারে অনেক হরিণ, বানর, শূকর ইত্যাদি বিচরণ করতে দেখা যায়। হাড়বাড়িয়া, কটকা, কচিখালী বা তিনকোণা আইল্যাণ্ড সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হ'লেও দূরত্বের কারণে পর্যটকরা অনেক সময় এসব স্থান দেখতে পারেন না বা দেখানো হয় না।

জামতলা থেকে দুবলার চর যাওয়ার পথে নদীসমূহের দু'ধারে বনাঞ্চলের শোভা বর্ণনাতীত। কিলোমিটার ব্যাপী মাটি থেকে ফুট চারেক উপরে একটানা সমান ও নিখুঁতভাবে সাজানো বৃক্ষের সারি। কিন্তু তার পাশেই আরেকটি বন এরূপ গোছালো নয়। অথচ উভয় বনের মাথাগুলি সমান। সেখানে দেখা যায় কখনো বন মোরগ, কখনো নীচ দিয়ে চলা হরিণ শাবকের পাল ও শূকর। অতঃপর দুপুর ১-টার দিকে দুবলার চরের অদূরে লঞ্চ নোঙ্গর করল।

দুবলার চর : সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের পার্শ্বে সাগরের মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অতীব চমৎকার। যা মানব মনকে রূপময় করে তুলে। এই সাগরস্নাত সুন্দরবনের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি স্থানের নাম দুবলার চর। ধু-ধু বালুকাময় এই চর সংলগ্ন বনে শত শত চিত্রা হরিণের অবাধ বিচরণ এবং অন্যদিকে সমুদ্রের তরঙ্গমালার হাতছানি যে কোন পর্যটককে বিমুগ্ধ ও আনমনা করে তোলে। বাগেরহাট যেলার সুন্দরবন-পূর্ব বনবিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে দুবলার চর। মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে সুন্দবনের শেষ সীমানায় বঙ্গোপসাগর, কুঙ্গা ও মরা পশুর নদের মোহনায় দুবলার চর সুন্দরবনের ৪৫ এবং ৮ নম্বর কম্পার্টমেন্টে অবস্থিত। এই চরের মোট আয়তন ৮১ বর্গমাইল। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ দুবলার চরকে ৭৯৮তম 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসাবে ঘোষণা করে।

আলোরকোল, কোকিলমনি, হলদিখালি, কবরখালি, মাঝেরকিল্লা, অফিসকিল্লা, নারকেলবাড়িয়া, ছোট আমবাড়িয়া, মেহের আলির চর এবং শেলার চর সহ মোটি ১০টি চর নিয়ে দুবলার চর গঠিত। বর্ষা মৌসুমে ইলিশ শিকারের পর বহু জেলে চার মাসের জন্য সুদূর কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ, বাগেরহাট, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা থেকে ডেরা বেঁধে সাময়িক বসতি গড়ে এখানে। এই চার মাস তারা মাছকে শুঁটকি বানাতে ব্যস্ত থাকেন। এখান থেকে আহরিত শুঁটকি চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জের পাইকারী বাজারে মওজূদ ও বিক্রয় করা হয়। সুন্দরবন-পূর্ব বিভাগের সদর দফতর বাগেরহাট থেকে মাছ সংগ্রহের পূর্বানুমতিসাপেক্ষে বহরদার ও জেলেরা দুবলার চরে প্রবেশ করে থাকেন। এখান থেকে সরকার নিয়মিত হারে রাজস্ব পেয়ে থাকে।

দুবলার চর বিভিন্ন কারণে খ্যাতি লাভ করেছে। এটি প্রাকৃতিক মাছের খনি। তাই শীত মৌসুমের শুরুতে জেলেরা দলে দলে এই চরে মাছ ধরতে এসে অস্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। তারা দিনভর সাগরে মাছ ধরে সন্ধ্যায় ফিরে আসে। চরে মাছ শুঁকিয়ে তারা শুঁটকি মাছ তৈরী করে। এ দৃশ্যও অত্যন্ত উপভোগ্য।

ভয়াবহ হ'লেও সত্য যে, দুবলার চরে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব পানিদস্যু। তাই এখানে গেলে যথাযথ নিরাপত্তা নিয়ে যাওয়া উচিত। যদিও পুলিশ, বিজিবি ও কোস্টকার্ড বাহিনীর টহল দল পর্যটকদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

রাস মেলা : দুবলার চরের আলোর কোল-১ এলাকায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় রাস মেলা। হিন্দু পৌরাণিক মতে 'রাস' হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের মিলন। প্রতি বছর কার্তিক মাসের শেষে ও ইংরেজী নভেম্বর মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ দুবলার চরে আসেন। তাদের ধারণা মতে রাস উৎসবে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও তার স্ত্রী রাধা-র পুনর্মিলন হয়ে থাকে। নভেম্বর মাসে পূর্ণিমার সময় তিন দিনব্যাপী রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'রাস মেলা' মণিপুরী হিন্দুদের প্রধান উৎসব। এটি রাসলীলা নামেও পরিচিত। এ অঞ্চলের রাস মেলার প্রধান দিক হলো মণিপুরী পোশাকে শিশুদের রাখাল নাচ ও তরুণীদের রাসনৃত্য। মণিপুরী সংগীত ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ-অভিসার রাধা-গোপী অভিসার-রাগ আলাপন ইত্যাদি অভিনীত হয়। কেউ কেউ আবার এ মেলাকে মগদের মেলা বলে থাকেন। রাস মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে এমনকি বিদেশী পর্যটকরাও অংশ নিয়ে থাকেন। হিন্দু শাস্ত্র মতে সারারাত স্রষ্টার নাম স্মরণ এবং নৃত্য-বাদ্য ও গানের আসর চলে। সকালে সবাই বের হন সমুদ্র স্নানে। অনেকে রাস মেলা উৎসবকে মৎস আহরণ উৎসব বলে মনে করেন। কারণ রাস মেলার পরপরই শুরু হয় পুরোদমে মৎস আহরণ মৌসুম।

একটি মতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অবতার শ্রীকৃষ্ণ শত বছর আগে কোনও এক পূর্ণিমা তিথিতে পাপ মোচন এবং পুণ্যলাভে গঙ্গাস্নানের স্বপ্নাদেশ পান। সেই থেকে শুরু হয় রাস মেলা। তবে এটিই প্রসিদ্ধ যে, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হরিচাঁদ ঠাকুরের এক বনবাসী ভক্ত হরিভজন (১৮২৯-১৯২৩) নামক এক হিন্দু সাধু এই মেলার প্রচলন করেন। এই সাধু চব্বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে সুন্দরবনে গাছের ফলমূল খেয়ে অলৌকিক জীবনযাপন করতেন। নিকটবর্তী গ্রাম গুলোতে তার অনেক শিষ্য ছিল। গুরুর স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই ভক্তরা প্রতিবছর ৫ দিন ব্যাপী এই রাস মেলার আয়োজন করে থাকেন। তবে পূর্ণিমার ৩ দিনই মেলা হয়ে থাকে। দেশের অন্যস্থানেও রাস মেলা হয়। যেমন পটুয়াখালী যেলার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে এবং দিনাজপুরের কাহারোল উপযেলার কান্তনগরে কান্তজিউ মন্দিরে।

২০০৪ সালের ২৫শে নভেম্বর তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী, যিনি একই সাথে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট'-এর সহ সভাপতি, এখানে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস মন্দির'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মন্দিরে ৯টি নারী মূর্তি ও দু'পাশে দু'টি পুরুষের মূর্তি দেখা গেল। দাড়িওয়ালা দু'জন পুরুষকে সাদা পাঞ্জাবী-টুপী, চেকের লুঙ্গী ও চপ্পল পরিহিত অবস্থায় দারোয়ান বেশে দেখা গেল। যেন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, হে মুসলমানরা! ভুলে যেয়োনা যে, তোমরা একদিন আমাদের নওকর ছিলে।...

দুবলার চরের পূর্বতীরে বন ও পশ্চিমতীরে সমুদ্রের উপকূল। মাঝখানে জেলেদের বসতি। সর্বত্র শুঁটকি মাছের ছড়াছড়ি। সরাসরি রোদ পাওয়া নানা প্রজাতির শুঁটকি মাছ অনেকের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এখানকার শুঁটকি মাছে বিষ নেই, সেই ধারণায় সাধারণতঃ পর্যটকরা এখান থেকে শুঁটকি মাছ কিনে নিয়ে যান। আমাদের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের সাথীরা বহু টাকার মাছ কেনেন।

দুবলার চরে নানা প্রজাতির মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। এখানে বছরে মাত্র ৪ মাস (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) জেলেদের অবস্থানের সরকারী অনুমতি থাকে। এ বছর প্রায় পাঁচ হাযার জেলে সেখানে অবস্থান করছেন। প্রচুর পরিমাণে শুঁটকি মাছ উৎপাদন হয় এই দ্বীপে। বলতে গেলে পুরো দ্বীপেই শুঁটকি মাছের কারবার। জেলেদের পরিবার বা সন্তান এখানে থাকে না। শুধু মাছ ধরার স্বার্থে জেলেরা থাকে।

ইঞ্জিন বোট থেকে আমরা আলোর কোল-২ শুঁটকি পল্লীতে অবতরণ করি। এখান থেকে প্রায় ৩ কি.মি. দূরত্বে রাস মন্দির পর্যন্ত গোলপাতার ছাউনীর ৪টি মসজিদ আছে। বাকী চরগুলি বিভিন্ন দূরত্বে আছে, যা আমরা দেখিনি। আমীরে জামা'আত 'আলোর কোল'-২ মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর করেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ও ইমামের আবেদনক্রমে সাথীরা উক্ত মসজিদের উন্নয়নে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করেন। ইমাম বলেন, সিডরের সময় আমি নিজে অন্ততঃ ৮০/৯০টি লাশ দাফন করেছি। পাশেই জেলেদের হাট-বাজারের জন্য টিন ও পাতার কয়েকটি দোকানঘর আছে। যাকে এদের ভাষায় 'নিউমার্কেট' বলে। আমীরে জামা'আত নিউমার্কেটের দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের জমা করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিয়ে নছীহত করেন। তাদের মধ্যে বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। এখানে একটি মিঠা পানির পুকুরও আছে। যে পানি পান করা ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কেউ এতে গোসল বা কাপড় কাচতে পারে না।

ইঞ্জিন বোটে প্রায় আড়াই কি.মি. গিয়ে ফরেস্ট অফিসে নামি। অতঃপর নিকটবর্তী রাস মেলার স্থান হয়ে সরাসরি সী বীচে পৌঁছি। অতঃপর আকর্ষণীয় উপকূলের উপর দিয়ে প্রায় ৩ কি.মি. পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বাধীন দলটি। দ্রুতগতির এই পদযাত্রায় দলের বয়োবৃদ্ধ সদস্যগণ যেন নতুন জীবন ফিরে পান। সমস্বরে উচ্চকিত 'আন্দোলন'-এর নানা শ্লোগানে বীচ এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। এভাবে তারা 'নিউমার্কেট' এলাকায় পৌঁছে যান এবং পার্শ্ববর্তী আলোর কোল-২ জামে মসজিদে পৌঁছে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। তারপর লঞ্চে ফিরে রাত ৮-টায় হিরণ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। ঘণ্টাখানেক পর সেখানে পৌঁছে লঞ্চে রাত কাটানো হয়।

(৫) হিরণ পয়েন্ট : খুলনা থেকে ১২০ কি.মি. ও মংলা থেকে ৮০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest)। ম্যানগ্রোভ পর্তুগীজ শব্দ। যার অর্থ স্বতন্ত্র গাছ। যার শ্বাসমূল অর্থাৎ শিকড়ের উর্ধমূখী শাখা ভুমি অথবা পানিতলের উপরে জেগে থাকে এবং এর ডগায় শ্বাসছিদ্র থাকে। সুন্দরবনের সালফার ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মাটি উচ্চতর ম্যানগ্রোভ প্রজাতির জন্য সহায়ক। ফলে এখানে সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, কেওড়া গাছ অধিকহারে জন্মে। কেওড়ার পাতা হরিণের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। এটি সুন্দরবনের দক্ষিণাংশের একটি সংরক্ষিত অভয়ারণ্য। এর আরেক নাম 'নীলকমল'। প্রমত্তা কুঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে, খুলনা রেঞ্জে এর অবস্থান। এটি ইউনেস্কো ঘোষিত অন্যতম বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage)। ১৯৯৫ সালের ২৪শে অক্টোবর এখান থেকে ১৯ শতকের সর্বশেষ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। সূর্যগ্রহণটি ২ মিনিট ১০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়েছিল।

২৭শে নভেম্বর রবিবার সকাল ৮-টায় এখানে নেমে ইঞ্জিন বোটের সাহায্যে ফরেস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। পথে সাদা ধবধবে অনেকগুলি বক দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বসে থাকতে দেখি। ইংরেজীতে Heron অর্থ বক। সম্ভবতঃ কোন ভীনদেশী পর্যটকের নযরে এটা পড়ায় তিনি এ স্থানের নাম রেখেছিলেন 'হিরণ পয়েন্ট'। যদিও এখানকার নীলাভ পানির 'নীলকমল' নদীর নামানুসারে স্থানটির আরেকটি নাম 'নীলকমল অভয়ারণ্য কেন্দ্র'। এখানে নৌবাহিনীর অফিস, হেলিপ্যাড, ফরেস্ট অফিস ইত্যাদি দ্বারা বেশ সাজানো গুছানো পরিবেশ। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বেশ উঁচু একটি ওয়াচ টাওয়ার। তিনজনের বেশী উঠলে নাকি দুর্বল টাওয়ারটি নড়তে শুরু করে। সেখানে আছে দু'টি মিঠা পানির পুকুর। একটি গোসল করার ও একটি পান করার জন্য নির্ধারিত। মহান আল্লাহর কী অপূর্ব নিদর্শন! চারিদিকে কটু লবণ পানি আর মাঝখানে সুন্দর মিঠাপানি। এখানে একটি নলকূপের পাইপ থেকে অনবরত গ্যাস বের হয়। গাইড তাতে ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেখালেন। ফলে সাগরের নীচে যে আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য অফুরন্ত জ্বালানীর ভাণ্ডার রেখেছেন তা বুঝা গেল।

হিরণ পয়েন্ট পরিদর্শনের সময় আমীরে জামা'আত এখানকার বনকর্মকর্তা এটিএম হেমায়েতুদ্দীনের সাথে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেন। পরিচয়ে জানা গেল ইনি তেরখাদা উপযেলা

সদরের ইখড়ী কাটেঙ্গা এলাকার মানুষ। আমীরে জামা'আত সহ আমরা যেখানে গত ২০১২ ও ২০১৪ সালে দু'বার উপযেলা সম্মেলনে গিয়েছি ও সেখানে নতুন একটি 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে পাঁচজন অসহায় মানুষ এসে আমীরে জামা'আতের নিকট আবেদন করলেন লঞ্চে করে খুলনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাদের বাড়ী পাইকগাছার বান্দীকাটি এলাকায়। বনে মাছ ধরতে এসেছিল। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কোন বাহন নেই। আমীরে জামা'আতের নির্দেশে তাদের লঞ্চে নেওয়া হ'ল। অতঃপর উক্ত বন কর্মকর্তার পরামর্শে ক্যানেলের অপর পাড়ে 'কেওড়াশুটি' নামে নতুন একটি স্পটে যাওয়া হ'ল। যা হিরণ পয়েন্ট থেকে ৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত। 'নীলকমল' নদী বেয়ে তার অপর পাড়ে ঘনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোয়া কিলোমিটার দীর্ঘ কাঠের ব্রীজ আর উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। হেঁটে হেঁটে সবাই দু'ধারে জঙ্গলের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। এসময় কয়েকটি হরিণের দেখা মেলে। এক স্থানে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা যায়। যা ভিডিও করে নেওয়া হয়।

খুলনায় রওয়ানা : হিরণ পয়েন্ট দেখার মধ্য দিয়ে তিনদিনের সুন্দরবন সফর শেষ করে ২৭শে নভেম্বর রবিবার বেলা ১১-টায় লঞ্চ খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। অতঃপর দিবাগত রাত ১২-টায় খুলনা লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।* অতঃপর সাতক্ষীরা-যশোর-খুলনার ভাইয়েরা নেমে যান ও আমীরে জামা'আত সহ বাকীরা লঞ্চে রাত্রি যাপন করেন। ইতিপূর্বে চট্টগ্রামের ভাইয়েরা মংলায় নেমে মাওয়ার পথে চট্টগ্রাম চলে যান। অন্যেরা বিভিন্নভাবে স্ব স্ব গন্তব্যে যাত্রা করেন।

কুইজ ও স্মৃতিকথা অনুষ্ঠান : রাজশাহী হ'তে সফরে বের হওয়ার আগেই আমীরে জামা'আত শিক্ষা সফরের সাথীদের উদ্দেশ্যে দু'টি কুইজ প্রস্তুত করে নেন। যাওয়ার পথে ২৬টি ও ফেরার পথে ২৫টি। আন্দোলন বিষয়ক, নবী-রাসূলদের জীবনী ও সুন্দরবন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে সমৃদ্ধ দু'টি কুইজ খুলনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পরই উভয় লঞ্চের যাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

২৫শে নভেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ৯-টায় কটকায় অবস্থানকালে উভয় লঞ্চের যাত্রীদের নিয়ে 'এমভি মুহ্য়ী নাফী' লঞ্চের শামিয়ানা ঢাকা ছাদের উপর মাইক যোগে ১নং কুইজের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয় এবং সাথে সাথে প্রশ্নোত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

কুইজের ১ম ও ২য় প্রশ্নটি ছিল 'ম্যানগ্রোভ বলতে কি বুঝায়?' ও 'সুন্দরবনের আয়তন কত?' পরের দিন ২৬শে নভেম্বর শনিবার রাত ৮-টায় 'ওয়াটার কিং-৮' লঞ্চের ছাদের উপর ২নং কুইজ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

এদিন কুইজের ১৬ নং প্রশ্ন ছিল আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬ খৃ.) সম্পর্কে। 'তাঁর নিঃস্বার্থ তাবলীগী সফরের কারণে আজ শিবসা নদীর তীরবর্তী সুন্দরবনের সর্বশেষ মুসলিম জনপদ নলিয়ান, সুতারখালী ও কালাবগীতে আহলেহাদীছ-এর সন্ধান পাওয়া যায়' কথাগুলি কার লিখিত কোন বইয়ে রয়েছে?

তাঁর আলোচনা আসতেই স্মরণ হ'ল ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 'আইলা' দুর্গত নলিয়ান, সুতারখালী ও কালাবগী এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কথা। সেদিন দক্ষিণ কালাবগীর মনছূর রহমান খান (৭৫), মিশকাত শেখ (৬৫), আহমাদ আলী শেখ (৭০) প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ সমাজ নেতাগণ মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আপনার আব্বা আমাদেরকে প্রথম 'মুসলমান' বানিয়েছেন। মেশকাত শেখ বলেন, আমার ছোট দাদা নঈমুদ্দীন শেখ আপনার আব্বার হাতে বায়'আত করে 'আহলেহাদীছ' হন। আশপাশের বিদ'আতী মৌলবীরা তাঁর সঙ্গে বাহাছ করে সর্বদা পরাজিত হ'ত। যার ফলে আজ নলিয়ান, সুতারখালি ও কালাবগীর অধিকাংশ মানুষ আহলেহাদীছ হিসাবে জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছে' *(শেখ আখতার হোসেন, সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী ১৯ পৃ.)*। সেই সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে আজ আবারো আমরা যাচ্ছি। ভাবছি সেই বিগত মনীষীদের ত্যাগপূত খিদমতের কথা। সুদূর সাতক্ষীরা থেকে নদীপথে কত কষ্ট করে এসে তাঁরা এইসব অঞ্চলে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন! তাঁদের রেখে যাওয়া যমীন আজ আমরা চাষ করছি মাত্র। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করুন- আমীন!

কুইজ শেষ হ'লে শুরু হয় 'স্মৃতিকথা' অনুষ্ঠান। সাতক্ষীরার প্রবীণ শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমানের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে এটি শুরু হয়। অতঃপর নবীন-প্রবীণ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ তাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি তুলে ধরেন। আহলেহাদীছ হওয়ার অপরাধে কিভাবে তারা নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েছেন এরূপ কিছু ঘটনাও উঠে আসে স্মৃতির পাতা থেকে। অতঃপর রাত ১১-টায় আমীরে জামা'আতের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

তৃতীয় দিন ২৭ নভেম্বর রাত ৮-টায় খুলনা ফেরার পথে 'ওয়াটার কিং-৮' লঞ্চের নীচতলায় ডাইনিং হলে 'স্মৃতিকথা'র বাকী অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা সফরের বিদায়ী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গতদিনের মত বিভিন্ন যেলার কর্মীরা তাদের সাংগঠনিক জীবনের নানা বাধা-বিপত্তির কাহিনীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি সমূহ তুলে ধরেন।

বিদায় পর্বে খাদ্যবিভাগসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সাতক্ষীরা যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি সকলে প্রাণখোলা অভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর সবশেষে শিক্ষা

সফরের বিদায় বেলায় আমীরে জামা'আত আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী নছীহতে বলেন, সংগঠন একটি পরিবারের মত। সমাজ সংস্কারের কঠিন লক্ষ্যে আমাদের সংগঠন পরিচালিত। আল্লাহ্র রহমত যাতে সর্বদা আমাদের সাথী হয়, সেজন্য নিজেদেরকে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা আবশ্যক। বিশাল সমুদ্র, চোখ জুড়ানো বনাঞ্চল সবই আল্লাহ্র আনুগত্য করে। সবই তাঁর গুণগান করে। আল্লাহ্র এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখে আমাদের সার্বিক জীবন আল্লাহ্র আনুগত্যে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা সফর সুসম্পন্ন হৌক, এটাই কামনা করি। পূর্ণ আনুগত্য, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সুন্দর শৃংখলা বোধের পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাতক্ষীরা যেলা সংগঠন ও খাদ্য বিভাগের সকলের প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। আল্লাহ তাদেরকে এমনিভাবে নেকীর কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

এ সময় সাতক্ষীরা যেলার পক্ষ হ'তে সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা আলতাফ হোসেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান সবাইকে ধন্যবাদ দেন ও ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন।

শিক্ষা সফরে খাদ্যবিভাগের মূল দায়িত্ব পালন করেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ। তাদেরকে সহযোগিতা করেন বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি যেলার 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ।

সফরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল খালেক, উপদেষ্টা এডভোকেট যিল্লুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। রান্না-বান্নার মূল দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল গফুর (৫৮)।

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন : পাঁচ দিনের সুন্দরবন সফর শেষে আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে ২৮শে নভেম্বর সোমবার ভোর সাড়ে ৬-টায় আন্তঃনগর সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে খুলনা থেকে রাজশাহী রওয়ানা হন। স্টেশনে আমীরে জামা'আতকে বিদায় জানান 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির ও খুলনা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শু'আয়েব আহমাদ। রাজশাহী হ'তে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগের ম্যানেজার আব্দুল বারী ও আইটি সহকারী ওয়ালিউল্লাহ। এই সফরে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার সহযাত্রী ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)।

যেলা সম্মেলন ॥ মেহেরপুর

আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের উপর দৃঢ় থাকুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মেহেরপুর ২রা ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে শহরের পৌর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজ আল্লাহ বিরোধী তৎপরতা দীপ্যমান। খ্রিষ্টানী রাজনীতি, ইহূদী অর্থনীতি, শিরকী ধর্মনীতি মুসলিম সমাজকে রক্তহীন খোলসে পরিণত করেছে। এই সমাজের পরিবর্তন ব্যতীত মানবতার কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজের আমূল সংস্কার অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন স্রোত পাল্টে দেওয়ার মত সৎসাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একদল মানুষের। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' উক্ত লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সকলকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের উপরে অবিচল থাকার ও সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক হায়দার আলী, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী প্রমুখ।

এর পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন। খুৎবায় তিনি সকলকে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়ায় আহ্বান জানান।

যেলা সম্মেলন ॥ টাঙ্গাইল

জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য জান্নাতী হেদায়াত মেনে চলুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

টাঙ্গাইল ৫ই ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে যেলার মির্জাপুর থানাধীন গবড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ডাইনে-বামে সর্বত্র শয়তানী প্রতারণা ছিন্ন করে জান্নাতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার ও সমাজকে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এজন্য তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় সকলকে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে সকাল ১০টা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, ঢাকা বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদ-এর খতীব হাফেয শামসুর রহমান আযাদী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মাজেদ, অত্র জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শহীদুল্লাহ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন স্থানীয় কাঞ্চনপুর জামে মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক।

সম্মেলনে টাঙ্গাইল যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহের ত্রিশাল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জও ঢাকা থেকেও কর্মীরা যোগদান করেন।

নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের জন্য পৃথক 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

অদ্য ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৬ শনিবার বেলা সাড়ে ১১-টায় মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অব্যাহত গণহত্যা ও নিকৃষ্টতম বর্বরতার প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে জাতিসংঘের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি বলেন, আরাকানের মগ দস্যুদের দ্বারা একসময় এদেশের মানুষ নির্যাতিত হয়েছিল, আজও সেই মগ দস্যুদের দ্বারা আরাকানের মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। তিনি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের নির্যাতন থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের রক্ষায় স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ সরকারের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, আল্লাহকে ভয় করে কিছু করুন ও নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ান। নতুবা কাল ক্বিয়ামতের দিন ১৭ কোটি মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে আপিল করবে। দয়া করে মানবিক হৌন। গণতন্ত্রী হওয়ার চাইতে মানবিক হওয়া বেশী যরূরী।

পালিয়ে আসা অসহায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছের নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহ্র যেকোন বান্দা, সে মুসলিম হৌক, হিন্দু হৌক, বৌদ্ধ হৌক যদি সে বিপদে পড়ে, মুসলিম হিসাবে তাকে সাহায্য করা আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব। তাই যদি সরকার অনুমতি দেয়, তবে এদেশের মানুষ চাঁদা তুলে তাদের খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ। সরকারের একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না।

সমাবেশে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, আরাকানের মুসলমানরা ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার ভিন্নতার কারণে যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হচ্ছে। সেদেশে সামরিক জান্তা সরকার ১৯৮২ সালে আরাকানের মুসলমানদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়। ফলে নিজ স্বাধীন ভূখণ্ডে এরা আজ নাগরিকত্বহীন ও ভূমিহীন উদ্বাস্তু। যদি বর্ণ, ভাষা ও ধর্মীয় ভিন্নতা নাগরিকত্বের মানদণ্ড হয় তাহ'লে বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতিদের এ দেশে বাস করার কোন অধিকার নেই। তিনি বাংলাদেশ সরকারের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, হিন্দু প্রধানমন্ত্রী যদি সারা বিশ্বের নির্যাতিত হিন্দুদের নিজ দেশে আশ্রয়ের অঙ্গীকার করতে পারেন, তাহ'লে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কেন প্রতিবেশী নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে কথা বলছেন না?

প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম বলেন, 'আরাকানের মযলূম মুসলমানরা নিজ দেশে থাকতে না পেরে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। অপর দিকে মুসলমানদের রক্তের স্রোতে ভাসছে আরাকান। সেখানে মানবতার লেশমাত্রও নেই। এহেন অমানবিক কর্মকাণ্ডের পরেও জাতিসংঘসহ মানবাধিকার সংস্থাগুলো আরাকানের মযলূম মুসলমানদের ব্যাপারে নিশ্চুপ কেন? যে জাতিসংঘ ইন্দোনেশিয়া ভাগ করে পূর্ব তিমুর এবং সুদান ভাগ করে খ্রিষ্টানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান তৈরী করেছে, সেই জাতিসংঘের উচিত দীর্ঘ দিন যাবৎ নির্যাতিত আরাকানী মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করা'।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল

নূরুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি অধ্যাপক দুররুল হুদা, সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ পেশ করা হয় :

(১) সাম্প্রতিক গণহত্যা বন্ধে মিয়ানমারের উপর সকল প্রকারের কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করার জন্য এ সমাবেশ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে সকল প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছে। (২) বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পুনরায় ফেরৎ না পাঠানোর জন্য এবং তাদেরকে সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে। (৩) এ সমাবেশ মিয়ানমার নেত্রী 'অং সান সুচি'-র নোবেল শান্তি পুরস্কার বাতিলের জন্য আন্তর্জাতিক নোবেল কমিটির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। (৪) এ সমাবেশ প্রতিবেশী চীন ও ভারতকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদেরকে মিয়ানমারের উপর কঠোর চাপ সৃষ্টির দাবী জানাচ্ছে। (৫) এ সমাবেশ বর্মী দুঃশাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য জাতিসংঘের প্রতি অতীতের ন্যায় পৃথক 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছে।

(১৮ই ডিসেম্বর জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব, প্রথম আলো, নয়াদিগন্ত ও জনকণ্ঠ এবং স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদ, সানশাইন ও সোনারদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পুঠিয়া উপযেলার প্রচার সম্পাদক ও ধোকড়াকুল এলাকার সভাপতি আমীরুদ্দীন মুন্সী (৭১) গত ৩রা ডিসেম্বর'১৬ শনিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় রাজশাহীর লক্ষ্মীপুরস্থ সিডিএম হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে যান। গত ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে জমিজমা দেখার জন্য মাঠে গিয়ে তিনি ব্রেন স্ট্রোক হয়ে পড়ে যান। সেখান থেকে তাকে নিয়ে এসে প্রথমে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অতঃপর তাকে লক্ষ্মীপুরস্থত সিডিএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঐ দিন বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলী এবং মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তার নিজ গ্রাম পুঠিয়া উপযেলার ধোকড়াকুলে নিয়ে যাওয়া হয়। বাদ আছর ধোকড়াকুল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তার ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি পুঠিয়া ইসলামিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ ইলিয়াসুদ্দীন। এ সময় রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ূব আলী, সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র রাজশাহী-পূর্ব যেলা এবং পুঠিয়া, দুর্গাপুর, চারঘাট, বাঘা উপযেলা ও তাহেরপুর এলাকার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর বাঙ্গালী ছাত্রদের সম্পর্কে তথ্য আহ্বান

বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদীর (১৮৫৭-১৯১১ খৃ.) পৌত্র মুহাম্মাদ তানযীল ছিদ্দীকী হুসাইনী 'দাবিস্তানে নাযীরিয়াহ' নামে শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খৃ.)-এর 'জীবন ও কর্ম' সবিস্তার লিপিবদ্ধ করছেন। এর প্রথম খণ্ডে মিয়াঁ ছাহেবের বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ছাত্রদের জীবন ও কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর বাঙ্গালী ছাত্রদের সম্পর্কে গবেষক যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন তা নিতান্তই অপ্রতুল। এজন্য গত ১৫ই নভেম্বর তারিখে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বরাবর ই-মেইল প্রেরণ করে তিনি এ বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা চেয়েছেন। সেকারণ মিয়াঁ ছাহেবের বাঙ্গালী ছাত্রদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিখে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। লেখার সাথে লেখকের পরিচয়, পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা

থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫

মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯

ই-মেইল : tahreek@ymail.com

Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : জনৈকা স্ত্রী তার স্বামীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। শরী'আতে এর শাস্তি কি?

-এস কে হেলাল, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া কাবীরা গুনাহ *(নববী, শরহ মুসলিম হা/৬৪-এর ব্যাখ্যা)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী *(বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪)*।

লাক্বীত্ব বিন ছাবেরাহ (রাঃ) বলেন, 'একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, আমার একজন স্ত্রী রয়েছে যে নোংরা কথা বলে ও গালি-গালাজ করে। তিনি বললেন, তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম, তার ঘরে আমার একটি সন্তান রয়েছে এবং সে আমার পুরানো সঙ্গিনী। তিনি বললেন, তাকে উপদেশ দাও। যদি তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে, তাহ'লে সে তা গ্রহণ করবে। তবে তুমি তোমার শয্যাসঙ্গিনীকে বাঁদীর ন্যায় মারবে না' *(আবুদাঊদ হা/১৪২; মিশকাত হা/৩২৬০)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর নিকটে মোহর আদায় থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং স্ত্রীও ক্ষমা করে দিয়েছে। এরূপ করা জায়েয হয়েছে কি?

-আল-আমীন, পোতাহাটী, ঝিনাইদহ।

উত্তর : এরূপ করা জায়েয নয়। কারণ মোহর পরিশোধ করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*। অতএব এটাকে ফরয মনে করেই বিয়ের সময় স্ত্রীকে নগদ অথবা পরে যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করতে হবে। বিয়ের রাতে বা মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীর নিকট মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ নিঃসন্দেহে প্রতারণা মূলক। এ থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে মোহর নগদ না দিলে স্ত্রী হালাল হয় না, একথা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা স্বপ্নে দেখলে তার জন্য জাহান্নামের আযাব হারাম হয়ে যাবে। এ মর্মে ছহীহ কোন দলীল আছে কি?

-মাকছূদুর রহমান, উযীরপুর, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি ভিত্তিহীন *(ফৎওয়া শায়খ বিন বায ৪/৪৪৫, ২৫/১২৬)*। এছাড়াও তিরমিযীতে বর্ণিত 'যে আমাকে বা আমার কোন ছাহাবীকে দেখল, সে মুসলমানকে আগুন স্পর্শ করবে না' বর্ণনাটিও যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৮৫৮; যঈফুল জামে' হা/৬২৭৭)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : তাবলীগী কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর বঙ্গানুবাদে লেখা আছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ৯৯টি নাম রয়েছে। এর সত্যতা আছে কি?

-যিয়াউর রহমান, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : কথাটি ঠিক নয়। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, 'আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ। আমি মাহী; আমার দ্বারা আল্লাহ সমস্ত কুফরী দূর করবেন। আমি হাশির; আমার পেছনে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং আমি আকিব, যার পরে কোন নবী নেই *(বুখারী হা/৪৮৯৬; মুসলিম হা/২৩৫৪; মিশকাত হা/৫৭৭৬)*। অন্য বর্ণনায় তিনি নিজেকে নবীউর রহমাহ (রহমতের নবী), 'নবীউত তওবাহ', 'নাবীউল মালহামাহ' (যুদ্ধের নবী) বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আহমাদ হা/১৯৬৬৮; মুসলিম হা/২৩৫৫; মিশকাত হা/৫৭৭৭)*। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন মুতাওয়াক্কিল *(বুখারী হা/২১২৫)*, মুবাশশির, হাদী, আমীন, মুযযাম্মিল, শাহেদ, বাশীর, নাযীর ইত্যাদি। ইমাম নববী, সুয়ূতী প্রমুখ বিদ্বানগণ কুরআনে উল্লেখিত নামসমূহকে তাঁর গুণবাচক নাম বলে আখ্যায়িত করেছেন *(তাহযীবু আসমাইল লুগাহ ১/৪৯; তানবীরুল হাওয়ালিক ১/২২৭)*। কেউ কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর এক হাযার নাম আছে বলে উল্লেখ করেছেন *(মু'জামুল মানাহিল লাফযিয়া ৩৬১ পৃঃ)*। তবে তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : মসজিদে যেসমস্ত খাবার মানত হিসাবে দেওয়া হয়, তা সকল মুছল্লী খেতে পারবে কি?

-মুহসিন

খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : মানত মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৬)*। তাই মসজিদের মুছল্লীগণকে খাওয়ানোর নিয়তে মানত করলে সকলেই খেতে পারে। আর যদি কেবল ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোর নিয়ত থাকে, তবে কেবল তারাই খাবে। অর্থাৎ যখন যেভাবে মানত করবে তখন সেভাবে বাস্তবায়ন করবে। তবে গোনাহের কাজে মানত করা যাবে না *(মুসলিম হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৩৪২৮)*।

রাসূল (ছাঃ) মানত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা মানত করো না। মানত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। এটি কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু অংশ বের করে আনে মাত্র' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৬)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : আমার ছেলের বয়স ৭ বছর ও মেয়ের বয়স ৩ বছর। তাদেরকে চাচী বা খালার নিকটে রেখে স্ত্রী সহ হজ্জে যেতে চাই। কিন্তু প্রতিবেশীদের বক্তব্য মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে অথবা ৩ বছর দেরী করতে হবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মীর হোসাইন, খাগড়াছড়ি।

উত্তর : হজ্জ পালনের জন্য এরূপ কোন শর্ত শরী'আতে নেই। তাই সন্তানদের চাচী বা খালা ও অনুরূপ নিকট আত্মীয়ের কাছে রেখে হজ্জে যেতে বাধা নেই। সন্তানদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পিতার। তিনি যেখানে নিরাপদ মনে করবেন সেখানেই রেখে যাবেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৬৬)*। রাসূল (ছাঃ)- বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত তা সম্পন্ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১৭৩২, মিশকাত হা/২৫২৩ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। তবে যরূরী কারণ বশতঃ দেরী হ'লে কোন দোষ নেই *(উছায়মীন, ঐ)*। 'মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে অথবা ৩ বছর দেরী করতে হবে' কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : ফজরের ছালাতের পূর্বে গোসল ফরয হ'লেও ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি দুপুরে গোসল করি। এভাবে নিয়মিতভাবে ছালাত ক্বাযা করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-মৌসুমী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এটি শরী'আত সম্মত নয়। গরম পানি করে গোসল করবে। তার ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৫৩১)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪ 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/১৫৪)*। এছাড়া আহত ব্যক্তিও গোসল না করে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে *(আবুদাঊদ হা/৩৩৬, ৩৬৭, 'আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : আমেরিকায় সিটিজেনশীপ পাওয়ার জন্য ডিভি লটারীর টিকিট ক্রয়ে কোন বাধা আছে কি?

-তোফায়েল আহমাদ
আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ লটারী বৈধ *(দ্রঃ বুখারী হা/২৬৮৮ 'কিতাবুশ শাহাদাত'; আবূদাঊদ হা/৩১৩৮; নাসাঈ হা/৩৪৮৮; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪৮)*। তবে জীবিকা অর্জনের জন্য অমুসলিম দেশে না গিয়ে মুসলিম দেশে অবস্থান করাই উচিৎ। কারণ ঐসব দেশে দ্বীনী পরিবেশ ও স্বাধীনতা নেই। অতএব দুনিয়া অর্জনের চাইতে দ্বীন রক্ষা করা অধিক যরূরী *(শূরা ৪২/২০)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : আমি প্রবাসে থাকি। দেশে থাকা পিতা-মাতা আমার পুরো উপার্জনই ভোগ করতে চান। আমার স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচ করতে অনীহা পোষণ করেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-বদরুল আলম, দক্ষিণ কোরিয়া।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সন্তানের উপার্জন থেকে প্রয়োজন মত পাওয়ার অধিকার যেমন পিতা-মাতার রয়েছে, তেমনি স্ত্রী-সন্তানেরও রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ হা/২৮৭০; মিশকাত হা/৩০৭৩)*। এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা সে সম্পদের মুখাপেক্ষী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। জেনে রেখ, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা সন্তানদের উপার্জন খাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, 'সন্তানদের সম্পদ অতটুকু তোমাদের, যতটুকু তোমাদের প্রয়োজন' *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৬৪)*।

মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, 'যখন তুমি খাবে, তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে *(আবুদাঊদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর তুমি সাধ্যমত তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর' *(আহমাদ হা/২২২১২৮; মিশকাত হা/৬১)*। তিনি বলেন, 'তোমার পরিবারেরও তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে। অতএব প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান কর' *(বুখারী হা/১৯৬৮; মিশকাত হা/২০৬১)*। অতএব পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে। একান্ত না বুঝলে তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করে বাকী অর্থ নিজ দায়িত্বে স্ত্রী-সন্তানের জন্য ব্যয় করবে।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : রাস্তায় সহ যেকোন স্থানে হাঁটা-চলার সময় দৃষ্টি কোন দিকে থাকা উচিৎ? রাস্তায় চলার আদব কি কি?

-আয়নাল হক
কাদাকাটি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাস্তায় চলার আদব হ'ল- দৃষ্টি অবনমিত রাখবে *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। এদিক সেদিক তাকাবে না *(হাকেম হা/৭৭৯৪; ছহীহাহ হা/২০৮৬)*। সতর্কতার সাথে পথ চলবে, যাতে অন্যের বা নিজের কোন ক্ষতি না হয় *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। অহংকার পরিহার করে বিনয়ের সাথে পথ চলবে *(ইসরা ১৪/৩৭; ফুরকান ২৫/৬৩)*। মধ্যম গতিতে পথ চলবে *(লোকমান ৩১/১৯)*। নারীরা রাস্তার মধ্যস্থল দিয়ে না চলে একপার্শ্ব দিয়ে চলবে *(আবুদাঊদ হা/৫২৭২; ইবনু হিব্বান, ছহীহাহ হা/৮৫৬)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : সিজদার সময় দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাটির সাথে ঠেকিয়ে রাখা যাবে কি?

-রুস্তম আলী, সারদা, রাজশাহী।

উত্তর : না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তুমি সিজদা করবে, তখন হাতের তালু মাটিতে এবং উভয় কনুই উঁচু রাখবে *(মুসলিম হা/৪৯৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উঁচু

Contents

করবে এবং খাড়া করে রাখবে *(ইবনু হিব্বান হা/১৯১৬; মিশকাত হা/৮৮৯)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন (সিজদায়) কুকুরের ন্যায় যমীনে হাত বিছিয়ে না দেয়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৮)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : ইস্তেখা-রার দো'আ ফরয ছালাতের শেষ তাশাহহুদের মধ্যে পাঠ করা যাবে কি?

-রুকসানা ইয়াসমীন, খুলনা।

উত্তর : যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) তা নফল ছালাতে পাঠের জন্য বলেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে 'ইস্তেখা-রাহ' শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর বলবে,... *(বুখারী হা/১১৬২; মিশকাত হা/১৩২৩)*। অতএব ইস্তেখা-রার দো'আ নফল ছালাতে পড়বে *(নায়লুল আওত্বার ৩/৩৫৪, 'ইস্তেখা-রাহ্'র ছালাত' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : আমাদের এখানে একজন আলেম বলেছেন, জান্নাতীদেরকে সত্তর বছর যাবৎ জান্নাতী গান শুনানো হবে। তারপর যথাক্রমে দাঊদ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) গান গাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নিজেই গান গেয়ে শুনাবেন। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-সাঈদ আহমাদ
বশীরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এসব নিতান্তই ভিত্তিহীন বানোয়াট বক্তব্য। এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল জান্নাতবাসীদের কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাবেন মর্মের বর্ণনাগুলোর কোনটি যঈফ আবার কোনটি জাল *(যঈফুল জামে' হা/১৮৩৪, ৪১৫৮; দায়লামী, মীযান ৪/৭৪; যঈফাহ হা/১২৪৮, ৩২৮২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৪১১)*। দাউদ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে জান্নাতে তাঁর প্রশংসা করে গান গাইবেন মর্মে বর্ণিত বর্ণনাটিও দুর্বল *(মুসনাদু আবদ বিন হুমাইদ হা/৮৫১; যঈফুত তারগীব হা/২১৮৪)*। তবে জান্নাতে হূরগণ গান গেয়ে শুনাবে মর্মে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহুত তারগীব হা/৩৭৪৯; ছহীহুল জামে' হা/১৫৬১)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : কোন মেয়ে যদি ভুল করে স্বামীকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে তাহ'লে সেটি 'যিহার' হবে কি? ঐ মেয়ের বা তার স্বামীর করণীয় কি?

-মামূন আল-হাসান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রীর পক্ষ থেকে যিহার হয় না *(ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমাহ ২/৮০৩ পৃঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব-১৯)*। করলে তা বাজে কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। মুমিন অনর্থক কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকে *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। অতএব এ ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যরূরী *(দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৮/৬০ 'যিহার' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : জনৈক ব্যক্তি তার দুই বন্ধুকে সাক্ষী রেখে জনৈক নারীকে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এবং উক্ত নারী তাতে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু তাদের মাঝে পরবর্তীতে কোন সহবাস হয়নি। এছাড়া বিবাহের কোন রেজিস্ট্রি হয়নি। এক্ষণে এ বিবাহ গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি?

-রবীউল আউয়াল, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সংঘটিত হয়নি। কারণ নারীর পিতা বা তাঁর অবর্তমানে বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ হয়না *(আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৩১৩০)*। তিনি আরও বলেন, 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না এবং নিজেকেও (ওলী ব্যতীত) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৭২৯৮)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'দু'জন সাক্ষী এবং একজন ন্যায়নিষ্ঠ অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : আমাদের দেশে অধিকাংশ জানাযার পূর্বে লাশ সামনে রেখে ইমাম ছাহেব বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কিছু বক্তব্য পেশ করে থাকেন। এরূপ করা শরী'আতসম্মত কি?

-আল-আমীন, পোতাহাটী, ঝিনাইদহ।

উত্তর : এসময় কেবল ইমাম ছাহেব উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে ঈমান বর্ধক কিছু সংক্ষিপ্ত কথা বলতে পারেন *(বুখারী হা/১৩৬২; মিশকাত হা/৮৫, ১৬০৩)* এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্য হ'তে মাইয়েতের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে বলতে পারেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৯)*। আর জানাযার আগে বা পরে সকলে ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারেন। কেননা মুমিন বান্দাগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী স্বরূপ' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৬২, 'জানাযা' অধ্যায়)*। তবে জানাযার সময় উপস্থিত সকলের সমস্বরে 'মাইয়েত ভাল ছিলেন' বলে সাক্ষ্য দেওয়ার রেওয়াজটি নিন্দনীয় বিদ'আত *(তালখীছ পৃঃ ২৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২৪)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি এমন তিনটি জিনিস ভালোবাসি, লোকে যা ঘৃণা করে। দরিদ্রতা, অসুস্থতা এবং মৃত্যু। কারণ দরিদ্রতা মানুষকে বিনয়ী করে, অসুস্থতায় গুনাহ মোচন হয় এবং মৃত্যুর ফলে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। এ বর্ণনার সত্যতা আছে কি?

-নাছিরুদ্দীন, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ঘটনাটি সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ত্বাবাকাতুল কুবরা, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ছিফাতুছ ছাফওয়া প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর সনদ যঈফ *(যাহাবী, তাহকীক সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩৪৯; হিলয়াতুল আওলিয়া ১/২১৭)*। তাছাড়া কথাগুলো হাদীছ বিরোধী। কারণ রাসূল (ছাঃ) দরিদ্রতা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করতেন এবং অসুস্থতা থেকে বাঁচার জন্য দো'আ করতেন *(বুখারী হা/৫৬৭১; আবুদাউদ হা/১৫৪৪, ৫০৭৪; মিশকাত হা/২৪৬৭, ১৬০০, ২৩৯৭)*।

Contents

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : আমার অতি নিকটের কিছু মানুষ আমাকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আব্দুর রাযযাক, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : কেউ মন্দ কাজে প্ররোচিত করলে তা করা যাবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ ;মিশকাত হা/৩৬৬৪)*। এমনকি পিতা-মাতা হ'লেও নয় *(লোকমান ৩১/১৫)*। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি সদাচরণ বজায় রাখতে হবে, উত্তমরূপে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজন ব্যতীত এড়িয়ে চলতে হবে *(নাহল ১৬/১২৫; আ'রাফ ৭/১৯৯)*। তাই বলে স্থায়ীভাবে সম্পর্কচ্ছিন্নও করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট ঘোষণা, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : নিয়মিত নেশা করা, কালো খেযাব ব্যবহার করা, টাখনুর নীচে কাপড় পরা প্রভৃতি কবীরা গোনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য ফরয ইবাদত করার কোন প্রয়োজন আছে কি?

-এম, এ, মুঈদ, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এসব ব্যক্তিকেও ফরয ইবাদতসহ অন্যান্য ইবাদত করতে হবে। কারণ তার ইবাদতই হয়ত তাকে একসময় পাপ থেকে ফিরিয়ে আনবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতে ছালাত আদায় করে, কিন্তু ভোরে উঠে সে চুরি করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, শীঘ্রই ছালাত তাকে তা হ'তে নিবৃত্ত রাখবে *(আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭; ছহীহাহ হা/৩৪৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : প্রায় ১০ বছর পূর্বে একটি মসজিদে মুছল্লীদের মধ্যে কথা কাটাকাটির ফলে কিছু মুছল্লী বিদ্বেষবশতঃ পাশেই পৃথক মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর থেকে ঐ মসজিদের মুছল্লীরা এই মসজিদে কখনোই আসে না। এক্ষণে পরবর্তীতে নির্মিত মসজিদে ছালাত হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : একই সমাজে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে যদি নতুন মসজিদ তৈরি করা হয় এবং যার দ্বারা মুমিন সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি ও ক্ষতি করা উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে উক্ত মসজিদকে 'মসজিদে যেরার' বা 'ক্ষতিকর মসজিদ' বলা হয়। এরূপ মসজিদ তৈরীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এবং তা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত; আলবানী, আছ-ছামরুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৩৯৮)*। সুতরাং দ্বিতীয় মসজিদটি যদি স্রেফ বিদ্বেষবশতঃ নির্মিত হয়ে থাকে, তবে সে মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : 'আল্লাহপাক আদম (আঃ)-কে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : হাদীছটির পটভূমিতে বলা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি এক বালকের গালে চপেটাঘাত করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এভাবে গালে চপেটাঘাত করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৪৬)*। এ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূলতঃ মানুষের মুখমণ্ডলের মর্যাদা নির্দেশ করেছেন এবং মানবদেহের মর্যাদাপূর্ণ এই অঙ্গে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। বাকী থাকে হাদীছাংশে উল্লেখিত সর্বনাম (ه)-এর প্রত্যাবর্তন স্থল কোন দিকে? এর জবাবে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও হাদীছটির পটভূমির আলোকে এর প্রত্যাবর্তনস্থল হবে 'আদম'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে তাঁর (আদমের) নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তিনি পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন যার উচ্চতা ছিল ষাট হাত *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২৮৪১-এর ব্যাখ্যা)*। ইবনু হাজার বলেন, ...এ হাদীছগুলো শক্তিশালী করে যে, উক্ত সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল আদম (আঃ) *(বুখারী হা/৬২২৭-এর ব্যাখ্যা)*। আলবানী বলেন, صُوْرَتِهِ তে সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল 'আদম'। যে হাদীছে এর প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহ্র দিকে করা হয়েছে তা মুনকার ও যঈফ *(ছহীহাহ হা/৪৪৯, ৮৬২; যঈফাহ হা/১১৭৬)*। অতএব আদম (আঃ)-কে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে আদমের মত হাত-পা, নাক, কান, মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ দিয়েই সৃষ্টি করা হবে। তাদের অন্য কোন আকৃতিতে সৃষ্টি করা হবে না।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : আবুদাঊদ হা/৩৮৯৩ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) তাবীয লিখে তা সন্তানদের গায়ে লটকিয়ে দিতেন। এক্ষণে তাবীযের বিধান কি হবে?

-হারূনুর রশীদ,
ডাকবাংলা বাজার, ঝিনাইদহ।

উত্তর : আছারটির মধ্যেকার দো'আটি ছহীহ হ'লেও *(আবুদাউদ হা/৩৮৯৩; মিশকাত হা/২৪৭৭)* ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর আমলের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা যঈফ *(আলবানী, আল-কালিমুত তাইয়্যিব হা/৪৯)*। এছাড়া এর বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন এবং যে কড়ি লটকাবে আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য দান না করেন'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তার দায়-দায়িত্ব তার উপরেই বর্তাবে' অর্থাৎ আল্লাহ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : বর্তমানে মোবাইলে পরিচিত-অপরিচিত যুবক-যুবতীরা অনেক গল্প বা প্রেমালাপ করে থাকে। এরূপ কথা-বার্তায় গুনাহ হবে কি?

-খোকন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

Contents

উত্তর : হবে। এসব মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু বিনা প্রয়োজনে এরূপ কথা-বার্তা যেনার শামিল। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা তাকানো, কানের যেনা শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে চলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়' *(আহযাব ৩৩/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশ্লীল কথা ও কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪ 'আদব' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজে মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে খুন, ধর্ষণ, পরকীয়া সহ নানা অশ্লীলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র। তাই এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা একান্ত যরূরী।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : নবম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ে ১৬৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন ও চল্লিশ বছর যাবৎ রাতে ঘুমাননি। অর্থাৎ এশার ওযূতে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। বর্ণনাটি কতটুকু সত্য?

-আনীস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এসব বর্ণনা মুক্বাদ্দামা শরহ বেকায়াহ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তবে তার সবই যঈফ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৩০৩. ফাতাওয়াউল কুবরা ২/১৩৭)*। আলবানী বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এশার ওযূতে চল্লিশ বছর ফজরের ছালাত আদায় করেছেন, তাতে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। কারণ তাঁর থেকে এসকল ঘটনার কোন ভিত্তি নেই *(আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ ১/১২৩; আছলু ছিফাতি ছালাতিন্নবী ২/৫৩১)*। মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী বলেন, এগুলো ইমাম ছাহেবের প্রতি স্পষ্টভাবে মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এরূপ কথা তাঁর দিকে সম্পর্কিত করা সমীচীন নয়। ...এগুলো মূর্খ পক্ষপাতদুষ্টদের রচিত গল্প মাত্র। তবে তিনি মুত্তাকী ও ইবাদত গুযার মানুষ ছিলেন *(আর-রাদ্দু 'আলাল মু'তারিয ১/৪৪)*। তাঁর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, একদা আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম তখন এক লোক বলল, ইনি আবু হানীফা, যিনি রাতে ঘুমান না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! সে যেন আমার ব্যাপারে এমন কথা বর্ণনা না করে, যা আমি করি না *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯৯; তাহযীবুল কামাল ২৯/৪৩৫; শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : আমরা জানি টিকটিকি মারলে নেকী হয়। অথচ বিনা কারণে প্রাণী হত্যা গুনাহের কাজ। এক্ষণে এর পিছনে কারণ কি?

-আল-আমীন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমতঃ এটা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) টিকটিকি মারার আদেশ দিয়েছেন এবং একে ছোট ফাসিক বলে নামকরণ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২০)*। দ্বিতীয়তঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হ'লে আগুনকে প্রজ্বলিত করার জন্য এই প্রাণীটি আগুনে ফুঁক দিয়ে ছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যখন সকল প্রাণী আগুন নিভানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিল তখন টিকটিকি তাতে ফুঁক দিয়েছিল (আগুন আরও প্রজ্বলিত করার জন্য) *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৩১; ছহীহাহ হা/১৫৮১)*। তৃতীয়তঃ এটি ক্ষতিকর প্রাণী। এর লেজে ক্ষতিকর মাদকতা রয়েছে।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : জনৈক আলেম বলেন, টয়লেটে থাকা অবস্থাতেও সালাম প্রদান বা গ্রহণ করতে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-মামূন. মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : না। বরং এসময় উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এসে উত্তর দিতে হবে। এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত *(বুখারী হা/৩৩৭; আবুদাঊদ হা/১৭; মিশকাত হা/৪৬৭, ৫৩৫)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : কুরআন মাজীদ মুখস্থ পড়ায় এক হাযার এবং দেখে পড়ায় দুই হাযার নেকী হয়। এর সত্যতা আছে কি?

-মহীউদ্দীন
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৬৭; যঈফুল জামে' হা/৪০৮১)*। এছাড়া কুরআন দেখে পড়া বা মুখস্থ পড়ার মধ্যে ছওয়াবের পার্থক্যের বিষয়ে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এবিষয়ে যত হাদীছ আছে সবগুলিই যঈফ ও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬, ৪০১১)*। মূলতঃ কুরআন অনুধাবন সহকারে পাঠ করতে হবে *(ছোয়াদ ৩৮/২৯; মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। যিনি যতবেশী অনুধাবন করবেন এবং তা বাস্তবে আমল করবেন, তিনি ততবেশী নেকীর অধিকারী হবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : ইমাম ছালাত শুরু করার পূর্বে ভুলবশতঃ নিজেই ইক্বামত দিয়েছেন। এজন্য মুক্তাদীদের মধ্যে কাউকে পুনরায় ইক্বামত দিতে হবে কি?

-খলীলুযযামান
সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ইমাম ইক্বামত দেওয়ায় কোন দোষ নেই। যে কেউ ইক্বামত দিতে পারে। আর আযান দাতাকেই ইক্বামত দিতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১৯৯; মিশকাত হা/৬৪৮; যঈফাহ হা/৩৫)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : ইমাম সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের চেয়ে বাম দিকের সালামে স্বর কিছু নীচু করবেন মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-ফরীদুদ্দীন
আসাম, ভারত।

উত্তর : বাম দিকের সালামে স্বর নীচু করতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশনা নেই। বরং জাবের (রাঃ) বলেন,

Contents

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত-এর বৈঠকে হাটুর ওপর হাত রেখে ডানে বামে তোমাদের ভাইদের (মুখ ফিরিয়ে) 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট *(মুসলিম হা/৪৩১; আবুদাঊদ হা/৯৯৯)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর সময় ডানে ও বামে বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৫০)*।

উল্লেখ্য যে, কয়েকটি বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক বিদ্বান প্রথম সালাম ফিরানো ফরয এবং দ্বিতীয় সালাম ফিরানো সুন্নাত বলেছেন *(ছহীহাহ হা/৩১৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*। যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এর সাথে স্বর উঁচু-নীচুর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশী। যা যুলুমের পর্যায়ভুক্ত। এক্ষণে চোরাই লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা নেওয়া যাবে কি?

-রবীউল আহসান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : যাবে না। এটা চুরি হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। সরকার জনগণের নিকট থেকে টাকা নিয়ে জনগণের প্রয়োজনে তা ব্যয় করে। এক্ষণে যদি তারা যুলুম করে বা কোন খেয়ানত করে, তখন বৈধ উপায়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬৭২)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ। কেননা সে তাশাহহুদ থেকে দাঁড়িয়েছে। আর তাশাহহুদ থেকে দাঁড়িয়ে বাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে রাফউল ইয়াদায়েন করাই শরী'আতের নির্দেশনা *(বুখারী হা/৭৩৯; ওছায়মীন, ইসলাম কিউএ ফতওয়া নং ২১৫০৬)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : সূরা বাক্বারাহ ১১৫ আয়াতের সঠিক অর্থ জানতে চাই।

-আবু আব্দুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত আয়াতের অর্থ হল, 'আর আল্লাহ্র জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ'।

উল্লেখ্য যে, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনের বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে, 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান'। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই উক্ত ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অনুবাদে বলা হয়েছে, 'যেদিকেই মুখ ফিরাও সেই দিকই আল্লাহর দিক'। উক্ত অনুবাদ দু'টির কোনটিই সঠিক হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই অনুবাদ করতে হবে। কোনরূপ দূরতম ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্র নিজস্ব আকার আছে যার তাঁর উপযোগী, যা অন্যকিছুর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বলেন, 'তার তুলনীয় কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*।

মূল ঘটনাটি ছিল এই যে, একদা কতিপয় ছাহাবী কোন এক অজ্ঞাত স্থানে ছালাত আদায় করার সময় ক্বিবলার দিক ভুলে উল্টা দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে উক্ত আয়াত নাযিল হয় *(তিরমিযী হা/২৯৫৭, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : থার্টিফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি পালন সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম, খুলশী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : অমুসলিমদের অনুকরণে এসব দিবস পালিত হয়। যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এগুলি স্রেফ জাহেলিয়াত এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এসব অনুষ্ঠান সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রসারের অন্যতম মাধ্যম। আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন *(আন'আম ৬/১৫১)*। এর ফলে নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। অতএব এসব থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : পিতা ও মাতার মধ্যে সন্তানের নিকট অধিক সেবা পাওয়ার হকদার কে?

-মুহসিন, খুলনা।

উত্তর : উভয়ে সমান হকদার। আল্লাহ বলেন, তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোট অবস্থায় দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(ইসরা ১৭/২৩-২৪)*। তবে পরিবার প্রধান হিসাবে পিতা অধিক আনুগত্য পাওয়ার হকদার *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। আর মাতা বিশেষ তিনটি কষ্টের কারণে অগ্রাধিকার পাবেন। (১) কষ্টের সাথে গর্ভধারণ (২) সীমাহীন প্রসব বেদনা সহ্যকরণ (৩) এবং অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে সন্তান পালন। এসবে পিতার কোন অংশীদারিত্ব নেই। এজন্য জনৈক ছাহাবী পিতা-মাতার সেবার কথা জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) মায়ের কথা তিনবার ও পিতার কথা একবার বলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১-১২)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছোঁয়াচে কোন রোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে, বসন্ত, চোখ ওঠা ইত্যাদি ছোঁয়াচে রোগ। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় কি?

-তানভীর, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণ নেই এবং ছফর মাসেও কোন অশুভ নেই। একথা শুনে জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহ'লে পালের মধ্যে একটা চর্মরোগী উট আসলে বাকীগুলি চর্মরোগী হয় কেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে প্রথম উটটিকে চর্মরোগী বানালো কে? *(বুখারী হা/৫৭৭০; মুসলিম হা/২২২০; মিশকাত হা/৪৫৭৭-৭৮ 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অধ্যায় 'শুভ ও অশুভ লক্ষণ' অনুচ্ছেদ-১)*। উক্ত হাদীছে ছোঁয়াচে রোগ নেই তা বলা হয়নি। বরং জাহেলী যুগে মানুষ বিশ্বাস করত যে কিছু ছোঁয়াচে রোগ আছে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবেই অন্যকে সংক্রমিত করে। এ বিশ্বাস অপনোদনের জন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, ছোঁয়াচে রোগ থাকলেও তা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত অন্যের দেহে সংক্রমিত হয় না।

যেমন একই হাদীছে তিনি বলেছেন, তবে কুষ্ঠরোগী হ'তে এমনভাবে পলায়ন কর, যেভাবে তোমরা বাঘ থেকে পলায়ন কর' *(বুখারী হা/৫৭০৭)*। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা সুস্থ উটকে অসুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত করবে না *(বুখারী হা/৫৭৭৪)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণার উদ্রেক হয় না। অথচ আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে আল্লাহ তা দূরীভূত করে দেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৮৪)*। অতএব ছোঁয়াচে রোগ আছে। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন রোগই ছড়ায় না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : 'ভারতের রাজা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আদাভর্তি কলস উপহার পাঠিয়েছিলেন' মর্মের বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-মাসঊদ আহমাদ, রংপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ। আবু হাতেম ও আবু যুর'আ বলেন, আমর বিন হুক্কাম বর্ণিত উক্ত হাদীছটি মুনকার। কারণ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না' *(ইলালুল হাদীছ ১/৩০২)*। হায়ছামী বলেন, বর্ণনাটি যঈফ *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮০৩৯)*।

তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তি হ'ল মুরসাল ও যঈফ বর্ণনাসমূহ। তাই বিধানগত বিষয়ে এগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তথ্যগত বিষয়ে গ্রহণযোগ্য। যেমন সূরা নিসা ৬৫ আয়াতের শানে নুযূলে দু'জন বদরী ছাহাবীর মধ্যে একজন আনছার ছাহাবীর নাম ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়নি। অথচ সেটি একটা যঈফ হাদীছে পাওয়া যায়। সেবিষয়ে মন্তব্য করে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল। কিন্তু এর মধ্যে আনছার ব্যক্তির নাম পাওয়ার ফায়েদা রয়েছে' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : জিনিসপত্র নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে কি?

-মোবারক হোসাইন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : একদামে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। কারণ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্ত হ'ল উভয়ের সন্তুষ্টি *(নিসা ৪/২৯; ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১২৮৩)* এবং ধোঁকা না থাকা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০)*। সুতরাং একদামে ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নেই। তবে যে কোন বস্তু দরদাম যাচাই করে ক্রয় করাই উত্তম। ছাহাবীগণ দরদাম যাচাই করেই কেনা-কাটা করতেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/১২৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : মায়ের হাতে বা পায়ে চুমু খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হালীম, মালদ্বীপ।

উত্তর : চুমু খাওয়া বা কদমবূসী করা ইসলামী রীতি নয়। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে' *(তিরমিযী হা/২৭২৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২, মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। অতএব সাক্ষাৎকালে মুছাফাহা করাই সুন্নাত।

এক্ষণে হাতে চুমু দেওয়া মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে চুম্বন করেন *(আবুদাঊদ হা/৫২২৫; মিশকাত হা/৪৬৮৮)*, সেটি ইসলামী রীতি হিসাবে ছিল না। কারণ তারা নওমুসলিম হিসাবে প্রথম মদীনায় এসেছিলেন এবং তাদের পূর্ব রীতি হিসাবে এটা করেছিলেন। অতএব সুন্নাত মনে করে মায়ের হাতে চুমু খাওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য যে, পায়ে চুম্বন করা সম্পর্কিত হাদীছসমূহ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১১১৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৫-৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সকল ফৎওয়াই কি ছহীহ হাদীছের উপর প্রদান করেছেন? যদি না করে থাকেন তবে তা অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে কি?

-আবুবকর
নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

উত্তর : অনুসরণীয় চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফিক্বহী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। যদি 'ফিক্বহে আকবর' ও 'মুসনাদে আবু হানীফা'-কে তাঁর কিতাব বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহ'লে

বলা হবে যে, প্রথমোক্ত ছোট পুস্তিকাটি আক্বায়েদের উপরে লিখিত এবং শেষোক্তটি হাদীছের সংক্ষিপ্ত সংকলন। অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফৎওয়াসমূহ কি ছিল এবং সেগুলি ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে কি-না, তা যাচাই করার কোন সুযোগ নেই।

তিনি যে ফৎওয়া বিষয়ে কোন কিতাব রচনা করেননি, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, একদা তিনি স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফকে ধমক দিয়ে বলেন, সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি। কাল যে রায় দেই, পরশু তার প্রত্যাহার করি'। আরেকবার তিনি বলেন, 'তোমাদের ধ্বংস হৌক তোমরা এইসব কিতাবগুলিতে আমার উপরে কত মিথ্যারোপ করেছ, যা আমি বলিনি' *(তারীখু বাগদাদ, ১৩/৪০২; ১৪/২৫৮)*।

এক্ষণে চার ইমামের মাযহাব বলে গৃহীত মাসআলা সমূহের সংকলন হিসাবে যে সকল বিরাট বিরাট ফিক্বহগ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, সেগুলিতে সংকলিত অধিকাংশ মাসআলা কিংবা সবগুলোই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানদের রচিত। যেমন ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (রহঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের যে বিরাট সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'এই মাসআলাগুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা হারাম'। এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপরে মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র। তাফ্তাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) বলেন, কতইনা নির্ভরযোগ্য কিতাব রয়েছে, যার উপরে বড় বড় ফক্বীহগণ নির্ভর করে থাকেন, যা মওযূ বা জাল হাদীছসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ফাৎওয়ার কিতাবসমূহ। ... তুমি কি দেখনা 'হেদায়াহ' লেখকের দিকে? যিনি নেতৃস্থানীয় হানাফী বিদ্বানগণের অন্যতম। আল-ওয়াজীযের ভাষ্যকার রাফেঈ-র দিকে, যিনি নেতৃস্থানীয় শাফেঈ বিদ্বানগণের অন্যতম। তাঁরা যদিও এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করা হয় এবং বড় বড় পণ্ডিতগণ যাদের উপর নির্ভর করে থাকেন। তাঁরা তাদের কিতাবসমূহে এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন, যার পক্ষে হাদীছে দক্ষ ব্যক্তিদের নিকটে কোন প্রমাণ নেই *(নাফে' কাবীর পৃ. ১৩; আল-আজওয়াবাতুল ফাযেলাহ পৃ. ২৯; বিস্তারিত দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' থিসিস পৃ.১৭১-৭২; ১৭৯-৮২)*। অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়াসমূহ অন্ধভাবে অনুসরণের কোন সুযোগ নেই। কেননা তাঁরা প্রত্যেকে বলেছেন, যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : মাকরূহ বলে শরী'আতের কোন উৎস আছে কি?

-নাসীম আহমাদ
শিকটা, জয়পুরহাট।

উত্তর : আছে। 'মাকরূহ' অর্থ- অপসন্দনীয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলাকে অপসন্দ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭ 'জলদী ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, অনেক বিদ্বান মাকরূহকে তানযীহী ও তাহরীমী দু'ভাগে ভাগ করেছেন। মূলতঃ তাহরীমীটা হারাম, যা নিষিদ্ধ। যেমন তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য খাওয়া। কেননা এগুলি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এটাকে অনেকে 'মাকরূহ তাহরীমী' বলে খেয়ে থাকেন।

সংশোধনী : গত ডিসেম্বর'১৬ সংখ্যার ১১/৯১ নং প্রশ্নের উত্তরে 'কবরের উপরেই জানাযার ছালাত পড়া যাবে'-এর স্থলে 'কবরের পাশে' হবে। অনাকাংখিত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত *(সম্পাদক)*।

স্যাটেলাইট হোমিও চিকিৎসা সেবা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা, এখন আপনার অতি কাছে।

পলিপাস/নাকের মাংস বৃদ্ধি রোগ থেকে বিনা অপারেশনে অল্প দিনের মধ্যে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ

পলিপাস এর লক্ষণ :
* নাক প্রায় সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
* নাক সুড়সুড় করে অনেক হাঁচী হতে থাকে।
* কান সুড়সুড়, নাকতুলু, গলার মধ্যে ভীষণ চুলকায়।
* ধুলা, ধোয়া, কুয়াশা, গন্ধ কনোটাই সহ্য হয় না।
* সার্বক্ষণিক মাথা ব্যথা।
* ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা

জটিল রোগসহ যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয় -
* যৌন * চর্ম * হাঁপানি * অর্শ্ব * মানসিক সমস্যা * প্রেসার * ডায়াবেটিস * ক্যান্সার * পুরাতন আমাশয় * মাথা ব্যথা * টিউমার * আঁচিল * কান পাকা * বাতের ব্যথা * গ্যাষ্ট্রিক * ঘন ঘন প্রস্রাব * শ্বেতপ্রদর * মাসিকের সময় ব্যথা * জন্ডিস * হার্টের পীড়া * ওভারিয়ান চিষ্ট * পিত্ত পাথরী * কিডনী পাথর * প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া * সিফিলিস * গনোরিয়া * সায়টিকা * হার্ণিয়া * এপেন্ডিসাইটিস।

সকল চিকিৎসায় কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়।

ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
লেকচারার, বেসিক হোমিও মেডিকেল এন্ড ট্রেনিং
কনসালটেন্ট অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন
মোবা ঃ ০১৭১১-১০৬৪৬৬, ০১৬৭৫-২০৩০৮০।

চেম্বার-১, (ঢাকা)
২৪/৫, রাজাবাড়ী সাভার, ঢাকা
সাক্ষাতের সময় : প্রতি ইংরেজী মাসের ১৬ তারিখ

চেম্বার-২, (রাজশাহী)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।
(আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ২য় তলা বিল্ডিং)
সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-১টা, বিকাল ৪-৯টা পর্যন্ত

E-mail : rezasalim2013@gmail.com, Skype : salim,reza263,savar203080